উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ইন্টারনেট শিশুর মৌলিক অধিকার ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		মালদা	
৩১° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন

শুল্ক মকুব ট্রাম্পের, স্বস্তি ভারতের ১১

যশস্বীর হয়ে নির্বাচকদের তোপ অশ্বীনের ১৯

৩০ আশ্বিন ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 18 October 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 152

ছুটিতেও

ছুটি নয়

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের ওয়েব পোর্টাল বাদে সব বিভাগে ছুটি থাকবে। আগামী ১৯, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। তবে প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবেন না উত্তরবঙ্গ সহ দেশদুনিয়ার খবর থেকে। ছুটির দিনেও লাইভ পুজো পরিক্রমা দেখতে এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন ফেসবুক পেজ ও নিউজ পোর্টালে।

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial, www.uttarbangasambad.com

শুভেচ্ছা

পত্রিকার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদপত্র বিক্রেতা, এজেন্ট ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

-প্রকাশক

দীপকে'র জামিন, নেহাকে রেহাই

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : অভিজিৎ দীপকে-কে গ্রেপ্তার ঘোষণা করায় সপ্তমীর সকালে মনে হয়েছিল, তাঁর ভাগ্যে হয়তো দুই সতীর্থ সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কার মতো জেলযাত্রা অপেক্ষা করছে। কারণ, তার আগে শনিবার ভোরে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নেহা বোরাকে। শেষপর্যন্ত অবশ্য সন্দেহটা মিলল না। শর্তসাপেক্ষে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতার জামিন মঞ্জুর হল দিল্লির বিশেষ কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে।

শান্তিভঙ্গ না করার শর্তে মুচলেকা এবং ৫০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর আইনজীবীরা জানিয়েছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সপ্তমী ২.০

শিলিগুড়িতে উইনার্স ক্লাবের প্রতিমার ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

শুভ সরকার

১৭ অক্টোবর : শনিবার দুপুরে বেশ কড়া রোদের মধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকে বাঘা যতীন পার্কের দিকে হেঁটে যেতে যেতে চোখে পড়ল, পার্কের চৌহদ্দির শুরু থেকে গেট পর্যন্ত মোট দশখানা স্টল। গুনে গুনে দশটা ফুচকা, ঘুঘনি আর চাটের স্টল। কোনওটারই সামনে ক্রেতা নেই। বিক্রেতাও নেই। ভরদুপুরে কে-ই বা সেসব খাবে! আর স্টলগুলির সামনে দিয়ে হাত ধরাধরি করে হেঁটে আসছেন শুভঙ্কর আর দীপশিখা।

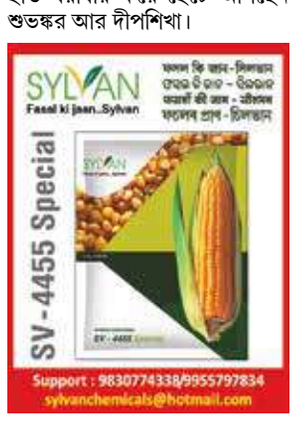

ওহ হো, হাত ধরার কথাটা অবশ্য লেখা থেকে বাদ দেওয়ার কথা হয়েছিল। সেই কড়ারেই দু'মিনিট দাঁড়িয়ে কথা বলতে রাজি হলেন দুজনে। প্রথম সপ্তমীটা তাঁরা নাকি 'বুক করেছেন' কেবল নিজেদের জন্য। দ্বিতীয় সপ্তমী থেকে বন্ধুবান্ধব, প্যান্ডেল হপিং সহ যাবতীয় হুলুস্থুলুতে গা ভাসাবেন।

শনিবার সপ্তমী। রবিবারও। এ যেন একটার সঙ্গে একটা ফ্রি-এর অফার *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

উৎসবে শবযাত্রা

চোরবাগানে পায়ের চাপে মৃত বহু

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : উৎসবের শুরুতেই আঁধার। প্রতিমা দর্শনে গিয়ে পায়ের চাপে মৃত্যু হল বেশ কয়েকজনের। সরকারিভাবে সংখ্যাটা স্পষ্ট করা না হলেও অন্তত ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে দাবি। খাস কলকাতার বুকে ওই ঘটনায় ৫০ জনের বেশি লোককে গুরুতর জখম অবস্থায় কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কিছুক্ষণের মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছান খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত ও আহতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

ঘটনাটি কলকাতার চোরবাগান পুজোমণ্ডপের। মেডিকেল কলেজে পৌঁছেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দও। পুজোর আয়োজক ক্লাবের কর্মকর্তাদের থানায় তলব করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ও মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হন রাতে। পুজোর উদ্যোক্তাদের তরফে বিকাশ দাস বলেন, 'কীভাবে কাণ্ডটা হল, এখনই বোঝা যাচ্ছে না। আপাতত উদ্ধারের কাজে জোর দেওয়া হচ্ছে। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এখন প্রথম কাজ।'

ঘটনাটি ঘটে সন্ধ্যার পর। কলকাতায় তখন ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে চোরবাগান মণ্ডপের ভেতর দর্শনার্থীদের হুড়োহুড়ি লেগে যায়। বাইরের রাস্তায় তখন তীব্র যানজট। আর ভেতরে ঠেলাঠেলি

এত হতে থাকে যে একদল লোক পড়ে যান। তাঁদের ওপর দিয়ে আরেকদল চলে যেতে চাইলে পদপিষ্ট হন অনেকে। মণ্ডপে ঢোকার মুখে তৈরি করা একটি এলিভেটেড করিডরে *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

ত্রাতা দুই মুসলিম তরুণ

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১৭ অক্টোবর : নৌকার অভাবে প্রথা রক্ষা করাই দায় হয়ে উঠেছিল। ত্রাতা হলেন দুই মুসলিম তরুণ। তাঁদের জোগাড় করে দেওয়া নৌকাতেই এবার নিরঞ্জন হবে মদনমোহন বাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরের দুর্গার।

এত বছর ধরে কোচবিহার জলপথ সমবায় পরিবহণ সমিতির নৌকায় নিরঞ্জন হত কাঠামিয়া মন্দিরের মা দুর্গার। কিন্তু এ বছর সেখান থেকে নৌকা না মেলায় সমস্যা দেখা দেয়। কাঠামিয়া মন্দিরের দুর্গাকে গোলবাগানের ফাঁসির ঘাটে বিসর্জন দেওয়া হয়। মূর্তিকে মন্দির থেকে কাঁধে করে ঘাট অব্দি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নৌকার উপরে মূর্তিকে তুলে নদীর মধ্যে সাত পাক ঘোরানো হয়। সূর্য ঢলে এলে গোধূলি লগ্নে বিসর্জন দেওয়া হয়।

এবার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড থেকে ফাঁসির ঘাট জলপথ পরিবহণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, ঘাট বন্ধ থাকায় চারটে নৌকা নষ্ট হয়ে আছে। তাই তাদের পক্ষে নৌকা দেওয়া সম্ভব নয়। এতে মাথায় হাত পড়ে দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের।

তোর্ষা নদীতে কাঠামিয়া মন্দিরের প্রতিমার বিসর্জনপর্ব। -ফাইল চিত্র

নৌকা না পেলে প্রথা ভেঙে যাবে, এ কথা জানতে পেরে এগিয়ে আসেন সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই তরুণ। আপাতত তাঁদের চিঠি দিয়ে নৌকার জন্য আবেদন করা হয়েছে। শুক্রবার তাঁদের সঙ্গে নিয়ে রানিবাগানের ঘাট পরিদর্শন করেন ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ। সেখানে দেখা যায় জল থাকলেও মাঝে একটি সাঁকো তৈরি করার দরকার। সেই সঙ্গে ঘাটটাও ঠিক করতে হবে।

ওই দুই তরুণের একজন, আবু বক্কর সিদ্দিকের কথায়, 'এত বছরের রাজ-ঐতিহ্য কখনই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। দুর্গামূর্তি বিসর্জনের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে যা যা করার দরকার, আমরা সবটাই করে দেব।' এত বছরের প্রথায় যাতে কোনওরকম ত্রুটি না আসে, সেই কারণে তাঁরা সবরকমভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। ওই জায়গায় ঘাট ঠিক করা থেকে সাঁকো তৈরি, সবকিছুই দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা করে দেবেন বলে জানিয়েছেন। দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডকে বলা হয়েছে, তারা যেন দশমীর সকালে এসে একবার দেখে যায় সবকিছু ঠিক আছে কি না।

সিদ্দিকের কথায়, 'এই বিষয়ে আমাদের তো তেমন কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাই যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে সেজন্যই তাঁদের আসতে বলা হয়েছে।' নৌকা এবং মাঝির জন্য প্রতি বছর সামান্য কিছু টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। এবার যাঁরা নৌকা দিচ্ছেন, তাঁরা কিছুই দাবি করেননি। সিদ্দিক জানান, আমাদের কোনও দাবি নেই। যদি খরচের কিছু দেয় তাহলেও হবে, আর যদি না দেয় সেটাও ঠাকুরের জন্য আমরা মেনে নেব। তাতে কোনও অসুবিধা হবে না।'

- নৌকার অভাবে মদনমোহন বাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়
- জলপথ সমবায় পরিবহণ সমিতির ফাঁসির ঘাটের নৌকাগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ে দেবত্র ট্রাস্টবোর্ড
- ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসেন দুই মুসলিম তরুণ, তাঁরা বিসর্জনের জন্য নৌকা ও মাঝির বন্দোবস্ত করছেন

উদ্ধার হওয়া কিশোরীর মৃত্যু

বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর : স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। দু'দিন পর বালুরঘাট-মালদা রেলপথের বোল্লা হল্ট স্টেশনের কাছে এক তরুণের সঙ্গে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হয় সে। দুজনকেই ভর্তি করা হয় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। শনিবার সকালে মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরীর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এখনও চিকিৎসাধীন তরুণ।

মেয়েটির বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পরিবারের দাবি, ১৩ অক্টোবর স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। রাতে বাড়ি না ফেরায় বাবা-মা ফোনে যোগাযোগ করেন। তখন সে বান্ধবীর বাড়িতে থাকার কথা জানায়। কিন্তু পরদিন সকাল থেকে আর তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। ১৫ অক্টোবর বোল্লা হল্ট স্টেশনের কাছে দুজনকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। পুলিশের সহযোগিতায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তরুণের বাড়ি কুশমণ্ডি ব্লকে।

শনিবার দুপুরে মৃতার ময়নাতদন্ত হয়। তবে এদিন বিকেল পর্যন্ত থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

আজ টিভিতে

ধুরন্ধর-দ্য রিভেঞ্জ (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.০০ স্টার গোল্ড

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.০০ ঘরে অ্যান্ড বাইরে, ৯.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, দুপুর ১.০০ গুরু, বিকেল ৪.৪৫ সংগ্রাম, রাত ৯.৩০ পাগলু-টু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.৩০ জোশ, বিকেল ৫.০০ চ্যালেঞ্জ, রাত ৯.৩০ নীল আকাশের চাঁদনি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ রক্তের স্বাদ, বেলা ১১.৩০ গীত সংগীত, দুপুর ২.০০ লোফার, বিকেল ৫.০০ মেজবউ, সন্ধে ৭.০০ অঞ্জলি, রাত ৯.৩০ বিদ্রোহ, ১২.০০ কিডন্যাপ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দায় দায়িত্ব

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৪৭ বজ্রকায়া, দুপুর ১.২৭ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ, বিকেল ৪.২০ এনিমি, সন্ধে ৭.২৯ জওয়ান, রাত ১১.০৩ মায়া মল ভূত কা খেল

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৯ ক্রু, দুপুর ১.৩৭ এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত, বিকেল ৪.২৪ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, সন্ধে ৭.৫৯ গদর : এক প্রেম কথা, রাত ১১.৪৯ গঙ্গাজল

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল ১০.১৫ পঙ্গা, দুপুর ১২.৩০ অংরেজি মিডিয়ম, বিকেল ৩.০০ ইনকার, ৫.১৫ ব্রাদার্স, রাত ৮.০০ কপুর অ্যান্ড সন্স, ১০.৩০ গ্র্যান্ড মস্তি

নীল আকাশের চাঁদনি রাত ৯.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

হাউ ডিজনি বিল্ট আমেরিকা বিকেল ৫.১৫ হিস্ট্রি টিভি এইটিন এইচডি

আজ মহাসপ্তমীতে সন্ধ্যা চৌবে তৈরি করবেন মিষ্টি মধুর শ্রী ভোগ। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

হতাশ ডুয়ার্সের পর্যটন মহল

দুর্গাপুজোয় চেনা ভিড় উধাও

খাঁখাঁ করছে জয়ন্তী। শনিবার।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই বুকিং শেষ, পুজোর দিনগুলিতে অরণ্যঘেরা ডুয়ার্সে শুধুই কালো মাথার ভিড়-পুজো পর্যটনের এটাই চেনা ছবি। কিন্তু এবছর সেই চেনা ছবি উধাও। অনায়াসে মিলছে লজ ও হোমস্টেতে থাকার জায়গা। এমন পরিস্থিতিতে স্পষ্ট, আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটন ব্যবসা এবছর বড় সমস্যায় পড়েছে। পর্যটকদের তেমন আনাগোনা না থাকায় ক্ষতির মুখে পড়ে হতাশ পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ীরা। কীভাবে এই সমস্যা কাটিয়ে সুদিন ফিরবে, বুঝতে পারছেন না কেউই। পুজো পর্যটনের চেনা ছবিটা হারিয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ডুয়ার্সের পর্যটন মহল।

আলিপুরদুয়ার জেলার প্রবীণ পর্যটন ব্যবসায়ী গণেশচন্দ্র শা বললেন, 'প্রায় ১৯ বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছি। এত খারাপ পরিস্থিতি কোনওবার হয়নি। পর্যটকের সংখ্যা এবছর যথেষ্ট কম।' কিন্তু হঠাৎ কেন এমন করুণ পরিস্থিতি? পর্যটন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, জেলার পর্যটন বন ও পরিবেশকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প এবং জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের। কিন্তু লাগাতার আন্দোলনের জেরে বক্সা ও জয়ন্তী নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না পর্যটকরা। জঙ্গল সাফারিও বন্ধ।

চিলাপাতা, কোদালবস্তি, জলদাপাড়া ও মাদারিহাটের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে কিছু পর্যটক রয়েছেন। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল সাফারির অনলাইন বুকিং দেরিতে শুরু হওয়ায় তার প্রভাব পুজো পর্যটনে পড়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। তাঁদের বক্তব্য, যে সময় অনলাইন বুকিংয়ের ঘোষণা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকেরই অন্যত্র ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়ে গিয়েছিল। ট্যুর অপারেটর প্রতিম ছেত্রী বলেন, 'অনলাইন সাফারির কথা জানতে পেরে অনেকেই আসতে চাইছেন, কিন্তু ট্রেনের টিকিট পাচ্ছেন না। বেশ কিছু বুকিং বাতিল হয়েছে।'

বন দপ্তরের সাফারি বুকিং পোর্টালে দেখা যাচ্ছে, পুজোর মরশুমে বেশিরভাগ সাফারি পয়েন্ট ফাঁকা। জলদাপাড়া সাফারি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সীতারাম ছেত্রীর কথায়, 'প্রতিদিন চার শিফটে সাফারি হয়। দুর্গাপুজোর সময় এমন হত যে চারবারই সব গাড়ি চলত। বর্তমানে এমন পরিস্থিতি যে, দু'দিন পর গাড়ির নম্বর আসে।'

সব মিলিয়ে পুজো নিয়ে পর্যটনে বড় আশা থাকলেও, বর্তমান পরিস্থিতিতে হতাশ পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত সকলেই।

ধর্ষণ

বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর : চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মহিলার কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকা নেওয়ার পর তাঁকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে মঙ্গলপুরের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, পরিচিতির সূত্রে বাড়িতে যাতায়াত করে মহিলাকে ভুল বুঝিয়ে ওই ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে টাকা নেয়। পরে তাঁকে ধর্ষণ করে। এনিয়ে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অন্যদিকে, ঘটকের সূত্রে তপনের এক বাসিন্দার সঙ্গে আরেক মহিলার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অভিযোগ, বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ওই ব্যক্তি ওই মহিলার সঙ্গে বহুবার সহবাস করে। তবে শেষপর্যন্ত তাঁকে বিয়ে করেনি। এই ঘটনাতেও পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দুটি ঘটনারই তদন্ত শুরু হয়েছে।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবা ও মায়ের সঙ্গে সপ্তাহের শেষ ভাগটি কাটিয়ে মানসিক শান্তি। ব্যবসার মন্দাভাব কাটবে সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে। বর্তমান সময়ে আর্থিক সমস্যা না থাকলেও অতি ব্যয় না করাই ভালো। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি মিলবে। শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও সামান্য পরিশ্রমে থাকুন।

বৃষ : শরীরের দিকে লক্ষ রাখুন। উচ্চ রক্তচাপের রোগী হলে সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। গৃহে পূজার্চনার উদ্যোগে অবশ্যই নিজেকে শামিল করুন। প্রেমের সঙ্গীকে নিয়ে সামান্য সমস্যা। বাবার পরামর্শ মানসিক শক্তি বাড়াবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন।

মিথুন : নতুন সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে। বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। সন্তানের আরোগ্যলাভে স্বস্তি। ব্যবসায় নতুন কোনও পরিকল্পনা নিতে হতে পারে। সামাজিক কাজে যোগ দিয়ে তৃপ্তি। সংসারের কোনও সদস্যের জন্যে অর্থব্যয় হতে পারে। সামান্যে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। পারিবারিক সমস্যার অবসান হবে।

কর্কট : বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। পরোপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা। সন্তানের সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতির জন্যে আনন্দলাভ। কোনও ভুল সিদ্ধান্তে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। ব্যবসায় নতুন লগ্নি করলেও এখনই ফলের আশা করবেন না। আবেগে অপব্যয়ের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। সাংবাদিকদের উচ্চাশা সমস্যা তৈরি করতে পারে।

সিংহ : কাউকে অযথা উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। অধিক ব্যয়ের কারণে সমস্যা তৈরি হলেও কোনও বয়স্ক প্রিয়জনের সহায়তায় সে সমস্যা কেটে যাবে। ভাইবোনের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে। অপ্রিয় সত্যি কথা না বলাই শ্রেয়। অহেতুক কোনও অপছন্দের কাজ করতে গিয়ে সংকটে পড়ার আশঙ্কা। হারানো দ্রব্য ফিরে পেয়ে স্বস্তি।

কন্যা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তিলাভ। প্রায় বিনা কারণেই আপনার ওপর কোনও স্বজন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন। শান্ত থাকুন। আর্থিক সমস্যা থাকলেও তা সপ্তাহের শেষভাগে কেটে যাবে। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে বিপাকে।

তুলা : কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। বাড়ি সংস্কার করতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে সব খুলে বলুন। পাওনা আদায়ে স্বস্তি মিলবে। শরীর সুস্থ থাকবে।

বৃশ্চিক : ব্যবসা পরিবর্তনের মানসিকতা গড়ে উঠবে। কর্মপ্রার্থীরা এসপ্তাহে ভালো কোনও চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সারা সপ্তাহ ধরে মানসিক চাপ থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। সন্তানের জন্য গর্ব।

ধনু : অহেতুক কাউকে সন্দেহ করে মানসিক অশান্তি। প্রেমের সঙ্গীকে আপনার ইচ্ছার কথা খুলে বলুন। এর ফলে সমস্যা কেটে যাবে। অপত্যস্নেহে অর্থব্যয় হলেও তা আপনাকে তৃপ্তি দেবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে।

মকর : কর্মক্ষেত্রে সবকিছু ঠিক থাকলেও হঠাৎ পদোন্নতি নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। সামান্য বিতর্ক থেকে তীব্র কোনও সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। বন্ধুর সহায়তা মেলায় খুব তৃপ্তি পাবেন। আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হবার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রের সমস্যায় অশান্তি থাকবে। চোখের অসুখে ভোগান্তি।

কুম্ভ : রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। পাওনা আদায়ে সমস্যা হবে। বেশ কিছু ঋণ শোধ করতে হতে পারে। ব্যবসায় মন্দাভাব সামান্য কাটবে। পুরোনো কোনও বন্ধুর সংবাদে খুশি হবেন। ব্যবসা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার কারণ নেই। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে শান্তিলাভ।

মীন : দাম্পত্যের জটিলতার কারণ খোঁজার চেষ্টা করুন। সামান্য কারণেই যে এই জটিলতা তৈরি হয়েছে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনার কাছে। সৃজনমূলক কাজে মনোনিবেশ করে আনন্দলাভ। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই দূরত্ব তৈরি হতে পারে, যা আপনাকে অশান্তির মধ্যে ফেলবে। আর্থিক সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ আশ্বিন,১৪৩৩, ভাঃ ২৬ আশ্বিন, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬, ৩০ আহিন, সংবৎ ৭ আশ্বিন সুদি অধিক, ৬ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৩৯, অঃ ৫।৭। রবিবার, সপ্তমী প্রাতঃ ৫।৫৩। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১১।৩২। সুকর্মাযোগ রাত্রি ১১।৩৮। বণিজকরণ প্রাতঃ ৫।৫৩ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৬।৫২ গতে ববকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১১।৩২ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৫।১০ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, প্রাতঃ ৫।৫৩ গতে একপাদদোষ, দিবা ১১।৩২ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, প্রাতঃ ৫।৫৩ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৯।৫৭ গতে ১২।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৭ গতে ২।৩১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১১।৩২ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১৪ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লা সপ্তমীবিহিত অধিক পূজা প্রশস্তা। শিরডি সাঁইবাবার তিরোভাব দিবস (১৮ অক্টোবর, ১৯১৯) অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৬ গতে ৮।৪৭ মদ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ১।৩১ মধ্যে ও ২।২৩ গতে ৫।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৪।৬ মধ্যে।

ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা সংস্থা খড়গপুর

বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা:- আর/১৪/২০২৬ তারিখ : ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৬

এই সংস্থাটি ভারতীয় নাগরিকদের নিম্নে উল্লেখিত পদগুলিতে আবেদন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

(১) পেশাদার প্রশিক্ষণার্থী (কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)-০৮টি পদ শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়সসীমা এবং এই প্রসঙ্গে অন্যান্য তথ্যের জন্য- http://www.iitkgp.ac.in/non-teaching-positions-এ পরিদর্শন করুন।

অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ : ৩১-১০-২০২৬

রেজিস্ট্রার

cbc 21255/11/0013/2627

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

পার্সেল লিজিং-এর চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া , নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১, আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৬টি এসএলআর-এর লিজিং-এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আলোচ্য ই-অকশনের জন্য বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের জন্য, মার্চেন্টদের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে www.ireps.gov.in-এ এককালীন রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নিতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ : অকশন ক্যাটালগ নং : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-১০ডি। কম্পার্টমেন্ট : ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৬টি এসএলআর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় : ২৮.১০.২০২৬, ০২.৩০ মিনিট।

(HWH-408/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন। @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: R_EL_TRD_13_26-27; তারিখ: 14-10-2026; (বিড নং: R_EL_TRD_13_26-27)। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: "কাটিহার ডিভিশনে নিউ জলপাইগুড়ি - মালদা টাউন সেকশন (ডবল লাইন)-এ তেল্তা - সুবালির মধ্যে অতিরিক্ত ওয়াটার ওয়ে-র ব্যবস্থা সহ ৩ × ১২.২ মিটার স্প্যানবিশিষ্ট ব্রিজ নং. ১৩৩ কে ৬ × ১৮ মিটার স্প্যানবিশিষ্ট ব্রিজে পরিবর্তন করা" কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,১৯,৩৮,৮৩৬.০৪ টাকা; বায়নার ধন: ২,৩৮,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নির্ধারিত এবং অনির্ধারিত পিএসআই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১২-২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১২-২৬-২৭। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডল- এডিইই/টিআরডি/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে (২৪ মাস) নিউ আলিপুরদুয়ার, গোসাইগাঁও হাট, আগমনি এবং নিউ কোচবিহার ওএইচইর সঙ্গে পিএসআই ডিপোর জন্যে নির্ধারিত এবং অনির্ধারিত পিএসআই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার রাশি: ১,৮৫,৪৭,৬৩২.৯৬/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৪২,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৯-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

তিনসুকিয়া মণ্ডলের অধীনে বিভিন্ন রেলে ভিপিএইচ লীজে দেওয়ার জন্যে ই-নিলাম। বিবরণ: পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিটঃ প্রতি রাউণ্ড ট্রিপ (টু ওয়ে)।

অক্সন ক্যাটালগ নং. টিএছকে-ভিপিএইচ-৮৮

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৯৬২-১৫৯৬১-ভিপি-১-ডিবিআরজি-এইচডব্লিউএইচ-২৬-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	৩১৩
এএ/২	১৫৯৩০-১৫৯২৯-ভিপি-১-এনটিএসকে-টিবিএম-২২-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১০-২০২৬ তারিখে ১৪.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১৪.৪০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার নম্বর : এসএনটি-১৮-এলএমজি-২০২৬-২৭-আরটি; তারিখ : ১৬-১০-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : লামডিং ডিভিশনে বিপিএসি এবং ব্লক ইনস্ট্রুমেন্টস (ইউএফএসবিআই) সার্কিটের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ৬ কোয়াড কেবল প্রতিস্থাপন/পুনরুদ্ধার। টেন্ডার মূল্য : ১,৯১,৪৯,০৪৫/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৩,৮৩,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৯-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/ ৬১ অফ ২০২৬, তারিখ: ১৫-১০-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : এডিইএন-ডিমাপুর-এর অধিক্ষেত্রে সিএমএস ক্রসিং-এর রিকন্ডিশনিং। টেন্ডার মূল্য: ১,০৬,৯৭,০১০/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,০৩,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১২-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৩-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিপত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১২-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

ডিআরএম (ডব্লিউ)/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং : টিএসকে/ইএন

মারণরোগেও মায়ের পুজো

অদম্য জেদে অদৃশ্য দেওয়াল ভাঙছেন জলপাইগুড়ির শিখা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : ঘরে ঘরে উমার আগমন। যাঁর আরাধনায় নারীশক্তির বন্দনা, যাঁর হাতে অসুরদলনের অস্ত্র, যাঁর মূর্তিতে অশুভের বিনাশের বার্তা, সেই দেবীর পুজোতেই কি না আজও প্রশ্ন ওঠে, নারী কি পুরোহিত হতে পারেন? মন্ত্রোচ্চারণে কি তাঁর কণ্ঠ পুরুষের কণ্ঠের চেয়ে কম পবিত্র?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে কোনও তর্কসভায় বসেননি শিখা চক্রবর্তী। কোনও স্লোগানও তোলেননি। বরং মন্ত্রোচ্চারণে, নিষ্ঠায় আর নিজের অদম্য জেদে বছরের পর বছর ধরে ভেঙে চলেছেন সমাজের তৈরি করে দেওয়া অদৃশ্য দেওয়াল। তাঁর হাতে পুজোর উপকরণ, কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ, আর শরীরের ভিতরে বাসা বেঁধে থাকা মারণরোগের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই। তিনি শুধু একজন মহিলা পুরোহিত নন, তিনি যেন অন্ধকারের বুক চিরে জ্বলে থাকা এক আলোকশিখা।

বয়স ৪৭। জলপাইগুড়ির নিউটাউনপাড়ার বাসিন্দা শিখা

মহাসপ্তমীতে দুর্গার আরাধনায় শিখা চক্রবর্তী।

২০১৭ সাল থেকে ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসা চলছে। এখন ওরাল কেমোথেরাপি নিতে হয়। শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যায় অসুস্থতার ক্লান্তি, চিকিৎসার ধকল। তবু দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে তাঁর কণ্ঠে মন্ত্রের ছন্দ থামে না। পঞ্চমী থেকে দশমী, তিথি মেনে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত পুজোর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। উপোস থেকে নিয়মনিষ্ঠায় কোনও খামতি রাখতে চান না। অসুস্থ শরীর কখনো-কখনো হয়তো বিশ্রাম চায়, কিন্তু তাঁর সংকল্পের কাছে সেই ক্লান্তিও যেন নীরবে মাথা নোয়ায়।

এবছর শিলিগুড়ির ডাবগ্রামে 'মাতৃ কুঠির' নামে মহিলা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুর্গাপুজোয় পুরোহিতের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন শিখা। দেবীর সামনে হাত জোড় করা মানুষগুলির কাছে হয়তো শিখাও এক অন্যরকম শক্তির প্রতীক, যে শক্তি অসুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলে না, বরং প্রতিকূলতার সামনে দাঁড়িয়ে হার না মানার সাহস জোগায়।

শিখার এই পথচলার শুরু অবশ্য আজকের নয়। ব্রাহ্মণ পরিবারে বড় হয়ে ওঠা। বাবা ছিলেন তাঁর প্রথম শিক্ষক। তাঁর কাছেই পুরোহিতের কাজের প্রাথমিক পাঠ। ছোটবেলা থেকেই নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করতেন। পুজোর আয়োজনের সঙ্গে পরিচয় ছিল, কিন্তু নিজে পুরোহিত হওয়ার ইচ্ছেটা জোরালো হয়ে ওঠে বিয়ের পরে। দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করার পর বিয়ে। স্বামীর সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়েই শুরু হয় তাঁর নতুন যাত্রা। হাসিমুখে শিখা বলেন, 'লক্ষ্মীপুজো দিয়ে পুরোহিত হিসেবে হাতেখড়ি হয়েছিল। এখন পুজো থেকে শুরু করে বিয়ে, সবটাই আমি করিয়ে থাকি। ওরাল কেমো চললেও পুজোর নিয়মে কোনওদিন কাটছাঁট করিনি।'

এই কথার মধ্যে কোনও আত্মপ্রচার নেই। আছে নিজের কাজের প্রতি গভীর আস্থা। আছে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার এক সহজ অথচ অসামান্য দর্শন। শিখার কথায়, 'অনেকেই মনে করেন, অসুস্থ শরীরে দুর্গাপুজোর মতো বড় ও গুরুদায়িত্ব আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব কী করে। কিন্তু মনের জোর আর মা দুর্গার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থাকে সম্বল করেই গত আট বছর ধরে এই দায়িত্ব পালন করছি।'

অথচ এই জায়গায় পৌঁছানোর পথটা মসৃণ ছিল না। প্রথম দিকে মহিলা পুরোহিতের কথা শুনে অনেকে অবাক হতেন। উঠত নানা প্রশ্ন। প্রচলিত ধারণার দেওয়ালে বারবার ধাক্কা খেতে হয়েছে তাঁকে। 'মাতৃ কুঠির'-এর পুজোর আয়োজক প্রিয়ংবদা বিশ্বাস বলেন, 'এক পুরোহিতের কাছ থেকে শিখা চক্রবর্তীর পুজোর সুনাম শুনেছিলাম। তারপর ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওঁর পুজো দেখে সবাই মুগ্ধ।'

শিখার লড়াইকে কেবল ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই বলে দেখলে ভুল হবে। এ লড়াই সামাজিক বদ্ধমূল ধারণার বিরুদ্ধেও। একদিকে শরীরের ভিতরে রোগের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম, অন্যদিকে সমাজের চোখে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের দায়, দুই যুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শিখা নিজের আলোটুকু নিভতে দেননি। বরং অন্ধকার যত গভীর হয়েছে, সেই আলো তত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তিনি শিখা। তাঁর নামের মধ্যেই তো জ্বলে থাকার অঙ্গীকার।

ফুলপাতি শোভাযাত্রা

বীরপাড়া ও জয়গাঁ, ১৭ অক্টোবর : ফুলপাতি উৎসব উপলক্ষ্যে শনিবার বীরপাড়ায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করেন গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ। শনিবার বীরপাড়ার নেপালি হাইস্কুল চত্বর থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রাটি। জয়গাঁতেও ফুলপাতি উৎসব হয়। জয়গাঁ গোর্খা সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ সমিতি ও জয়গাঁ সমাজ কল্যাণ সংঘের উদ্যোগে শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে গোপিমোহন ময়দানে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় ছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৭৫, তারিখ ১৬.১০.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য নামী অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন ফার্ম/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : কাজের নাম : (১) "মালদা টাউনে বিভিন্ন ইউনিট, মালখানা এবং সেন্ট্রাল কোর্টে ব্যারাকে ০৫টি অফিস সহ ৪০ শয্যার আরপিএফ কোর্টে ব্যারাক নির্মাণ" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) "মালদা টাউনে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের আপগ্রেডেশন এবং উন্নয়ন" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৫০,১৫,০৮২.৩৪ টাকা। বায়না রাশি : ১,০০,৩০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ২৬.১০.২০২৬ থেকে ০৯.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-227/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৭৪, তারিখ ১৬.১০.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য নামী অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন ফার্ম/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : কাজের নাম : (১) "গোড্ডা-তে ৫০ শয্যার রানিং রুম নির্মাণ" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) "গোড্ডা-তে নতুন ক্রু লবি বিল্ডিং নির্মাণের জন্য প্রস্তাব" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১,২২,৪৭,০১৬.১৮ টাকা। বায়না রাশি : ২,৪৫,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ২৬.১০.২০২৬ থেকে ০৯.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-226/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৭৬, তারিখ ১৬.১০.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য নামী অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন ফার্ম/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : কাজের নাম : (১) "মালদা ডিভিশনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ সাহিবগঞ্জ ও ভাগলপুরে হেলথ ইউনিট, ধরহারা/মালদা টাউনে বিদ্যুৎ সরবরাহের অগমেন্টেশন" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) নিউ ফরাক্কা ও সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ৪০ কেএলডি ক্ষমতার প্রিফেব্রিকেটেড ওয়েস্ট ওয়াটার রিসাইক্লিন প্ল্যান্ট স্থাপন। টেন্ডার মূল্য : ১,২৭,৫১,০২৯.৪০ টাকা। বায়না রাশি : ২,৫৫,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ২৬.১০.২০২৬ থেকে ০৯.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-225/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সপ্তমীর সেলফি। শনিবার মালদার একটি মণ্ডপে অরিন্দম বাগের তোলা ছবি।

মারধর

বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর : ভাঙা চেয়ার মেরামতকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে এক ক্রেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বালুরঘাট নিউ মার্কেটের আসবাবপত্রের দোকানের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে। দুর্গাবাড়ির বাসিন্দা উত্তম সাহার অভিযোগ, ১৪ অক্টোবর ওই দোকান থেকে আসবাব কেনার পর বাড়িতে গিয়ে একটি চেয়ার ভাঙা দেখেন। দোকানের নির্দেশে সেটি ফেরত দিলেও মেরামতের পর চেয়ারটি তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে বচসা হয়। সেই সময় তাঁকে গালিগালাজ করে মারধর করা হয়। পুলিশ তদন্ত করছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৭৭, তারিখ ১৬.১০.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য নামী অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন ফার্ম/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : কাজের নাম : মালদা টাউন ডিভিসনে প্যানেল রুমে এটি বিদ্যুৎ সরবরাহের শক্তিবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং গেটে এটি বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৯৩,৯৪,৫১৩.০৬ টাকা। বায়না রাশি : ১,৮৭,৯০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ২৬.১০.২০২৬ থেকে ০৯.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-224/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বাপের বাড়িতে উমা, শূন্যতা কুমোরটুলিজুড়ে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৭ অক্টোবর : যে ঘরে মাস তিনেক ধরে একটু একটু করে মৃণ্ময়ী উমা হয়ে উঠেছিলেন চিন্ময়ী, সেই ঘর আজ ফাঁকা। খড়ের কাঠামোয় মাটির প্রলেপ দিয়ে, রং-তুলির আঁচড়ে, চোখের তারায় মায়া আর মুখে হাসি ফুটিয়ে যে মেয়েকে এত যত্নে গড়ে তুলেছিলেন মৃৎশিল্পীরা, তিনি এখন মণ্ডপে। বাপের বাড়িতে। আর কুমোরটুলির কারখানায় পড়ে রয়েছে তাঁর ফেলে যাওয়া শূন্যতা।

বাঙালির কাছে দুর্গাপুজো তো আসলে ঘরের মেয়ের ফিরে আসার উৎসব। উমা আসবেন বলে ঘর সাজে, আনন্দের ঢেউ ওঠে। কিন্তু যে ঘরে তাঁকে তৈরি করা হয়, সেই ঘরের গল্পটা একটু আলাদা। সেখানে উমার আগমন মানে কাজের ব্যস্ততা, রাতজাগা, মাটির গন্ধে মাখামাখি দিনরাত। আর তাঁর বিদায় মানে হঠাৎ থেমে যাওয়া সব ব্যস্ততা। যে হাতগুলি এত দিন ধরে মেয়েকে সাজিয়ে তুলছিল, সেই হাতগুলিই যেন এক মুহূর্তে শূন্য হয়ে যায়।

সপ্তমীতে ফাঁকা কারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মালদার প্রবীণ মৃৎশিল্পী শম্ভুনাথ সাহা। ছলছল চোখে বললেন, 'মেয়ে চলে গিয়েছে বাপের বাড়িতে। তাই খারাপ তো লাগবেই।' যে প্রতিমার মুখে এত দিন ধরে হাসি ফুটিয়েছেন, সেই মুখটাই যে এখন আর সামনে নেই।

কয়েক দিন আগেও এই কারখানাগুলিতে পা ফেলার জায়গা ছিল না। কোথাও খড়ের কাঠামোয় মাটির প্রলেপ পড়ছে, কোথাও দশটি হাতের আঙুল নিখুঁত করে গড়ে তুলছেন শিল্পীরা। কোনও প্রতিমার চোখ আঁকা হচ্ছে, কোনওটির চুল বসছে, কোথাও চলছে শাড়ি আর অলংকারের শেষ মুহূর্তের সাজ। রাত বাড়লেও কাজ থামেনি। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে শিল্পীদের হাত। তারপর একে একে প্রতিমা চলে গিয়েছে মণ্ডপে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে কারখানার ব্যস্ততা, শিল্পীদের রাতজাগা আর এত দিনের সমস্ত ব্যস্ততার ফসল। পড়ে রয়েছে বাঁশ, খড়, মাটির অবশিষ্ট উপকরণ। এক কোণে রঙের কৌটো, অন্য কোণে গুটিয়ে রাখা কাজের সরঞ্জাম।

তরুণ মৃৎশিল্পী বিবেক দাসের কথায়, 'আমাদের কাছে দুর্গাপুজো শুধু রোজগারের মরশুম নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আবেগ, ভালোবাসা আর দীর্ঘদিনের সাধনা। একটা প্রতিমা তৈরি করতে শুধু মাটি আর খড় লাগে না, লাগে সময়, ধৈর্য এবং শিল্পীর মনের সমস্তটুকু উজাড় করে দেওয়ার ক্ষমতা।' দিনের পর দিন প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে করতে সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।

পুজোর ব্যস্ততা শেষ। কিন্তু মৃৎশিল্পীদের জীবন তো থেমে থাকে না। কয়েক দিনের বিশ্রাম, কিছুটা হিসেব-নিকেশ। তারপর আবার মাটি মাখবেন তাঁরা। সামনে লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো। নতুন কাঠামোয় ফুটে উঠবে নতুন অবয়ব। আবার কাজের শব্দে ভরে উঠবে কারখানা। তবু দুর্গাপুজোর পরের এই কটা দিন অন্য রকম। মৃৎশিল্পী পিন্টু চৌধুরীর কথায়, 'মণ্ডপে প্রতিমা চলে যাওয়ার পর এই সময়টুকুতে কাজের ব্যস্ততার চেয়ে স্মৃতিরাই যেন বেশি কথা বলে।'

কুমোরটুলিতে এখন শুধুই বাঁশ, খড় ও মাটির অবশিষ্ট উপকরণ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা শেখ মোজাম - কে 30.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88H 11858 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই জয় আমাকে জীবনে একটি নতুন সূচনা দিয়েছে। আমি এখন কোনো আর্থিক দুশ্চিন্তা ছাড়াই নিজের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিতে পারব। আমি এই জয়কে একটি বিশাল আশীর্বাদ বলে মনে করি এবং আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কোচবিহারের তরুণদল ক্লাবে প্রতিমা দর্শনে কচিকাঁচারা। শনিবার। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

শহুরে আলো ছেড়ে প্রকৃতির কোলে

বাঙালির দুর্গাপুজো মানে নতুন জামা পরা, অনেক মানুষের ভিড়, ঢাক, মাইকের আওয়াজ, সেলফি তোলা। কিন্তু আনন্দের মানে তো সবার কাছে এক নয়। অনেকে নির্জনতায় আনন্দ খোঁজেন। তাই ভিড়ের পাশ দিয়েই প্রতি বছর নিঃশব্দে শহর থেকে বেরিয়ে যান কিছু মানুষ।

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৭ অক্টোবর : নবমীর সকাল। পাহাড়ের গায়ে তখনও 'অরুণ আলোর অঞ্জলি' এসে পড়েনি। জানলার কাচে ছোট ছোট জলের দাগ। পাল্লাটা খুলে হোমস্টের জানালায় চোখ রাখেন শিক্ষক পঞ্চু ঝা। অনেকটা দূরে পাহাড়ের আবছা রেখা। রাতভর বৃষ্টির পর পাইন বনে টুপটাপ জল ঝরছে, ঝিরিঝিরি পাতা চুঁইয়ে। ভেজা পাথুরে মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে নাম না জানা বুনো পাহাড়ি ফুলের সুবাস।

'নিজের সঙ্গে নিজের যাপন। আর কী চাই, বলুন তো?' কথাটা বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন পঞ্চু। গত বছর শহরের ভিড় থেকে বহু দূরে কীভাবে কেটেছিল পুজোর ক'টা দিন, সেই অভিজ্ঞতাই শোনাচ্ছিলেন বাংলার শিক্ষক পঞ্চু।

ছবি : এআই

পুজোর সময় শহরজুড়ে ভিড়। শহর পেরোলে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে গাড়ির জট। পথের ক্লান্তি ভুলে রংবেরঙের পোশাক পরে নানা বয়সের মানুষ ভিড় ঠেলে পায়ে পায়ে এগিয়ে যান প্যান্ডেলের ভেতরে। শরীরী ভাষায় একটা পুজো দেখে আর একটা পুজোয় যাওয়ার তাড়া স্পষ্ট বোঝা যায়।

'ওখানে কিন্তু কোনও তাড়া নেই।' একটু হেসে বলেন পঞ্চু। এই 'তাড়া নেই' কথাটাই তাঁর পুজোর আসল আনন্দ।

বছরের অন্য দিনগুলোতে তাড়া থাকে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যস্ত জীবনের কাঁটা ঘুরতে থাকে অবিরাম। পুজোর চারটে দিন সেই তাড়া থেকে মুক্তি চান অনেকে। তাই পুজোর সময় পঞ্চুর মতো শহর ছাড়েন সুব্রত গুহ। তিনি এবার যাচ্ছেন সাগরে। দাক্ষিণাত্যের ভারত মহাসাগরের তীরকে এবার তিনি পুজোর ডেস্টিনেশন হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁর কথা, 'ভিড় ভালো লাগে না। আমার স্ত্রী আর মেয়েও প্যান্ডেল হপিং করতে ভালোবাসে না। আমার কাছে পুজো মানে বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা।' তাই কয়েক বছর ধরে রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার বাসিন্দা সুব্রত এবং তাঁর দুই বন্ধু নিজেদের পরিবারকে নিয়ে পুজোর সময় শহর ছাড়েন।

সুব্রত বলেন, 'এবার আমরা কেরলে যাচ্ছি। পুজোর কটা দিন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে মেয়ের হাত ধরে নির্জন সমুদ্রসৈকতে হাঁটব। এটাও কি কম সুখের!'

কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা, পেশায় আইনজীবী দয়াময় গোস্বামীও পুজোর সময় শহরে থাকছেন না। তাঁর ভাষায়, 'সারা বছর কাজের ভীষণ চাপ। আইনি মারপ্যাঁচ, মানুষের সমস্যা-অশান্তি নিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় একটু খোলা হাওয়া দরকার। পুজোর সময় কোর্ট বন্ধ থাকে। তাই কয়েকজন বন্ধু মিলে শহর থেকে পালিয়ে যাই।' সবাই যে খুব দূরে যাওয়ার সময় পান, তা তো নয়। ইটাহারের বিপ্লব দাস পুজোর দিনগুলোতে ছুটে যান কোনও শান্ত, স্নিগ্ধ, ছায়াঘেরা গ্রামে। সেখানেও পুজো হয়। কিন্তু সেই পুজোর বহিরঙ্গে কোনও আড়ম্বর থাকে না।

জাল নোট সহ গ্রেপ্তার দুই

তপন, ১৭ অক্টোবর : কখনও বিড়ি-সিগারেটের দোকানে ৫০০ টাকার জাল নোট দিয়ে কেনাকাটা, আবার কখনও সেই নোটের বিনিময়ে নগদ টাকা সংগ্রহ। এভাবেই গ্রামগঞ্জের বাজারে জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একটি চক্রের বিরুদ্ধে। শুক্রবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে এমন একটি চক্রের হদিস পেল তপন থানার পুলিশ। পুলিশি অভিযানে তপন ব্লকের আউটিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শালডাঙ্গা গ্রাম থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫০০ টাকার ১১৭টি জাল নোট। জাল নোট উদ্ধারের পাশাপাশি দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশি অভিযানে তপন থানার কামদেববাটীর পারভিন বেগম গ্রেপ্তার হলেও চক্রের মূল মাথা তাঁর স্বামী বেল্লাল মোল্লাকে ধরতে পারেনি পুলিশ। পারভিনের সঙ্গে জাল নোট সহ ধরা পড়েছেন একই এলাকার শাহিন মোল্লা। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মালদার কালিয়াচক থেকে ৫০০ টাকার জাল নোট নিয়ে আসতেন বেল্লাল। সেই নোট পৌঁছে দেওয়া হত বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায়। মূলত ছোট ব্যবসায়ীদের দোকানগুলিকে নিশানা করে ছড়িয়ে দেওয়া হত জাল নোট। ৫০০ টাকার জাল নোটের বিনিময়ে ৪০০, ৩০০ টাকা নেওয়ার কারবারও চলত বলে জানা গিয়েছে। কারবারে সিগারেটের প্যাকেটের ব্যবহারও নজরে এসেছে; কেননা, অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে প্রায় ৭০ প্যাকেট সিগারেট উদ্ধার হয়েছে। কতদিন ধরে এই কারবার চলছিল, কালিয়াচক থেকে কীভাবে জাল নোট তপনে পৌঁছাত এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি পলাতক অভিযুক্তের খোঁজেও তল্লাশি চলছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

বিপর্যয় রোধে নদীকে বন্দনা

শালকুমারহাট, ১৭ অক্টোবর : পুজোর আনন্দ ফের না মাটি হয়ে যায়! গত বছর বিসর্জনের পর একাদশীতে তোর্ষার শাখানদী শিসামারার জলে ভেসে গিয়েছিল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাট। বাঁধভাঙা জলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বিঘার পর বিঘা ফসল। সেই বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে নতুনপাড়া ও নেপালিটারির বাসিন্দারা ধর্মীয় ও লোকায়ত আচারে নদীবন্দনা করলেন শনিবার। দুই গ্রামের পুজো উদ্যোক্তারা কলসিতে শিসামারার জল ভরে এনে হাত জোড় করে প্রার্থনা জানান তোর্ষার লৌকিক দেবতা তোর্ষা পিরের উদ্দেশে।

নেপালিটারিতে পুজো কমিটির প্রতিনিধি সীতারাম ছেত্রী বলেন, 'গত বছরের স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি। ওরকম বিপর্যয় যাতে আর না হয়, তাই দেবী দুর্গার পাশাপাশি শিসামারার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি।' নদীতে স্থায়ী বাঁধ এখনও হয়নি। সেজন্য ইচ্ছে থাকলেও মন খুলে আনন্দ করতে ভয় পাচ্ছেন গ্রামবাসী। শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যোগেশ রায় অবশ্য আশার কথা শুনিয়ে বলেন, 'শিসামারায় শীঘ্রই বাঁধ হবে।'

নতুনপাড়ার পুজো কমিটির সদস্যরা ঢাক, বাজনা বাজিয়ে জল ভরতে গিয়েছিলেন। পুজো কমিটির সম্পাদক সুশীলা উপাধ্যায় বলেন, 'শিসামারার বিপর্যয় মনে দাগ কেটে গিয়েছে। আমরা আজ তোর্ষা পিরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি। শিসামারার জলে সপ্তমীতে দেবীর পুজো হয়েছে।'

ভুটান থেকে নেমে আসা তোর্ষার সঙ্গে সংযোগ রয়েছে শিসামারার। গতবারের বিপর্যয়ে চাষের জমি, সুপারি বাগান সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল নতুনপাড়ার ধনেশ্বর রায়ের। ঘরবাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর কথায়, 'এবছরও আতঙ্কে রয়েছি। দুর্গার কাছে প্রার্থনা করেছি। নদীকে মনে মনে বলেছি, শান্ত থাকতে। তোর্ষা পিরের কাছে মাথা ঠুকে মানত করেছি।'

শিসামারা নদীর জল কলসিতে ভরে নিয়ে যাচ্ছেন পুজো কমিটির সদস্যরা।

মদ বাজেয়াপ্ত

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ অক্টোবর : পুলিশের ধারাবাহিক নজরদারি এবং তৎপরতায় ফের বড়সড়ো সাফল্য মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার। শুক্রবার গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুরের পিপলা এলাকায় একটি চার চাকার গাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হল বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ। ঘটনায় বিহারের ভাগলপুরের দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম নীতেশ চৌধুরী ও সৌরভ চৌধুরী।

বাজেয়াপ্ত মদের আনুমানিক বাজারমূল্য দেড় লক্ষ টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে এলাকায় টহলদারির সময় একটি চার চাকার গাড়ির গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। গাড়িটি থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই বিদেশি মদের বোতল মেলে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই মদ বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন মালদার পুলিশ সুপার অনুপ সিং। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সুমিতকুমার ঘোষ।

উদ্যোগী মন্ত্রী

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : পুজোর পর জলপাইগুড়ির করলা নদীতে রিভার পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে আসবেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। সম্প্রতি ডুয়ার্সের চালসায় পর্যটন দপ্তর আয়োজিত এক সভায় মন্ত্রীকে করলায় এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী। পর্যটন উন্নয়নের রূপরেখা তৈরিতে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকও করবেন পর্যটনমন্ত্রী।

চাঁদার নামে তোলাবাজি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর চাঁদার নামে তোলাবাজির অভিযোগ উঠল সুকান্ত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের সদস্য পিন্টু সাহা, সঞ্জয় সাহা এবং তাঁদের সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। সুশোভন সরকার নামের ওই প্রোমোটারের অভিযোগ, পিন্টু এবং সঞ্জয়ের দাবি অনুযায়ী দু'লক্ষ টাকা না দেওয়ায় বারবার তাঁর কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পাশপাশি চলতি মাসের ১৪ তারিখ তাঁকে মারধর করা হয়। সুশোভন এবিষয়ে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পিন্টু এবং সঞ্জয় এলাকায় বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত হওয়ায় এই ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্ব অস্বস্তিতে পড়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। পিন্টু সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

সুশোভন বলেন, '১৪ সেপ্টেম্বর রাতের দিকে পিন্টুরা আমাকে ওদের ক্লাবে যাওয়ার জন্য হুঁশিয়ারি দেয়। দু'দিন পর ওরা আমার অফিসে আসে। আমি খুব বেশি হলে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা দেব বললে ওরা কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। ৪ অক্টোবর ওরা সাইটে এসে কাজ বন্ধ করে দেয়।' তিনি আরও বলেন, '১৪ অক্টোবর ওরা দুজন দলবল নিয়ে আমার সুকান্তনগরের

শিলিগুড়ি

সাইটে আসে। ওইদিন ছাদ ঢালাই হচ্ছিল। ওরা সাইটের সম্পত্তি নষ্ট করা শুরু করে। কর্মীদের হুমকি দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। খবর পেয়ে আমি সাইটে যাই। শেষমেশ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে রাজি হই। এরপর ওরা আমার বুকে ধাক্কা মারে। এক লক্ষ টাকা না দিলে আবার মারবে বলে হুমকি দেয়।'

ঘটনার পর বুকে অস্বস্তি বোধ করায় সুশোভনকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তিনি ১৫ অক্টোবর ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। শুক্রবার রাতে অভিযোগপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কেস নম্বর দেওয়ার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হননি।

সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পিন্টু বলেন, 'ওঁর সঙ্গে ক্লাব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। উনি একশো বস্তা সিমেন্ট দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এ নিয়ে ওই প্রোমোটারের সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হয়। তবে কেউ তাঁর গায়ে হাত দেয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'আমি বিজেপি করি। সুশোভন বিজেপির বিরুদ্ধে কটূক্তি করলে আমরা সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়ি। সেটাই সিসিটিভিতে রেকর্ড হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের ক্লাবকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে।'

গ্রিল কেটে চুরি

জামালদহ, ১৭ অক্টোবর : মহাষষ্ঠীর রাতে দুঃসাহসিক চুরি জামালদহে। মেখলিগঞ্জের জামালদহ পঞ্চায়েতের দ্বারিকামারি গ্রামের মাঝিরবাড়ি এলাকায় শুক্রবার গভীর রাতে এক ব্যবসায়ীর বাড়ির জানলার গ্রিল কেটে ভিতরে ঢুকে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করে নগদ ১৫ লক্ষ এবং ৮ লক্ষ টাকার সোনার গয়না চুরির অভিযোগ। শনিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সঞ্জয় রায় মাঝি নামে ওই ব্যবসায়ী। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্গাপুজোর মধ্যে বাড়িতে চুরি হওয়ায় হতাশা নেমেছে ওই পরিবারে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর একটি সাইবার ক্যাফে রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করে। পরিবারের সকলে প্রবল ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। এমনকি ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর গলা থেকে সোনার চেন খুলে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি ওই ব্যবসায়ীর। সঞ্জয় বলেন, 'আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে আলমারি খুলে নগদ ১৫ লক্ষ টাকা ও প্রায় ৮ লক্ষ টাকার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে। বাড়ির প্রতিটি ঘরে লুটপাট চালানো হয়েছে। কিন্তু আমরা সাড়াশব্দ পাইনি।'

ব্যবসায়ীর স্ত্রী মেয়ান্তি রায় মাঝির রাত তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙে। তিনি দেখেন বাড়ি লন্ডভন্ড। তিনি বাকি সদস্যদের ডেকে তোলেন। ব্যবসায়ীর দাদা সমীর রায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন।

আশ্রমের জমি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

রাজগঞ্জ, ১৭ অক্টোবর : হরিহরানন্দ আশ্রমের জমিতে হস্তক্ষেপ বা যে কোনও ধরনের কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি করল জলপাইগুড়ি জেলা আদালত। স্বামী হরিহরানন্দ প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর বিশাল আশ্রম ও কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির দখল নিয়ে শিষ্যদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। যা নিয়ে আদালতে মামলাও হয়। অভিযোগ, মামলা চলাকালীন বেশকিছু জমি দালালচক্র বিভিন্ন উপায়ে বিক্রি করেছেন। এরপর ফের হরিহর নিরাশ্রয় সেবাশ্রম ট্রাস্ট নামে একটি গোষ্ঠীর সভাপতি দেবব্রত মজুমদার বেআইনি জমি কেনাবেচা ঠেকাতে আদালতের দ্বারস্থ হন। সেই মামলাতেই গত ১৩ অক্টোবর জমিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত।

দেবব্রত বলেন, 'কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ ছলচাতুরি করে বাবা হরিহরানন্দের বিশাল সম্পত্তি দখল করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। আদালতের রায়ের পর আশা করছি অসাধু ব্যক্তিদের কবল থেকে আশ্রমের জমি এবং আশ্রমকে রক্ষা করা যাবে।' তবে শিষ্যদের আরেকটি গোষ্ঠী শংকর মঠ ও মিশনের মহারাজ পরিতোষ গিরিকে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সফর কাটছাঁট

রাজ্যে অমিত শা'র সফরসূচিতে পরিবর্তন হল। ১৮ অক্টোবর সকালে বেলুড় মঠ ও বালির দেশবন্ধু ক্লাবের পুজোয় যাওয়ার যে কর্মসূচি ছিল, তা বাতিল হয়েছে। শা'র বাকি কর্মসূচি অপরিবর্তিত রয়েছে।

ধৃত স্বামী

চুঁচুড়ার প্রতাপপুরে স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন স্বামী মদনমোহন বারিক। বন্ধ ঘর থেকে সানন্দা বারিকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন মদনমোহন।

কোর্টে ইন্দ্রনীল

দুর্গাপুজো কেলেঙ্কারি মামলায় গ্রেপ্তারি এড়াতে সুপ্রিম কোর্টের দুয়ারে ইন্দ্রনীল সেন। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হতেই গ্রেপ্তারি আশঙ্কায় শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেন।

গ্রেপ্তার ২

ষষ্ঠীর দিন গভীর রাতের নাকা তল্লাশিতে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে বসিরহাটের মাটিয়া পুলিশ। ধৃত শেখ আবদুল্লা ও শেখ ইমতিয়াজ আলমের কাছ থেকে দেশি পিস্তল, দুটি কার্তুজ ও চোরাই বাইক উদ্ধার হয়েছে।

মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে... মহাসপ্তমীতে দেবীদর্শনে মানুষের ঢল চেতলা অগ্রণীতে (১)। বীরভূমের রামপুরহাটে মৃন্ময়ী রূপে মণ্ডপে আসন নিয়েছেন দেবী (২)। কালীঘাটের ৬৬ পল্লির পুজোয় লৌহকপাট চূর্ণ করে মুক্তির গান গাইছেন মা ও তাঁর সন্তানরা (৩)। ছবি : পিটিআই, দেবার্চন চট্টোপাধ্যায় ও তথাগত চক্রবর্তী।

বামেদের বুকস্টলে হামলায় লাগাম নেই

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গজুড়ে পুরোদস্তুর দুর্গাপুজোর আমেজ। প্রথম সপ্তমীতে কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন এলাকায় পুজো মণ্ডপগুলিতে উপচে পড়েছে ভিড়। কিন্তু এই আনন্দোৎসবেও রাজ্যের নানা প্রান্তে বামেদের বুকস্টলে হামলা, ভাঙচুরের অভিযোগ অব্যাহত। যাদবপুর, নাগেরবাজার, এন্টালি, আনন্দপুর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, সিউড়ি, বর্ধমান-সর্বত্রই একই অভিযোগ। বুকস্টল করা নিয়ে পুজোর আগে থেকেই বিরোধ শুরু হয়েছিল। আদালতেও দৌড়োতে হয়েছে সিপিএমকে। তাতেও অশান্তি থামেনি। শুধু সিপিএম নয়, এসইউসিআই (সি)-র বুকস্টলেও ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, 'শারদোৎসবে কোনওভাবে যেন শান্তিভঙ্গ না হয়। উৎসবকে ঘিরে যাঁরা বইয়ের দোকান করেন, সেই বইয়ের দোকান যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে সেটা দেখা উচিৎ।' জবাবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, বাংলাদেশে দুর্গাপুজোর সময় ঘটে চলা অশান্তি থেকে নজর ঘোরাতেই বামেদের বুকস্টল ভাঙা নিয়ে অহেতুক চ্যাঁচামেচি করা হচ্ছে। বামেদের বুকস্টল ভাঙার নেপথ্যে বিজেপির হাত থাকার কথাও মানেননি তিনি। শমীক বলেন, 'দুর দূর থেকে বিজেপির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। এটা বহুত্ববাদের মাটি। যত মত তত পথের মাটি।' গোটা ঘটনায় সিপিএমের পাশে দাঁড়িয়েছে মমতা-তৃণমূল। দলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'গণতন্ত্রের পরিসর নষ্ট করে দিচ্ছে বিজেপি।' ঘটনা হল, বুকস্টলে হামলার প্রতিবাদে বামঐক্য তৈরি হয়েছে। আলিমুদ্দিনে বামফ্রন্টের পাশাপাশি হাজির ছিলেন লিবারেশন এবং এসইউসি-র নেতারাও।

শনিবার সন্ধ্যায় যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডে সিপিএমের বুকস্টলে আচমকা হাজির হয় পুলিশ। পুলিশ জানায়, ওই স্টল করার জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাই ওই স্টল চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে না। বুকস্টল ভাঙতে বুলডোজার নিয়ে আসে কলকাতা পুরসভা। বই হাতে প্রতিরোধে নামেন সিপিএমের কর্মী, সমর্থকরা। বুলডোজার নিয়ে পিছু হটানোর দাবি জানানো হয়। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'যা যা নিয়ম পদ্ধতি মেনে বুকস্টল করা হয় সারা রাজ্যে এখানেই তাই করা হয়েছে। ১৯৫২ সাল থেকে এই স্টল চলে। সিইএসসি, পুরসভা সবাইকে জানানো হয়েছে। পুলিশ বলেছে স্টল রাখা চলবে না।'

অপরদিকে বুকস্টল করা নিয়ে নাগেরবাজারে সিপিএম কর্মী, সমর্থকদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে জড়ান এবিভিপি কর্মীরা। সিপিএমের বুকস্টলে ভাঙচুরও করা হয়। বুকস্টলে ভাঙচুর করার ঘটনা ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুরে। পলতায় স্টল পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। কুলপিতেও ভাঙচুর করা হয় বুকস্টলে। সিউড়িতে এসইউসিআই(সি)-এর বুকস্টল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মুরারইতে উদ্বোধনের আগেই সিপিএমের বুকস্টলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এন্টালির ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের বুকস্টলে হামলা চালানো হয়। প্রাক্তন মন্ত্রী দেবেশ দাস আক্রান্ত হন। কাঁচরাপাড়ার চারাপোল এলাকায় রাতের অন্ধকারে সিপিএমের বুকস্টলে ভাঙচুর হয়। নোয়াপাড়ায় বুকস্টল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

অভয়া মন্দিরে দেবী আরাধানায় উন্মাদনা

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর, ১৭ অক্টোবর : অভয়া মন্দিরে দেবী আরাধনায় অংশ না নিলে অসমাপ্ত রয়ে যায় দুর্গাপুজো, এমনটাই বীরভূমের দুবরাজপুরের বহু মানুষের ধারণা। আর সেই ধারণা থেকেই অভয়া মন্দিরে দেবী আরাধনায় অংশ নেয় প্রচুর ভক্ত। সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা স্নান করিয়ে দোলায় করে মন্দিরে নিয়ে আসার সময় থেকেই শুরু হয় দেবীর আরাধনা। রোগমুক্তির জন্য অনেকে দোলা নিয়ে আসার সময় রাস্তায় শুয়ে গড়াগড়ি দেন। দণ্ডী কাটেন অনেকেই।

অভয়া মন্দিরকে নিয়ে বহু কথকথা রয়েছে। শোনা যায়, একবার দেবীমূর্তি তৈরি করতে এসে শিল্পী টাকার জন্য দর কষাকষি করেছিলেন। তারপর মূর্তি না গড়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় জখম হন। দেবী অভয়া (দুর্গা) হাসপাতালে ভর্তি ওই শিল্পীর কন্যারূপে তার এক আত্মীয়কে ডেকে নিয়ে আসেন এবং

মূর্তি গড়িয়ে নেন। একটু সুস্থ হতেই শিল্পী ছুটে আসেন অভয়া মন্দিরে। জানতে পারেন অলৌকিক ঘটনার কথা।

এছাড়াও বহু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী এই অভয়া মন্দির। মায়ের পায়ের নূপুরের রুনুঝুনু শব্দ এখনও শুনতে পান অনেকে। মন্দির প্রাঙ্গণে দোলার নীচ দিয়ে যাতায়াত করা নাকি মঙ্গলজনক। এই কারণে দোলা দু-দিকে কাঁধে তুলে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় মন্দির চত্বরে। তারপর দোলার নীচে দিয়ে যান ভক্তরা। এলাকার বধূরা পুজো দিতে এসে মেতে ওঠেন সিঁদুরখেলায়।

রাজ্যকে হুমকি অভয়ার বাবার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : দুর্নীতি মামলায় আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সুপ্রিম কোর্টে জামিন পাওয়ায় আবার বেসুরো অভয়ার পরিবার। নিহত ওই চিকিৎসকের বাবা প্রয়োজনে সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন বলে সতর্ক করছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই জামিনকে আইনসিদ্ধ অধিকার বলে সাফাই দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে শাসকদল ও রাজ্য সরকার।

কর্তব্যরত অবস্থায় আরজি কর মেডিকেলের চিকিৎসক পানিহাটির অভয়ার মৃত্যুতে খুন, ধর্ষণের পাশাপাশি ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার প্রমাণ পেয়ে সিবিআই সন্দীপকে গ্রেপ্তার করেছিল। তিনি প্রভাবশালী বলে সিবিআইয়ের যুক্তিতে ২ বছরের বেশি তাঁকে বন্দি করে রাখা হলেও তদন্তে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ার যুক্তিতে শুক্রবার সন্দীপকে জামিন দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

খুন ও ধর্ষণের মামলায় আগেই তিনি জামিন পেয়েছিলেন। সন্দীপের জামিন প্রসঙ্গে সরকার ও বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন নিগৃহীতার বাবা শেখর দেবনাথ। তাঁর কথায়, 'আমাদের কাছে মেয়ের খুনের বিচার পাওয়াটা প্রথম ও শেষ কথা। না পেলে আবার আন্দোলনে নামতে পারি। সরকারের বিরোধিতা করতে তখনও আমাদের ভয় ছিল না, এখনও নেই। দল ক্ষুণ্ণ হলেও আমার কিছু করার নেই।' গত বিধানসভা নির্বাচনে দলের সংকল্পপত্রে আরজি করে অন্যায়ের সুবিচার ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি।

ভোটে বিজেপির টিকিটে পানিহাটি কেন্দ্রে জয়ী হন অভয়ার মা রত্না দেবনাথ। মেয়ের খুনের বিচার পেতেই বিজেপির প্রস্তাবে তিনি সম্মত হয়েছিলেন বলে বিধানসভায় দাবি করেন তিনি। কিন্তু ক্রমশই হতাশ হতে হয় অভয়ার বাবা মাকে। তার ওপর আছে বিরোধীদের সমালোচনার চাপ। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি মুন্দেশ ও প্রশান্ত বি বরলোর বেঞ্চের জামিন মঞ্জুর করতে গিয়ে পর্যবেক্ষণটিও গুরুত্বপূর্ণ।

বিচারপতিরা জানিয়েছেন, গত দু'বছরে তদন্তে অভিযোগকারী মোট ১৪৭ জনের মধ্যে মাত্র ৭ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। সিবিআইয়ের তদন্তের এই ধীরগতিকে দুষে সন্দীপের জামিন মঞ্জুর করে ওই বেঞ্চ। স্বাভাবিকভাবে এই ঢিলেমি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিরোধীরা চাইছে, তদন্তের গতি নিয়ে আদালতের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিক সিবিআই ও বিজেপি।

সন্দীপের জামিন নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'আবেগ দিয়ে আইন চলে না এবং জামিন পাওয়া ব্যক্তির আইনি অধিকার। জামিন মানেই নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া নয়।' কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর ভাষায়, 'সন্দীপ ঘোষের জামিন সরকারের অবহেলার জ্বলন্ত উদাহরণ। দিনের পর দিন লড়েও নির্যাতিতার পরিবার এখনও প্রত্যাশিত বিচার পায়নি।'

মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'জামিন নিয়ে মন্তব্য করছি না। কিন্তু যাঁরা বলতেন, আমরা ক্ষমতায় এলেই বিচার হবে। সেটা হচ্ছে কই? এখন নিয়ম হয়েছে, কারও রহস্যমৃত্যু হলে তাঁর বাড়ির লোককে বিধায়ক করে দাও। ফলে তিনি সিস্টেমে ঢুকে যাবেন। আর প্রতিবাদের আওয়াজ শোনা যাবে না। ন্যায়বিচার নিয়ে আপনারা মানুষের আবেগ নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন, এবার কৈফিয়ত দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের।'

অভয়া আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক-অভিনেতা কিঞ্জল নন্দের প্রশ্ন, 'তাহলে কে প্রমাণ লোপাট করল, কার মদতে হল, কার সই ছিল- এসব এতদিনেও জানা গেল না?'

মণ্ডপে রেকর্ড বইয়ের স্টল বিজেপির

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : পুজোর দিনে মণ্ডপের বাইরে লাল কাপড়ে মোড়া বামপন্থী সাহিত্যের স্টল বাংলার চেনা ছবি। কিন্তু সেই চেনা সমীকরণ ভেঙে এবার রাজ্যজুড়ে জোরদার জনসংযোগে নামছে পদ্ম শিবির। উৎসবের বিপুল জনসমাগমকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষ ও নতুন প্রজন্মের ভোটারদের কাছে পৌঁছোতে গোটা রাজ্যে প্রায় পাঁচ হাজার বইয়ের স্টল দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য বিজেপি।

শুধু কলকাতাতেই বসবে প্রায় আড়াইশো স্টল এবং প্রতিটি জেলায় গড়ে একশোটি করে স্টল দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালে রাজ্যে ১৮টি লোকসভা আসন জয়ের পর থেকেই পুজোয় বইয়ের স্টল দেওয়ার প্রবণতা বাড়ায় বিজেপি।

দলের মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার ও সপ্তর্ষি চৌধুরীর কথায়, শুধু বই বিক্রি নয়, সনাতনী সংস্কৃতি ও হিন্দুত্বের আদর্শ প্রচারই তাদের আসল লক্ষ্য। মণ্ডপের সামনে বিজেপির স্টলগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনীর পাশাপাশি আরএসএস ও বিজেপির ইতিহাস সংক্রান্ত বই থাকবে। একই সঙ্গে মোদি সরকারের সাফল্য, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং নারী নিরাপত্তার খতিয়ান তুলে ধরে তৈরি করা বিশেষ পুস্তিকা দর্শনার্থীদের হাতে বিনামূল্যে তুলে দেওয়া হবে।

রাজ্যে আবার এসআইআর-এর দাবি শমীকের

স্ববিরোধিতার অভিযোগ বিরোধীদের

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : এসআইআরে ভোট চুরির অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার হটাও দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে। তারই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকায় ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন বা স্পেশাল সামারি রিভিশন তথা এসএসআর শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এসআইআর সম্পূর্ণ না করে এসএসআর করার নির্দেশ নিয়ে যখন প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা, তখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যে নতুন করে এসআইআর করার দাবি জানালেন। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে এমন বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সাম্প্রতিক অতীতে কখনও হয়নি।

এসআইআর করে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ৯৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে কমিশন। এর মধ্যে ৩৮ লক্ষ এখনও ট্রাইবিউনালে বিচারাধীন। কবে সেইসব মামলার নিষ্পত্তি হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এরইমধ্যে সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমের খবরে আদালত এবং কমিশনের অন্য দুই কমিশনারকে অগ্রাহ্য করে একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। এসআইআরে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে জ্ঞানেশ হটানোর দাবিতে দেশজুড়ে যখন আন্দোলনে নেমেছে সিজেপি, তখন এরাজ্যে জ্ঞানেশের পাশে দাঁড়িয়ে সওয়াল করে চলেছে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরা। এমনকি রাজ্যে এসআইআরের মাধ্যমে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির জন্য জ্ঞানেশকে পদ্ম পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন শমীক। এদিনও ফের সেই দাবি জানিয়ে রাজ্যে নতুন করে এসআইআরের দাবি তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কেন আবার এসআইআর তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শমীক বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আরও একবার এসআইআর প্রয়োজন। কারণ, আগেরবার প্রক্রিয়াটি মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়নি।' তবে প্রক্রিয়া মসৃণ না হওয়ার জন্য এসআইআর পর্বে তৃণমূলের প্রভাব খাটানোকেই

> **পশ্চিমবঙ্গে আরও একবার এসআইআর প্রয়োজন। কারণ, আগেরবার প্রক্রিয়াটি মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়নি।**
>
> **-শমীক ভট্টাচার্য**

এদিন ঢাল করেছেন শমীক। যদিও তাঁর এহেন মন্তব্যকে স্ববিরোধী বলে দাবি করে মমতা তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'প্রক্রিয়ায় যদি গলদ থাকে তাহলে কী করে জ্ঞানেশ কুমারকে পুরস্কৃত করা যায়?' সিপিএমের রবীন দেব বলেন, 'এসআইআর করে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছে কমিশন। এখন তারাই আবার তালিকা পুনরায় সংশোধনের জন্য এসএসআর করার কথা বলছে। একটা পাপ ঢাকতে হাজারটা পাপ করতে হচ্ছে কমিশনকে।' যদিও কমিশনের দাবি, এসএসআর একটা নিয়মমাফিক কাজ। যেসব রাজ্যে এসআইআর শেষ হয়েছে, সেখানেই এসএসআর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উৎসবের পর মিলবে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের টাকা, ঘোষণা দিলীপের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : পুজো মিটলেই কেন্দ্রের আবাস প্লাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের হাতে বাড়ি তৈরির টাকা তুলে দিতে তৎপর রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী আপাতত সাড়ে ৫৪ লক্ষ গ্রামীণ বাসিন্দাকে এই প্রকল্পের সম্ভাব্য বরাদ্দপ্রাপক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে থেকে চূড়ান্ত উপভোক্তার তালিকা তৈরি হবে। সেটি দিল্লিতে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে পাঠানো হবে। শনিবার রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ

ঘোষ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'যাচাই না করে গ্রামের মানুষকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে না। বিগত তৃণমূল সরকার বাংলার বাড়ির টাকা দিতে গিয়ে যে কাজ করে গিয়েছে, রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার সেই পথে হাঁটবে না।

বিগত সরকার বাংলার বাড়ির টাকা দিতে গিয়ে যে ১৮ লক্ষ উপভোক্তার তালিকা তৈরি করেছিল, তার মধ্যে সাড়ে ১২ হাজার আবেদনকারীকে বর্তমান সরকার চিহ্নিত করেছে। এরা অযোগ্য হয়েও বাড়ি তৈরির টাকা নিয়েছে।' মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'ওই অযোগ্যদের টাকা ফেরত দিতেই হবে। ১ হাজার জন টাকা ফেরত দিতে শুরু করেছে। কেউ কেউ ধাপে ধাপে ওই টাকা ফেরত দেবে বলে সরকারকে জানিয়েছে। অযোগ্যদের কাউকে ছাড়া হবে না। সরকার তাদের কাছে টাকা আদায় করেই ছাড়বে।'

গ্রেপ্তার ৬৫

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : অভব্য আচরণ, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো ও আইনভঙ্গের অভিযোগে হাফ সেঞ্চুরি পার করল গ্রেপ্তারির সংখ্যা। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়েছে ৬৫ জন। ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে ৪৯৫ জনের বিরুদ্ধে। এছাড়া উদ্ধার হয়েছে ২ লিটারের বেশি বেআইনি মদ। এদিন মোট ৮৫টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে ৬১ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। এর আগে পঞ্চমীর দিন বিভিন্ন অভিযোগে ৩৩৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। দু-দিনে মোট গ্রেপ্তার ৯৩ জন।

কুণাল-শুভঙ্করের সাক্ষাতে জোট-জল্পনা

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : আসন্ন কলকাতা, হাওড়া সহ ৭ পুরসভার ভোটে কি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে চলেছে মমতা-তৃণমূল? শনিবার বেলেঘাটায় তন্ময় নন্দীর বাড়ির দুর্গাপুজোয় স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের আড়াই ঘণ্টার সৌজন্য সাক্ষাৎ সেই জল্পনাকে উসকে দিয়েছে। যদিও জোটের বিষয়ে কোনওপক্ষই মন্তব্য করতে রাজী হয়নি।

ওই পুজোয় এ দিন কুণাল ও শুভঙ্করের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, সুমন রায়চৌধুরী, সুদীপ্তা রায়চৌধুরী ও অশোক ভট্টাচার্যের মতো কংগ্রেস নেতারা। সেই সাক্ষাতের ছবি সমাজমাধ্যমে ভাগ করে কুণাল লিখেছেন, 'বন্ধু তন্ময় নন্দীর বাড়ির পুজোয় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গে দেখা ও দীর্ঘ আড্ডা হল।' তাঁর কথায়, 'মহিষাসুরকে রুখতে সব দেবতারা এক হয়েছিলেন। আমরা এখানে এক কমন বন্ধুর পুজোয় এসেছিলাম।'

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের পর থেকেই ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিকের মধ্যে বরফ গলতে শুরু করেছে। দিল্লিতে জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী আন্দোলনেও কংগ্রেস এবং মমতা-তৃণমূল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে। সম্প্রতি নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনেও কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সপ্তমীর দিন প্রদেশ

কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতার সঙ্গে বেলেঘাটার বিধায়কের দীর্ঘ আড্ডায় জোট জল্পনার পারদ আরও তুঙ্গে উঠেছে। এদিকে, মহাসপ্তমীতে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'মা দুর্গা সকলকে সাহস, সুস্বাস্থ্য ও সুখের আশীর্বাদ প্রদান করুন। সকলকে জানাই শুভ মহা সপ্তমী। জয় মা দুর্গা।'

কলকাতার পথে গতির বলি ৪

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : উৎসবের বেপরোয়া গতির জেরে প্রাণ হারালেন চারজন। সপ্তমীর ভোরে কলকাতার আনন্দপুর থানার আরবানার কাছে চৌবাগা ও আনন্দপুর রোডের সংযোগস্থলে চার চাকার গাড়ি-বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক তরুণের। নাম প্রত্যুষ পানাই (৩০)। আহত একজন রুবি হাসপাতালে ভর্তি। অন্যদিকে, শুক্রবার গভীর রাতে কোলাঘাট বাইপাসে বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারান তিন তরুণ সুজিত মেট্যা (২০), বিশ্বজিৎ কর্মকার (১৯) ও অর্ঘ্য মণ্ডল (২০)। আহতরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুজোর মুখে আরও ৫ হাজার শাখা

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই কি রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছে? অন্তত আরএসএস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাম্প্রতিক প্রচার অভিযান সেই জল্পনাই উসকে দিচ্ছে। দুর্গাপুজোর ঠিক আগে মাত্র ১০ দিনের এক বিশেষ অভিযানে রাজ্যজুড়ে ৫ হাজারেরও বেশি নতুন শাখা খুলল সংঘ পরিবার। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এর মধ্যে এমন অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে আগে আরএসএস-এর কোনও অস্তিত্বই ছিল না।

সংঘের প্রবীণ নেতাদের সূত্রে খবর, গত ১ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর (মহালয়া) পর্যন্ত এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। আরএসএস-এর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায় জানিয়েছেন, 'এই ১০ দিনের মধ্যে আমরা ৫ হাজারেরও বেশি নতুন শাখা খুলেছি।' লক্ষ্মীপুজোর পর এই নতুন শাখাগুলোকে আরও প্রাণবন্ত এবং নতুন সদস্যদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে সাতদিনের এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে আরএসএস। এতদিন প্রতিটি জেলায় গড়ে ১০০টির মতো শাখা থাকলেও এখন সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ২০০-তে দাঁড়িয়েছে।

সংঘের পূর্ব ক্ষেত্র সহ-প্রচার প্রমুখ জিষ্ণু বসু জানান, এই ১০ দিনের অভিযান আসলে সংগঠনের বছরব্যাপী শতবর্ষ উদযাপনেরই একটি অংশ। তাঁর কথায়, 'কোথাও ৫-৬ জনকে নিয়ে, আবার কোথাও

বাংলায় পালাবদলের পর শিকড় ছড়াচ্ছে সংঘ পরিবার

২০-২৫ জনকে নিয়ে শাখা শুরু হয়েছে। মুর্শিদাবাদ বা মালদার মতো জেলায় নতুন শাখাগুলোতে ৫০ থেকে ৬০ জনও যোগ দিয়েছেন। আমরা মানুষের কাছ থেকে দারুণ ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি।'

বছরব্যাপী এই প্রচারের অঙ্গ হিসেবে 'পঞ্চবিন্দু' বা পাঁচ-দফা কর্মসূচির ওপর জোর দিচ্ছে আরএসএস। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রসার, ভারতের পারিবারিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়া, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, পরিবেশ রক্ষা এবং দেশ গঠনে নাগরিকদের দায়িত্ব। সমাজের

শিক্ষিত এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানোরও চেষ্টা চলছে।

তবে এখনই রাজ্যে মোট শাখার সঠিক সংখ্যা প্রকাশ্যে আনতে নারাজ সংঘের শীর্ষনেতৃত্ব। তাঁদের মতে, অনেকেই হয়তো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের আশায় নতুন শাখায় যোগ দিয়েছেন। যখন তাঁরা বুঝবেন যে, শাখা থেকে ব্যক্তিগত ফায়দা লোটার কোনও সুযোগ নেই, তখন অনেকেই সরে যাবেন। তাই এই ৫ হাজার শাখা দীর্ঘমেয়াদে টিকবে কি না, তা নিয়ে সন্দিহান স্বয়ংসেবকরাও।

সাধারণত রোজ এক ঘণ্টার জন্য শাখা বসে। সেখানে ১১ মিনিটের সূর্য নমস্কার, শারীরিক কসরত এবং ড্রিল বাধ্যতামূলক। তবে শুধু এসব করে বেশিদিন নতুনদের আটকে রাখা মুশকিল। তাই আকর্ষণ বাড়াতে কাবাডি এবং অন্যান্য দেশীয় খেলার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলাও শেখানো হচ্ছে শাখায়।

শিকড়ের টান মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় পরিচিত ভাষা, গন্ধ, গান আর স্মৃতির কাছে। দূর আমেরিকায় দুর্গাপুজোর মণ্ডপে যেমন প্রবাসী বাঙালি খুঁজে পান ফেলে আসা বাংলার ছায়া, তেমনই নিজের মাটিতেও প্রশ্ন জাগে, উৎসবের আলো নিভলে বাঙালিয়ানা কতটা থাকে দৈনন্দিন জীবনে? পুজো, সাহিত্য, লোকগান, আড্ডা কিংবা মাতৃভাষায় মনের কথা বলা, এসবের মধ্যেই সংস্কৃতি বেঁচে থাকে। শিকড়কে ভালোবাসা মানে অতীত আঁকড়ে থাকা নয়; বরং উত্তরাধিকারকে নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে, অন্য সংস্কৃতির পাশে নিজের পরিচয়টুকু সজীব রাখার নিরন্তর সাধনা। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে এই নিয়েই জোড়া প্রতিবেদন।

উদযাপন।। নিউ ইয়র্ক, লন্ডন ও মেলবোর্নে দুর্গাপুজোর কিছু মুহূর্ত।

প্রবাসের দুর্গাপুজোয় জেগে থাকে বাংলার স্মৃতি

শেখর সাহা

দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। চারপাশে অন্য ভাষা, অন্য জীবনযাত্রা। অথচ শরৎ এলেই কোথাও না কোথাও শোনা যায় ঢাকের আওয়াজ, মণ্ডপে জড়ো হন পরিচিত মুখগুলি, আর বাংলা গানের সুরে ফিরে আসে চেনা উৎসবের আবহ। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সি থেকে ব্রিটেনের লন্ডন, সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রবাসী বাঙালিরা দুর্গাপুজোকে ঘিরে তৈরি করেছেন নিজেদের মিলনক্ষেত্র। পুজো তাঁদের কাছে শুধু দেবীবন্দনা নয়। নিজের ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষের সঙ্গে আবারও যুক্ত হওয়ার উপলক্ষ্য।

আমেরিকায় বাঙালিদের দুর্গাপুজোর ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। নিউ ইয়র্কের ইস্ট কোস্ট দুর্গাপুজো অ্যাসোসিয়েশন ১৯৭০ সাল থেকে বার্ষিক পুজোর আয়োজন করে আসছে। নিউ জার্সির 'কল্লোল'-এর যাত্রা শুরু ১৯৭৫ সালে। কয়েক দশক ধরে এই ধরনের সংগঠন শুধু পুজো নয়, গান, নাটক, সাহিত্যচর্চা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও পরিসর তৈরি করেছে। কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে বহু পরিবার একসঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পায়। নতুন প্রজন্মও পরিচিত হয় বাবা-মায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। ফলে দুর্গাপুজো ক্রমশ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

ব্রিটেনেও রয়েছে এমন নানা উদ্যোগ। লন্ডন দুর্গোৎসব কমিটি এবং বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের মতো সংগঠন পুজোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। লন্ডনের বাইরেও বার্মিংহামের বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন মিডল্যান্ডস-এর মতো সংগঠন নিয়মিত দুর্গাপুজো করে। সিঙ্গাপুরে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন ১৯৫৬ সালে গঠিত হয়। সংস্থার নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে দুর্গাপুজোও রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ ভিক্টোরিয়া-ও দুর্গাপুজো ও অন্যান্য বাঙালি উৎসবের আয়োজন করে। দেশ ও পরিবেশ আলাদা হলেও উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি মিল স্পষ্ট। প্রবাসী বাঙালিরা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে শুধু স্মৃতিতে আটকে রাখতে চান না। তাঁরা চান, পরবর্তী প্রজন্মও সেই সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হোক, উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিক।

এই বৃহত্তর ছবির মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের এক মফসসল শহর থেকে আমেরিকায় পৌঁছে যাওয়া অরুণাভের গল্পও। ছোট শহরের চেনা গলি, পরিচিত মুখ আর সীমিত পরিসরের জীবনেই কেটেছিল তাঁর শৈশব ও কৈশোর। কিন্তু বিদেশে পড়াশোনার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে নিয়ে যায় প্রথমে জামানিতে, তারপর জীবনের নানা বাঁক পেরিয়ে আমেরিকায়। প্রায় দশ বছর ধরে নিউ জার্সিই তাঁর ঠিকানা। ঠিকানা বদলেছে, বদলেছে চারপাশের পরিবেশ। কিন্তু নিজের মাটি, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি টান অটুট থেকেছে।

প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে কাজ, সংসার আর নানা দায়িত্বের ফাঁকে অরুণাভ অনুভব করেছেন, নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা শুধু স্মৃতির বিষয় নয়, প্রয়োজনও। সেই ভাবনা থেকেই কয়েকটি বাঙালি পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয় 'মরীচিকা'। ২০১৭ সালে নিউ জার্সিতে গড়ে ওঠা এই সংগঠন প্রথম দিকে মূলত বাঙালি পরিবারগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পরিসর তৈরি করেছিল। পয়লা বৈশাখ, সরস্বতীপুজো, বিজয়া সম্মিলনি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা গ্রীষ্মের বনভোজনের মতো আয়োজনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে পারস্পরিক সম্পর্ক। ২০২৫ সালে প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করে মরীচিকা। চলতি বছরে দ্বিতীয়বার। বৃহত্তর প্রবাসী বাঙালি সমাজের পাশে এ এক তুলনামূলক নতুন উদ্যোগ, যার ভিতরে রয়েছে একই শিকড়ের টান।

পুজোর প্রস্তুতি অবশ্য নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের কাজ নয়। অনেক আগে থেকেই শুরু হয় পরিকল্পনা। কে কী দায়িত্ব নেবেন, সাজসজ্জা কেমন হবে, খাবারের ব্যবস্থা কীভাবে করা হবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কীভাবে সাজানো হবে, এসব নিয়ে আলোচনা চলে। ছুটির দিনগুলিতে একে একে জড়ো হন পরিবারের সদস্যরা। পুরুষদের পাশাপাশি নয়না, দেবযানী, রূপসা, পারমিতা, সৌমিতা, দেবলীনা, শ্রাবন্তী, মোহিতার মতো মহিলারাও কাজে হাত লাগান। ছোটরাও যুক্ত হয় নানা কাজে। কেউ সাজসজ্জা দেখেন, কেউ খাবারের পরিকল্পনা করেন, কেউ আলো বা মণ্ডপের খুঁটিনাটি সামলান। কেউ আবার গান, নাচ, নাটক কিংবা আবৃত্তির মহড়ায় ব্যস্ত থাকেন। অনেক কাজ নেপথ্যে থেকে যায়, কিন্তু সেগুলি ছাড়া গোটা আয়োজন সম্পূর্ণ হয় না।

সপ্তাহের কর্মব্যস্ত জীবনের পর এই প্রস্তুতির দিনগুলি হয়ে ওঠে অন্যরকম। কাজের ফাঁকে চায়ের কাপ হাতে গল্প, হাসি, পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ আর নতুন পরিকল্পনা, সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে নিবিড় সম্পর্ক। উত্তরবঙ্গের কোনও পাড়ায় পুজোর আগে যেমন সবাই মিলে বাঁশ, কাপড়, আলো আর সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, নিউ জার্সিতেও ফিরে আসে সেই ছবি। শুধু পটভূমি বদলে যায়। সেখানে পাড়ার মাঠ, এখানে কমিউনিটি হল। সেখানে পরিচিত প্রতিবেশী, এখানে বহু দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে আসা বাঙালি পরিবার। কিন্তু একসঙ্গে কাজ করার আনন্দ এবং উৎসবের অপেক্ষা একই রকম।

পুজোর দিনগুলিতে অঞ্জলি, আরতি, ভোগ, ধুনুচি নাচ, সিঁদুরখেলা, গান, নাচ, নাটক ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে তৈরি হয় এক টুকরো বাংলা। প্রবাসের কর্মব্যস্ত জীবনে সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকায় অনুষ্ঠানকে স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। কোথাও সপ্তাহান্তকে ঘিরে প্রধান আয়োজন সাজানো হয়, কোথাও প্রতিমা বিসর্জনের পরিবর্তে ঘট বিসর্জন হয়, কোথাও প্রতিমা সংরক্ষণ করা হয়। রীতি ও আয়োজনের ধরন বদলালেও উৎসবের মূল সুর থাকে মিলন, আনন্দ ও সাংস্কৃতিক বন্ধন। দেশ থেকে দূরে থাকার বেদনা কয়েকদিনের জন্য হলেও পুজোর আলো, পরিচিত খাবার, গান আর আপনজনদের সান্নিধ্যে হালকা হয়ে আসে।

এই ধরনের উদ্যোগে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকায় জন্মানো বা বেড়ে ওঠা শিশুদের চারপাশের ভাষা ইংরেজি। স্কুল-কলেজের পরিবেশও প্রধানত আমেরিকান। তাই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পরিবার ও সংগঠনের সচেতন ভূমিকা প্রয়োজন। পুজোর মঞ্চে কোনও শিশু বাংলা গান গায়, কেউ নাচ বা আবৃত্তি করে, কেউ নাটকে অংশ নেয়। এই অভিজ্ঞতা তাদের কাছে সংস্কৃতির সেতু হতে পারে। আজ যা তাদের কাছে আনন্দের একটি দিন, আগামীদিনে তা হয়ে উঠতে পারে শৈশবের মূল্যবান স্মৃতি। এক প্রজন্মের হাত ধরে অন্য প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যায় ভাষা, গান, খাবার, পোশাক ও উৎসবের পরিচিত জগৎ।

তবে সংস্কৃতির চর্চা পুজোর কয়েকটি দিনে শেষ হওয়ার কথা নয়। বাংলা ভাষায় কথা বলা, বাংলা বই পড়া, গান শোনা, শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে উৎসাহ দেওয়া এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো কাজও সেই পরিচয়কে বাঁচিয়ে রাখে। প্রবাসে বসবাসকারী বাঙালিদের কাছে এই চর্চা কখনো-কখনো আরও সচেতন প্রচেষ্টার বিষয় হয়ে ওঠে। চারপাশের সমাজের সঙ্গে মিশে থেকেও নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখা, একইসঙ্গে নতুন প্রজন্মকে সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করা, এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য তৈরিই বড় চ্যালেঞ্জ।

মরীচিকার গল্প তাই বৃহত্তর এক অভিজ্ঞতার অংশ। নিউ জার্সির মতো শহরতলিতে যেমন, তেমনই লন্ডন, সিঙ্গাপুর কিংবা মেলবোর্নেও দুর্গাপুজোর মণ্ডপে মিলিত হন মানুষ, ভাগ করে নেন খাবার, গান, স্মৃতি ও আনন্দ। কোথাও পুজোর ইতিহাস বহু দশকের, কোথাও যাত্রা সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু সবার মধ্যেই রয়েছে নিজের সংস্কৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। দেশের মাটি ছেড়ে অন্য দেশে বসতি গড়া যায়, নতুন ভাষা শেখা যায়, নতুন জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়। তবু নিজের শিকড়ের টান মুছে ফেলা সহজ নয়। সেই টানকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই প্রবাসী বাঙালির দুর্গোৎসবের আসল তাৎপর্য।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

> বিদেশের মাটিতে দুর্গাপুজো শুধু দেবীবন্দনার আয়োজন নয়, শিকড়ের কাছে ফেরারও উপলক্ষ্য। সপ্তাহের ব্যস্ততা সামলে পুজোর প্রস্তুতিতে হাত লাগান প্রবাসী বাঙালিরা। কেউ সাজান মণ্ডপ, কেউ তৈরি করেন ভোগ, কেউ ব্যস্ত থাকেন গান, নাচ, নাটক কিংবা আবৃত্তির মহড়ায়। পরিচিত খাবার, বাংলা গান, শাড়ি-পাঞ্জাবি, অঞ্জলি আর বিজয়ার কোলাকুলিতে ফিরে আসে চেনা বাংলার আবহ। আড্ডা, স্মৃতিচারণ ও সম্মিলিত উদযাপনের মধ্য দিয়ে উৎসব হয়ে ওঠে আপনজনের মিলনক্ষেত্র। সবচেয়ে বড় কথা, নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বাংলা ভাষা, রীতি ও সংস্কৃতির। হাজার মাইল দূরেও এভাবেই বাঙালিয়ানা হয়ে ওঠে জীবন্ত, বহমান উত্তরাধিকার।

বাঙালিয়ানা বাঁচুক প্রতিদিনের জীবনচর্চায়

কাঞ্চন সরকার

যে কোনও জাতির পরিচয় গড়ে ওঠে তার সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতিই একটি জাতির শক্তি; সংস্কৃতিই একটি জাতিকে ধরে রাখে। সংস্কৃতির অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বোধহয় ইবি টাইলরের দেওয়া সংজ্ঞাটি। ১৮৭১ সালে তিনি সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এভাবে: 'এটি একটি জটিল সামগ্রিক সত্তা, যার অন্তর্ভুক্ত হল জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত অন্য যে কোনও সক্ষমতা ও অভ্যাস।'

সংস্কৃতিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন, বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি। বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সেই স্পর্শযোগ্য জিনিসগুলি, যা একটি সমাজ তৈরি করে এবং ব্যবহার করে; যেমন যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি। অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নিয়ম, ভাষা, প্রতীক, সাহিত্য, সিনেমা, নাটক, যাত্রাপালা, নাচ, গান, কবিতা ইত্যাদি।

দৈনন্দিন জীবনে অবশ্য 'সংস্কৃতি' শব্দটি আমরা মূলত অবস্তুগত সংস্কৃতির কিছু উপাদান বোঝাতেই ব্যবহার করি— যেমন সাহিত্য, সিনেমা, নাটক, যাত্রাপালা, নাচ, গান, কবিতা ইত্যাদি। আজকের এই লেখা বাঙালি সংস্কৃতির এই উপাদানগুলিকে নিয়েই— সব মিলিয়ে যাকে আমরা 'বাঙালিয়ানা' বলি।

সেই বাঙালিয়ানার অস্তিত্ব কি এখন শুধুই উৎসবের কয়েকটি দিনে সীমাবদ্ধ?

আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা এক মফসসল শহরে। কলকাতা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরের এই শহরে তখন বেশ কয়েকটি নাটকের দল ছিল। সারাবছর ধরে তারা নিজেদের উদ্যোগে নাটক করে বেড়াত। শীতকালে প্রায় প্রতিটি পাড়ায় স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য কোনও হল ভাড়া করতে হত না। পাড়ার বারোয়ারি মঞ্চে কিংবা কোনও ছোট মাঠেই আয়োজন করা হত সেইসব অনুষ্ঠান।

এইসব লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে প্রায় ত্রিশ বছর আগের একটি অভিজ্ঞতার কথা। তখন আমি আইএসআই-তে কর্মরত। গবেষণার কাজে উত্তরবঙ্গে গিয়েছি। সেদিন কোচবিহারের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে কাজ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এল। গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান আমাদের অনুরোধ করলেন আর একটু থেকে যেতে। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে ভাওয়াইয়া গান গেয়েছিল। কী অসাধারণ গলা! আজও মনে আছে তার গান। সংস্কৃতির এই যে দৈনন্দিনতা এবং স্থানীয়তা— তার মধ্য দিয়েই একটি জাতির পরিচয় গড়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে আমরা একে অপরকে বুঝতে শিখি, আর সেই সূত্রেই গড়ে ওঠে আমাদের সামূহিক সংহতি।

ভাওয়াইয়া যেমন কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির লোকসংস্কৃতির অঙ্গ, তেমনই আলকাপ ও গম্ভীরা মালদা ও দিনাজপুরের। ছৌ নাচ ও ঝুমুর গান পুরুলিয়ার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আবার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতেও ঝুমুর নাচের প্রচলন রয়েছে। মুর্শিদাবাদে রয়েছে বোলান, বাঁকুড়ার দিকে জনপ্রিয় টুসু, নদিয়া ও বীরভূমজুড়ে বাউলগান, আর নদীকে ঘিরে ভাটিয়ালি। এইসব এবং আরও অনেক কিছু নিয়েই বাংলার লোকসংস্কৃতি।

সময় পালটায়, আর তার সঙ্গে পালটাই আমরাও। বিশ্বায়ন এবং তার প্রভাবে একই ছাঁচে গড়ে ওঠা ভোগসংস্কৃতি, গণ উৎপাদন ব্যবস্থা, জীবিকার জন্য ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা, বাংলা ভাষার ক্রমহ্রাসমান গুরুত্ব, নগরায়ণ, সমাজের বাজারমুখিতা, অভিজাততন্ত্র, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব এবং তার সঙ্গে হিন্দি সংস্কৃতির রমরমা— সব মিলিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও এসেছে পরিবর্তন।

আমাদের স্কুলগুলি পালটে গেল। নাচ, গান, নাটক, ছবি আঁকা, এমনকি খেলাধুলোর সুযোগও কমে গেল। সন্ধ্যায় আড্ডা মেরে বাড়ি ফেরার পথে আর শোনা যায় না কেউ গাইছে, 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে'; কিংবা ভেসে আসছে ঝুমুরের সুর; অথবা উদাত্ত কণ্ঠে কেউ আবৃত্তি করছে, 'কারার ওই লৌহকপাট'। সব মিলিয়ে আমাদের বাঙালিয়ানা দৈনন্দিন জীবন থেকে সরে গিয়ে ক্রমশ উৎসবমুখী হয়ে উঠল।

উৎসবের দিনগুলিতে বাংলা ভাষা, গান, পোশাক ও খাবার নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাসের অভাব থাকে না। চারদিকে তৈরি হয় বাঙালি পরিচয়ের আবহ। কিন্তু উৎসব শেষ হলে কী হয়? আনন্দের সেই ধারাবাহিকতা যদি বছরের অন্য দিনগুলিতে না থাকে, তাহলে সাংস্কৃতিক পরিচয় ক্রমশ আনুষ্ঠানিকতায় আটকে পড়তে পারে। বাংলা বই পড়া, বাংলা গান শোনা, নিজের ভাষায় মনের কথা বলা কিংবা স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভ্যাস কি সারাবছর একই রকম থাকে?

আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে উত্তর আমেরিকায় বসবাস করছি। দূরে থাকলে শিকড়ের টান অনেক সময় নতুন করে অনুভব করা যায়। পরিচিত ভাষা, গান, খাবার কিংবা উৎসব তখন শুধু আনন্দের উপকরণ থাকে না; এগুলি হয়ে ওঠে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। প্রবাসে দুর্গাপুজো বা ইদ তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সামাজিক মিলনমেলার জায়গাও। বাৎসরিক বঙ্গ সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বাংলা গান, নাটক, সাহিত্যচর্চা কিংবা বিভিন্ন শহরে বাংলা স্কুলের মাধ্যমে শিশুদের বাংলা শেখানোর উদ্যোগ— এসবের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিজেদের সংস্কৃতি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলে।

উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতি বহুত্বে সমৃদ্ধ। বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির পাশাপাশি নেপালি, রাজবংশী ও বিভিন্ন জনজাতির ভাষা, ভাওয়াইয়া গান, লোককথা ও জীবনযাপনের নিজস্ব ঐতিহ্য এই অঞ্চলের পরিচয় গড়ে তুলেছে। এই বৈচিত্র্যকে সম্মান করেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এগিয়ে নিতে হবে। নিজের শিকড়কে ভালোবাসা মানে অন্যের শিকড়কে অস্বীকার করা নয়; ভিন্নতার মধ্যে সহাবস্থানই আমাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা।

ভাষা বেঁচে থাকে ব্যবহারে, সাহিত্য বেঁচে থাকে পাঠকের কাছে, আর লোকসংস্কৃতি বেঁচে থাকে মানুষের জীবনে। তাই বাঙালিয়ানাকে শুধু কয়েকটি বিশেষ দিনের মধ্যে আটকে না রেখে প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। এই বিশ্বায়ন ও বাজারের যুগে কীভাবে তা সম্ভব?

শুরুতেই আমরা দেখেছি, সংস্কৃতি একটি জাতির সামগ্রিক অস্তিত্বের উপাদান। একটি জাতি যেমন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি তৈরি করে, তেমনই সেই উপাদানগুলির দ্বারাই নিজেও লালিত হয়।

ভাষা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহক। আমাদের ক্ষেত্রে তা বাংলা ভাষা। সেই ভাষা যদি তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব হারায়, তাহলে মানুষ কেন সেই ভাষা শিখতে চাইবে? আর সেই ভাষা না শিখলে, সেই ভাষার সংস্কৃতিকে কি পুরোপুরি উপভোগ করা সম্ভব?

শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে কীভাবে বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকা যায়, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সেই পথই দেখিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধি বলেছিলেন, 'আমি চাই না, আমার বাড়ির চারদিক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হোক, কিংবা তার জানলাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক। আমি চাই, পৃথিবীর সব দেশের সংস্কৃতি যতটা সম্ভব অবাধে আমার বাড়ির চারপাশে প্রবাহিত হোক। কিন্তু কোনও সংস্কৃতির ঝোড়ো হাওয়ায় আমি যেন নিজের পায়ের তলার মাটি হারিয়ে না ফেলি— তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।' এই কথার মধ্যেই রয়েছে বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি উন্মুক্ত থাকা এবং নিজের সাংস্কৃতিক শিকড়কে আঁকড়ে ধরার এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আর এই কাজের জন্য সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে সরকারকে। এগিয়ে আসতে হবে বিভিন্ন সংগঠনকে, আর আমাদেরও। কারণ বাঙালিয়ানাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, আমাদের সকলের।

(লেখক কানাডার অ্যালগোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক)

> বাঙালিয়ানা কি শুধু দুর্গাপুজো, রবীন্দ্র জয়ন্তী কিংবা কয়েকটি বিশেষ উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ভাষা, সাহিত্য, গান, নাটক ও লোকসংস্কৃতির চর্চা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কতটা জায়গা পাচ্ছে, সেটিই জরুরি প্রশ্ন। বিশ্বায়ন, বাজারমুখী জীবনযাপন ও বদলে যাওয়া অভ্যাসের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বাঁচিয়ে রাখা সহজ নয়। তবু সরকার, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও স্থানীয় উদ্যোগের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই চর্চা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। বাংলা ভাষার ব্যবহার, বই পড়া, লোকশিল্প ও আঞ্চলিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাঙালিয়ানাকে উৎসবের গণ্ডি পেরিয়ে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তুলতে পারে। এই দায়িত্ব আমাদের সকলেরই।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সপ্তমীতে রঙের সাতকাহন উত্তরে

কোথাও গান, নাচ ও পুরস্কারের মঞ্চ। কোথাও মহিলাদের আড্ডা, ফুলপাতির শোভাযাত্রা, আবার কোথাও যানজট। সপ্তমীর সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে পুজোর ছবিতে ধরা পড়ল নানা রং। দু'দিনের সপ্তমীর আনন্দে মাতোয়ারা আট থেকে আশি।

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ অক্টোবর : স্রেফ সন্ধ্যা নামার অপেক্ষাটুকু ছিল। তা নামতেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তায় ভিড় বেড়ে জনস্রোতে পরিণত হতে সময় নেয়নি। মালদায় পোস্ট অফিস মোড়ে জমায়েত, রায়গঞ্জে মহিলাদের মণ্ডপে মণ্ডপে উৎসব, মালবাজারে ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক আবহ, আর শিলিগুড়িতে বৃষ্টির বিরতি পেরিয়ে ফের রাস্তায় নামা; নানা আঙ্গিকে দিনটি ছিল আক্ষরিক অর্থেই রঙিন। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা বলতে, এবারে সপ্তমী দু'দিন। অন্যান্য বার চারদিনের বরাদ্দ থেকে একটা দিন বাদ যাওয়ার একটা মন খারাপপর্ব থাকে। এদিন সেটা ছিল বিলকুল উধাও। কোচবিহারে সাগরদিঘির পাড়ে ফুচকা খাওয়ার সময় এক তরুণী ফ্রিতে ফুচকা চাইলে বিক্রেতার চটজলদি জবাব, 'যেখানে পঞ্জিকা আমাদের একটি সপ্তমী উপরি দিল, সেখানে একটা ফুচকা না হয় আমিও ফ্রি'তে দিলাম।' সবার মন ভালো করে দিয়ে আশপাশে হাসির বন্যা বইল।

শনিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকেই মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র পোস্ট অফিস মোড়ে উৎসবের আবহ। কোথাও ঢাকের বাদ্যি, কোথাও মঞ্চে রাফা ইয়াসমিনের গান, কোথাও গম্ভীরার মুখোশ নাচ। একাধিক মঞ্চে মন্ত্রী, নেতা সহ বিশিষ্টরা হাজির ছিলেন। প্রেস ফোটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সেরা মৃৎশিল্পী, সেরা কারুশিল্পী এবং জেলার সেরা ১২টি পুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করা হয়। ভিড়ের মধ্যে থেকে সন্তোষ কর্মকারকে বলতে শোনা গেল 'সারাটা বছর এই সপ্তমীর সন্ধ্যার জন্যই অপেক্ষা করি।' হেসে সায় দিলেন অনুপম সাহা, সোমনাথ সরকারের মতো অনেকেই।

সকাল থেকে রায়গঞ্জে মণ্ডপে মণ্ডপে মহিলাদের ভিড় দেখা যায়। নবপত্রিকা স্নানের মধ্য দিয়ে সপ্তমীর পুজো শুরু হয়। সকাল ১১টা নাগাদ উদয়পুর বারোয়ারি পুজোমণ্ডপে জনা তিরিশেক মহিলার জমায়েত দেখা যায়। পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের মধ্যেই গল্প ও আড্ডা চলে। স্থানীয় বাসিন্দা দেবযানী রায় জানান, গত বছর থেকে এখানকার পুজো অন্য মাত্রা পেয়েছে। দুপুরে রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল উদয়পুরে সরকারবাড়ির পুজোয় আরতিতে যোগ দেন। সুদর্শনপুর, অনুশীলনী ও দেহশ্রী ব্যায়ামাগারের পুজোমণ্ডপেও ভিড় ছিল। সুদর্শনপুরে শতাধিক মহিলা পুজোর আনন্দে মাতেন। অশোকপিল্লর সান্যাল পরিবার কর্ণজোড়ার সূর্যোদয় মূক ও বধির হোমের আবাসিকদের হাতে ফল ও মিষ্টি তুলে দেয়। সন্ধ্যার পর যানজট সামলাতে পুলিশকে হিমসিম খেতে হয়। শিলিগুড়ি মোড় থেকে কসবা মোড়, সুভাষগঞ্জ, রায়গঞ্জ রেলস্টেশন, বিদ্রোহী মোড়, কলেজপাড়া, উদয়পুর ও দেহশ্রী মোড়ে রাত পর্যন্ত ভিড় ছিল। বালুরঘাটে ছবিটা ছিল কিছুটা আলাদা। চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে ঠাকুর দেখতে যে ঢল নেমেছিল, সপ্তমীর সন্ধ্যায় তার তুলনায় যানজট কম ছিল। তবে সন্ধ্যা থেকেই অনেকে হেঁটে একের পর এক মণ্ডপ ঘুরেছেন।

পুজোকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে এদিনও বেশ ভিড় দেখা গিয়েছে। মাথাভাঙ্গা-কোচবিহার রাজ্য সড়কের ব্যস্ততম নিশিগঞ্জ বাজার এলাকায় এবার ২৮টি পুজো হচ্ছে। যানজটের আশঙ্কায় আগে থেকেই বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে বলে কলেজ পড়ুয়া শর্মিষ্ঠা সরকারের মতো অনেকেই জানালেন। আলিপুরদুয়ারের বাবুপাড়া, হোয়াইট হাউস ক্লাব, উপলমুখর ক্লাব, ভ্রাতৃ সংঘ, মিলন সংঘ, আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি ও নিউটাউন দুর্গাবাড়িতে দর্শনার্থীদের ভিড় জমে। একই ছবি দেখা যায় জংশন এলাকাতেও। অলিগলিতে টোটো আর রাজপথে জনস্রোতের জেরে কয়েকটি জায়গায় তীব্র যানজট তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামলাতে ট্রাফিক পুলিশকে বেগ পেতে হয়েছে। বিকাশ বিশ্বাস, রিঙ্কু সাহাদের মতো অনেককেই পুজোয় বেশ আনন্দ করতে দেখা গেল। ফালাকাটার অরবিন্দপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, কলেজপাড়া, মসল্লাপট্টি, মুক্তিপাড়া, মাদারি রোড, সারদানন্দপল্লি, মহাকালপাড়ায়ও ভিড় ছিল। বীরপাড়ায় অবশ্য পুজোর প্রস্তুতি ফালাকাটা ও মাদারিহাটের তুলনায় দু-চার দিন দেরিতে সম্পূর্ণ হয়। সপ্তমীর দিন পর্যন্ত কোথাও কোথাও কাজ চলেছে। ফুলপাতি শোভাযাত্রা বীরপাড়ার উৎসবে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। জয়গাঁয় সপ্তমীতেও কেনাকাটার ধুম ছিল। অনেকে কেনাকাটা সেরে এনএস রোড ও সুপার মার্কেট এলাকার মণ্ডপে ঢুঁ মেরে বাড়ি ফিরেছেন। সুভাষিণী ও চুয়াপাড়া চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সদস্যরাও পুজোর মেলায় কেনাকাটা করেন। হ্যামিল্টনগঞ্জের বিবেকনগরের বিবেকানন্দ ক্লাব, সার্কাস ময়দানের অগ্রগামী সংঘ এবং পুরোনো হাসিমারার স্থায়ী সংঘের মণ্ডপসজ্জাও দর্শনার্থীদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

জলপাইগুড়ির দিশারি ক্লাব, ধূপগুড়ির নবজীবন সংঘ, মালবাজারের এটিও ক্লাব ও ময়নাগুড়ির ইউথ ক্লাবে ভিড় সামলাতে স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যস্ত ছিলেন। খুব মজা করে পুজো দেখছেন বলে সোমা চৌধুরী, অপূর্ব দাসরা জানালেন। জলপাইগুড়ির তরুণ দল, জাগ্রত সংঘ, দিশারি, মুহুরিপাড়া, পাতকাটা অগ্রণী ও পাতকাটা কলোনির পুজোমণ্ডপেও দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল। তাতে কলেজ পড়ুয়া সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, মাকে নিয়ে প্রতিমা দর্শনে বের হওয়া জয়জ্যোতি সরকারও ছিলেন।

মালবাজারে ঢাক, শঙ্খধ্বনি ও ধুনুচি নাচের সঙ্গে উৎসবের আবহ আরও জমে ওঠে। স্থানীয় গোর্খা ও নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ ঐতিহ্যবাহী পোশাকে ফুলপাতি শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শহরের সবার প্রিয় দুর্গাপুজো কমিটি, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বিজেপির মাল টাউন যুব মোর্চার উদ্যোগে বয়স্কদের নিয়ে পুজো পরিক্রমার আয়োজন করা হয়। স্টেশন রোড দুর্গাপুজো কমিটি ৭৮তম বছরে চিরাচরিত রীতি মেনে পুজোর আয়োজন করেছে।

মহিলা পরিচালিত পুজোগুলিতেও উৎসাহ ছিল। ধূপগুড়িতে রাত গভীর পর্যন্ত মণ্ডপ ও রাস্তায় ভিড় দেখা যায়। পুলিশ ও ট্রাফিকের বাড়তি টহলও ছিল।

সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের বৃষ্টি শিলিগুড়িতে পুজো পরিক্রমায় সাময়িক ছেদ ফেলে। বৃষ্টি থামতেই ফের রাস্তায় নামেন দর্শনার্থীরা। বড় বাজেটের মণ্ডপে প্রতিমা, আলোকসজ্জা ও থিম দেখতে ভিড় জমে যায়। তথাগত মিত্র, শুভঙ্কর সান্যালদের মতো অনেককেই মজা করে ঠাকুর দেখতে দেখা গিয়েছে।

সপ্তমীর সন্ধ্যায় মণ্ডপে মণ্ডপে জনসমুদ্র। শনিবার শিলিগুড়ির হায়দারপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব ও ফালাকাটার মশল্লাপট্টিতে ছবিগুলি তুলেছেন সঞ্জীব সূত্রধর ও ভাস্কর শর্মা।

ভার্নোবাড়িতে উৎসবে আঁধার

বিনা নোটিশে বাগান ছাড়ল কর্তৃপক্ষ

সমীর দাস

হাসিমারা, ১৭ অক্টোবর : পুজোর আলোর রোশনাইয়ে অন্ধকারে ভার্নোবাড়ি চা বাগান। শ্রমিকদের একাংশের বোনাস দেওয়া হলেও স্থায়ী ঠিকা শ্রমিক, সাব-স্টাফ ও স্টাফদের বোনাস না দিয়েই শুক্রবার রাতে বাগান ছেড়ে চলে গেলেন মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা। শনিবার মহাসপ্তমীর সকালে খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিকরা।

বাগান সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে ১,৮৫০ জন শ্রমিককে ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১৫০ জন স্টাফ ও সাব-স্টাফ এবং প্রায় ৪০০ জন স্থায়ী ঠিকা শ্রমিকের বোনাস দেওয়ার কথা ছিল শনিবার। এছাড়া সমস্ত শ্রমিকের সেপ্টেম্বর মাসের মজুরি বকেয়া রয়েছে। এমন অবস্থায় কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ায় চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন প্রায় ২,২৫০ জন শ্রমিক। মালিকপক্ষের বাগান ছাড়ার খবর পেয়ে শনিবার সকালে কয়েকশো শ্রমিক হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখান। মালিক ও ম্যানেজারের গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন তাঁরা। যদিও এদিন দুপুর পর্যন্ত বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' সংক্রান্ত কোনও নোটিশ জারি করা হয়নি। বাগানের ম্যানেজার মদনমোহন ঝা ফোনে জানান, 'বাগান লক-আউটের নোটিশ দেওয়া হয়নি।' তবে কী কারণে বাগান পরিত্যক্ত করা হল, সে বিষয়ে কোনও সদুত্তর না দিয়ে তিনি বলেন, 'এখন মিটিংয়ে ব্যস্ত আছি।'

হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ শ্রমিকদের।

মালিকপক্ষের সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) সচিব সুমিত ঘোষ বলেন, 'মালিকপক্ষ আমাদের সংগঠনের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখছে না। শ্রম দপ্তরকেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।' ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা বলেন, 'পুজোর সময় শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আমরা সহ্য করব না। বিষয়টি আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে জানিয়েছি। প্রশাসনকে বলব মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে।' সামনেই শুখা মরশুম হওয়ায় এখন কম পাতা পাওয়া যাচ্ছে। শ্রমিকদের একাংশের আশঙ্কা, শুখা মরশুমের শুরুতেই বাগান বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছে মালিকপক্ষ। কিন্তু মাত্র ৩৮ লক্ষ টাকা বোনাস বকেয়া রেখে বাগান কর্তৃপক্ষের চলে যাওয়ার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। বাগান শ্রমিক দেবী লোহার বলেন, 'এভাবে শ্রমিক বঞ্চনা মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে বাগান স্বাভাবিক করতে হবে।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান কমিটির সভাপতি রাজু বিশ্বকর্মা ও ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বাগান কমিটির সদস্য নেলসন বারলা মালিকপক্ষের এহেন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। বাগানের স্টাফ আশ্রম শর্মা বলেন, 'আমরা বোনাস পাইনি। কীভাবে পুজো কাটবে বুঝতে পারছি না।'

পাচারকারীদের হামলার মুখে

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ অক্টোবর : ঠাকুর দেখে ফেরার সময় শুক্রবার রাতে বাংলাদেশি পাচারকারীদের আক্রমণের মুখে পড়লেন চ্যাংরাবান্ধার বিবেকানন্দপাড়ার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শুভময় ঘোষ জানান, শুক্রবার মধ্যরাতে ঠাকুর দেখে ফেরার সময় কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে দলবেঁধে যেতে দেখেন। তাঁদের সন্দেহ হওয়ায় কোথা থেকে এসেছেন জিজ্ঞাসা করতেই তাঁরা নিজেদের বাংলাদেশি বলে পরিচয় দেন এবং গোরু পাচার করতে এসেছেন বলে স্বীকার করেন। শুভময় বললেন, 'এরপর আমরা পাড়ার পুজো প্যান্ডেল থেকে লোকজনদের ডাকি। সবাই মিলে তাড়া করতেই ওঁরা পাথর ছুড়ে ধরলা নদীর বিসর্জনঘাট দিয়ে পালিয়ে যান।'

মারধরে ধৃত পদ্ম নেতা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকার দক্ষিণ নারারথলিতে এক মহিলা ও তাঁর মেয়েকে মারধরের অভিযোগে শনিবার কুমারগ্রাম তিন নম্বর মণ্ডলের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য স্মৃতিকণা ভৌমিক শীল সহ বিজেপির মোট আটজন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও ধৃত পদ্ম নেতার দাবি, তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন এবং মারধরের সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না।

জুয়া রুখতে তৎপর পুলিশ

চোপড়া, ১৭ অক্টোবর : জুয়ার আসর রুখতে তৎপর চোপড়া থানার পুলিশ। শুক্রবার ষষ্ঠীর রাতে বাংলা-বিহার সীমানার সোনাপুর সাহেব কলোনি এলাকায় জুয়ার আসরে হানা দিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই এলাকায় রীতিমতো প্যান্ডেল খাটিয়ে জুয়ার আসর বসানো হয়েছিল। চোপড়া থানার একাধিক এলাকায় জুয়ার আসর বসার খবর পেয়ে নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ।

গণধোলাই

ধূপগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে নাবালিকার হাত ধরে টানাটানি করার অভিযোগে গণধোলাইয়ের শিকার হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ডাউকিমারি পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার। নাবালিকার চিৎকারে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ও অভিযুক্তকে মারধর করেন। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে আটক করে। নাবালিকার দাবি, ওই ব্যক্তিকে তিনি চেনেন না। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ের তদন্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, অভিযোগ দায়ের হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘোরার ব্যবস্থা

কোচবিহার, ১৭ অক্টোবর : বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে পুজোয় ঘুরলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। সপ্তমীর দুপুরে নিজেই তাঁদের গাড়িতে চাপিয়ে মণ্ডপগুলিতে ঘোরান। জেলা পুলিশের উদ্যোগে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে পুজো পরিক্রমার আয়োজন করা হয়।

নাটকে সাড়া

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের আয়োজনে ও জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর সহযোগিতায় শহরতলি ক্লাব দুর্গাপুজো কমিটি এবং পান্ডাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সাংস্কৃতিক মঞ্চে শুক্রবার পরিবেশিত হয় 'আমার মেয়ে আমার গর্ব' নাটকটি। এই পথনাটক দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

গ্রেপ্তার ৩ মহিলা

কোটি টাকার মাদক তৈরির কাঁচামাল উদ্ধার

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৭ অক্টোবর : প্রায় ২ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল সহ তিন মহিলাকে গ্রেপ্তার করল মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম জাবরুন নেছা (৩০), জ্যোৎস্নারা বেগম (৩৬) এবং আনওয়ারা বেগম (১৯)। ধৃতরা অসমের করিমগঞ্জ ও হোজাই জেলার বাসিন্দা। শনিবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশের কাছে খবর আসে বিবেক এক্সপ্রেসে ডিমাপুর স্টেশন থেকে ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল মালদা টাউন স্টেশনে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ ওল্ড মালদা ও মালদা টাউন স্টেশনে ওঁত পেতে বসেছিল। ওল্ড মালদা স্টেশনে ট্রেনের স্টপ না থাকলেও সিগন্যাল না থাকায় ট্রেন ওই স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেখানে ট্রেন দাঁড়াতেই ট্রেন থেকে নেমে পড়েন ওই তিন মহিলা। তাঁদের সঙ্গে দুটি কোলের বাচ্চাও ছিল। তথ্য অনুযায়ী ওল্ড মালদা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওই তিন মহিলাকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই ১ কেজি ২৮০ গ্রাম ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা।

প্রাথমিক জেরায় ধৃতরা পুলিশকে জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া কাঁচামাল গাজোলে এক ব্যক্তিকে দেওয়ার কথা ছিল ধৃত মহিলাদের। এরজন্য তাঁদের ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ছিল। এখানেই তদন্তকারী অফিসারদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যেখানে প্রায় সমস্ত ঘটনাতেই মাদক তৈরির কাঁচামাল কালিয়াচকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে গাজোলে কেন? তবে কি পুলিশের নজর থেকে বাঁচতে চেনা রুট পরিবর্তন করে অন্য রুট ব্যবহার করছে কারবারিরা? নাকি কালিয়াচকের বদলে এবার গাজোলকে মাদক তৈরির হাব হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে কারবারিরা? ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন তদন্তকারী অফিসাররা।

নজর কাড়ছে তিন পুজো

হলদিবাড়ি, ১৭ অক্টোবর : কোথাও হারিয়ে যাওয়া গ্রামবাংলার স্মৃতি ও ফিরে দেখা শৈশব, কোথাও আবার হলদিবাড়ি শহরের পুরোনো ঐতিহ্য। হলদিবাড়ির দুই বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপে ফুটে উঠেছে এই ভাবনাগুলি। দেশবন্ধুপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের এ বছরের থিম 'হারিয়ে যাওয়া শৈশব ও গ্রাম্য দিনগুলি'। মণ্ডপে পা রাখলে দেখা যাচ্ছে, গোরুর গাড়ি, লাঙল হাতে কৃষক সহ গ্রামবাংলার সংস্কৃতির ছোঁয়া। ক্ষুদিরামপল্লি চতুরঙ্গ ক্লাব পরিবেশবান্ধব উপকরণ ও আধুনিক চিত্রকলার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলছে হলদিবাড়ি শহরের পুরোনো ঐতিহ্য। পুজোর বাজেট প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, হলদিবাড়ি পূর্বপাড়া আননোন ফ্রেন্ডস ক্লাব সাবেকি প্রতিমার মাধ্যমে দর্শনার্থীদের মন জয় করতে চায়। সপ্তমীতে পুজোর উদ্বোধন করেছেন বিধায়ক দধিরাম রায়।

নতুন রাস্তা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : প্রতি বছর দুর্গাপুজোয় ঠাকুর দেখতে বের হলেই পকেট ফাঁকা হওয়ার জোগাড় হত আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাসিন্দাদের। গুনতে হত অতিরিক্ত টোটো ভাড়া। তবে চলতি পুজোয় রাস্তাঘাট সংস্কার এবং নতুন পথ চালুর ফলে স্বস্তি মিলেছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাসিন্দাদের কাছে লাইফলাইন সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা মহাসড়ক। শনিবার রাস্তার চার লেনের মধ্যে দুই লেন খুলে দেওয়া হয়েছে বেশিরভাগ জায়গায়। বিশেষ করে ঘরঘরিয়া থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত এক পাশের রাস্তা অনেকটাই হয়ে গিয়েছে। আবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়েছে। যার মধ্যে চরতোর্ষা অন্যতম। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাট এলাকায় রাস্তার কাজ আটকে ছিল। সেটার একপাশের কাজ শেষ করা হয়েছে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার শহর সহ গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার হয়েছে।

বাইকের শব্দ

নিশিগঞ্জ, ১৭ অক্টোবর : সাইলেন্সারে কারসাজি করা বাইক 'শব্দদানবের' দাপটে অতিষ্ঠ মাথাভাঙ্গা মহকুমার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। মাথাভাঙ্গা শহর থেকে সুটুঙ্গাঘাট, নিশিগঞ্জের রাজ্য সড়ক-সর্বত্রই উঠছে কড়া পদক্ষেপের দাবি। কয়েকদিন আগেই মাথাভাঙ্গা থানার চত্বরে এমন বাইক ঘিরে হুলুস্থুল পড়ে যায়। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় নিশিগঞ্জের রাজ্য সড়কেও দাপিয়ে বেড়ায় একই ধরনের একটি বাইক। ট্রাফিক পুলিশের নজরে এলেও সেটিকে আটক করা যায়নি।

মুক্তিযুদ্ধের গোলা নিষ্ক্রিয়

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর : ইতিহাসের সাক্ষী বালুরঘাট পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগারে নিঃশব্দে পড়ে থাকা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের গোলা অবশেষে নিষ্ক্রিয় হল। সাড়ে পাঁচ দশক ধরে পড়ে থাকা গোলাটিকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠায় তা নিষ্ক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আত্রেয়ী নদীর ফাঁকা চরে গোলাটি নিষ্ক্রিয় করার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দলের সাহায্য নেয় জেলা পুলিশ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আঁচ পড়েছিল বালুরঘাটেও। সীমান্তবর্তী এই শহর আজও ওই যুদ্ধের স্মৃতি বহন করে চলেছে। সেই যুদ্ধের সাক্ষী বহন করা গোলাটি ছিল বালুরঘাট পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগারে। তবে অন্য যুদ্ধ-স্মারকের মতো সেটি নিছক ইতিহাসের বস্তু ছিল না; অবিস্ফোরিত গোলাটি নিয়ে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কাও ছিল।

বিষয়টি নজরে আসতেই সম্প্রতি নড়েচড়ে বসে জেলা পুলিশ প্রশাসন। গোলাটিকে কীভাবে নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করা যায়, তা নিয়ে যোগাযোগ করা হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন উইংয়ের সঙ্গে। এরপর সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। সমস্ত দিক পর্যালোচনার পরে গোলাটি পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার থেকে সরিয়ে শুক্রবার আত্রেয়ী নদীর ধারের ফাঁকা চরে নিয়ে যাওয়া হয়। কড়া নিরাপত্তায় সেখানেই গোলাটি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা বলেন, 'প্রায় ৫০ বছর ধরে পড়ে থাকা একটি অবিস্ফোরিত গোলা নিয়ে নিরাপত্তার আশঙ্কা ছিল। বিষয়টি নজরে আসার পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন উইংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল পরিস্থিতি পরিদর্শন করে গোলাটি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করেছে। এর ফলে পুলিশ লাইনে সম্ভাব্য নিরাপত্তার ঝুঁকি দূর হল।'

ভরসার কাঁধ।। শনিবার কোচবিহারের খোলটা চেকপোস্টে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

স্বামীকে খুনে গ্রেপ্তার স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ অক্টোবর : 'সুপারিকিলার' প্রেমিককে দিয়ে স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা শাসকের গাড়ির চালক তাপস সরকারকে খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার স্ত্রী সুস্মিতা অধিকারী এবং তাঁর প্রেমিক অর্জুন পালকে গ্রেপ্তার করল পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। সেদিনই ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। অর্জুনের বিরুদ্ধে এর আগেও খুনের অভিযোগ ছিল।

১৮ অগাস্ট গভীর রাতে চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়গিলায় কালজানি রোডের ওপর মাথা থ্যাঁতলানো অবস্থায় তাপসকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে রক্তমাখা বড় পাথর সহ ধস্তাধস্তির চিহ্ন মিলেছিল।

পরিবারের দাবি, তাপস সেই রাতে কোচবিহার শহরের গোয়ালাপট্টিতে এক বন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তাপসের স্কুটারটি এক বন্ধুর বাড়িতে পাওয়া যায়। ফলে তাপস

মৃত তাপস সরকারের বাড়িতে শোকার্ত পরিজন। - জয়দেব দাস

কীভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছালেন, সেটাই ভাবাচ্ছিল পুলিশকে। প্রথম থেকে তাপসের স্ত্রী তদন্তের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নানা রকম অভিযোগ তুলতে থাকেন। তিনি অভিযোগ করেন, এই খুনের পেছনে তাপসের সহকর্মীদের হাত রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে তাপসের ঝামেলাও হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন।

এদিকে পুলিশ তদন্তে নেমে দেখতে পায়, সেই রাতে সুস্মিতার সঙ্গে কোচবিহার-২ ব্লকের মরানদীরকুঠির বাসিন্দা অর্জুনের কথা হয়েছিল। আবার তাপসকেও বাড়ি আসার জন্য বারবার তাগাদা দেওয়া হচ্ছিল। সেই রাতে একটি রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজে অর্জুনের সঙ্গে তাপস এবং আরেকজনকে দেখা যায়। সব সূত্র মিলিয়ে সুস্মিতা ও অর্জুনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বাকিটা জানা যায়।

শনিবার তাপসের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল শোকস্তব্ধ পরিবার। তাপসের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হতেই ছেলেকে নিয়ে সুস্মিতা চেকপোস্ট এলাকায় তাঁর বাপের বাড়িতে থাকতেন। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাপসের মা পূর্ণিমা সরকার বলেন, 'বৌমার সঙ্গে অর্জুন পালের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কীভাবে সম্পর্ক হল, তা জানি না। আমরা দোষীর ফাঁসি চাই।'

বাসে পরিক্রমা

আলিপুরদুয়ার ও কালচিনি, ১৭ অক্টোবর : সপ্তমীতে আলিপুরদুয়ার শহরের একাধিক হোমের অনাথ শিশু, বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের পুজো প্যান্ডেল ঘুরিয়ে দেখালেন পুলিশকর্তারা। তাঁদের দেওয়া হল নতুন পোশাক। দুটি বাসে ঠাকুর দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিউটাউন দুর্গাবাড়ির পর জংশন যুব সংঘ কালীবাড়ি ও মিলন সংঘে প্রতিমা দর্শনে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের পাশে সবুজ পতাকা দেখিয়ে বাস দুটি রওনা করানো হয়।

পুজোয় চা বাগানের দুঃস্থ পরিবারের শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের পুজো পরিক্রমা করাল কালচিনি থানা। আলিপুরদুয়ার ও কালচিনির বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরিয়ে আনা হয়।

দুর্ঘটনায় আহত

নয়ারহাট, ১৭ অক্টোবর : দুটি চার চাকার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন পাঁচজন। সকলকেই মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের গরিবপুর এলাকায় মাথাভাঙ্গা-ময়নাগুড়ি ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে। দুটি গাড়িরই সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাইক উদ্ধার

ফালাকাটা, ১৭ অক্টোবর : গত জুন মাসে ফালাকাটার ভুটনিরঘাট এলাকায় সিপিএমের পার্টি অফিসের সামনে থেকে স্বপন বর্মন নামে এক ব্যক্তির বাইক চুরি যায়। শনিবার ফালাকাটা থানার পুলিশ সেই চুরির বাইক শীতলকুচি থেকে উদ্ধার করে। অভিযুক্ত বাবলু দাস নামে এক স্থানীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

কড়া রাজ্য, মেরিকোর দুই ম্যানেজারও গ্রেপ্তার

সপ্তমীতে বোনাস ২ বাগানে

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ অক্টোবর : নতুন মালিকের হাত ধরে মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় ২০ শতাংশ হারে নগদ বোনাস পেলেন মাটিয়ালি ব্লকের সামসিং চা বাগানের শ্রমিকরা। স্বভাবতই খুশি বাগানের ৯৭২ জন শ্রমিক। মেটেলি ব্লকের সোনগাছি চা বাগানে শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে ১৬ শতাংশ হারে বোনাসের টাকা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কালীপুজোর সময় বকেয়া ৪ শতাংশ বোনাস মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে বাগান কর্তৃপক্ষর তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও বেশ কয়েকটি বাগানে বোনাস হয়নি। বোনাস দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে শনিবার বাগ্রাকোট চা বাগানের শ্রমিকরা মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বোনাস হয়নি বামনডাঙ্গা, নাগেশ্বরী ও কিলকোট চা বাগানে। রাজগঞ্জে ছোট ছোট কয়েকটি বাগানে বোনাস হয়নি। বিন্নাগুড়ি পঞ্চায়েতের গধেয়াগছ এলাকায় একটি ছোট বাগানে বোনাস না হওয়ায় এদিন শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান। বোনাস হয়নি ফাটাপুকুরের ডাঙ্গাপাড়া এলাকার গ্রিনডিচ চা বাগানে। সেসব বাগানেও যে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা হচ্ছে, তা স্পষ্ট করেছেন বিধায়ক পুনা ভেংরা। তিনি বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নতুন মালিকের হাত ধরে সামসিং চা বাগানের শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে নগদ বোনাস প্রদান করা হল। বাকি যেসব বাগানে এখনও বোনাস দেওয়া হয়নি, সেখানেও নতুন মালিক এনে শ্রমিকদের সমস্যা

সামসিং চা বাগানে তিন মন্ত্রী সহ সাংসদ ও বিধায়ক। শনিবার।

সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বোনাস ইস্যুতে কড়া অবস্থান নিয়েছে রাজ্য। এনিয়ে মন্ত্রী বিশাল লামা বলেন, 'ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি চা বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যে সব চা বাগান মালিক শ্রমিকদের পাওনা ও বোনাস মিটিয়ে দেবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার আইনি ব্যবস্থা নেবে।'

সপ্তমীর সকালেই গ্রেপ্তার করা হয় মেরিকো অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির আরও দুই ম্যানেজারকে। বোনাস ইস্যুতে শনিবার বীরপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার সোমনাথ ঘোষ এবং তুলসীপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার দীনেশ চৌবেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে শ্রমিকদের দুর্গাপুজোর বোনাস না দেওয়া এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কেটে নেওয়া সত্ত্বেও জমা না করার অভিযোগে শুক্রবার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া এবং গ্যারগান্ডা চা বাগানের ম্যানেজারদের। শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিশ্বাসভঙ্গ করার অভিযোগে এবার বীরপাড়া ও তুলসীপাড়া চা বাগানের ম্যানেজারদের গ্রেপ্তার করা হল।

শ্রম দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আইন অনুযায়ী অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার পর বোনাস দেওয়ার জন্য হাতে আট মাস সময় থাকে। সেই অনুযায়ী চলতি বছর বোনাস দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। এদিকে, রাজ্য সরকার ৫ অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিকদের বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করেছিল। কিন্তু পুজোর মুখে চা শ্রমিক-কর্মচারীদের বোনাস মেটানো রীতি। আইন নয়। তাই বোনাস ইস্যুতে ম্যানেজার বা কর্ণধারের বিরুদ্ধে ৩০ নভেম্বরের আগে আইনি পদক্ষেপ করা মুশকিল।

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'খোলা বাগানকে সরকার সাহায্য করতে পারে না। আমরা বন্ধ বাগানগুলিতে সবরকম সাহায্য করছি।' ম্যানেজাররা গ্রেপ্তার হওয়ার পর মেরিকোর মালিক সুরজিৎ বক্সীকে ফোন করা হলেও তাঁর সাড়া পাওয়া যায়নি। আইটিপিএ-র উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা মেরিকোর মালিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না।' এদিন সামসিং চা বাগানের ফ্যাক্টরিতে পৌঁছান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ, বিশাল লামা, সাংসদ মনোজ টিগ্গা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা ও মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা। তাঁদের উপস্থিতিতে শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে নগদ বোনাস দেওয়া হয়।

- ২০ শতাংশ হারে নগদ বোনাস পেয়েছেন মাটিয়ালি ব্লকের সামসিং চা বাগানের শ্রমিকরা
- সোনগাছি চা বাগানে শ্রমিকরা ১৬ শতাংশ হারে বোনাসের টাকা পেয়েছেন
- পাওনা ও বোনাস মিটিয়ে না দিলে, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি

পাঁচ নেতাকে দায়িত্ব থেকে সরাল বিজেপি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : একদিকে দুর্গাপুজো ঘিরে যখন উৎসবের আমেজ, তখন আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির অন্দরে বিপর্যয় নেমে এল। দলের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল পাঁচ নেতাকে। জেলা পদাধিকারী থেকে শুরু করে মণ্ডল সভাপতি- সবাই রয়েছে সেই তালিকায়। শনিবার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস জানান, দলের অনুশাসন না মানায় পাঁচ নেতাকে দায়িত্ব থেকে সরানো হল। নতুন কোনও সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত তাঁরা দলের কোনও কাজে থাকতে পারবেন না। সেখানে ছিলেন দলের দুই জেলা সাধারণ সম্পাদক বাবুলাল সাহা এবং মিঠুন ওরাওঁ।

এদিন মিঠু বলেন, 'আমাদের দলের কিছু নীতি-আদর্শ আছে। দলের অনুশাসন আছে। সেগুলো অনেকেই মানছেন না বলে অভিযোগ। সেজন্য পাঁচজনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। বিষয়টি রাজ্য নেতাদেরও জানানো হচ্ছে। সেখান থেকে কোনও সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ওই নেতারা দলের কোনও পদে থাকছেন না।'

দলের জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো, কুমারগ্রাম ৩ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক দেবেশ বর্মন, কামাখ্যাগুড়ি-২ পঞ্চায়েতের অঞ্চল কনভেনার দিলীপ পান্ডে, কালচিনি ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রাজেশ ছেত্রী, জেলার এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি রতন রায়কে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে।

সম্প্রতি কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির সামনে এক বিজেপি নেতাকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে ওই নেতাদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই মুখ পুড়েছে দলের। সেই নিয়েই এদিন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে। ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সুনীল মাহাতোকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও সেটা অন্য মামলায়। শনিবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়।

অন্যদিকে রাজেশ ও রতনকে দলের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনে দলের

দলের অনুশাসন না মানার অভিযোগ

সিদ্ধান্ত না মানায়। জয়গাঁ-২ পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচনে দলের সিদ্ধান্ত রাজেশ মানেননি বলে অভিযোগ। যদিও এদিন তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত যেটা বলেছিল সেটা করেছি। দায়িত্ব থেকে সরানো নিয়ে আমাকে কিছু বলা হয়নি।'

অন্যদিকে, শালকুমার-২ পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সদস্যকে প্রধান করা হয় এবং তৃণমূলের সমর্থনে বিজেপির সদস্য উপপ্রধান হন বলে অভিযোগ ছিল। সেখানে দায়িত্বে থাকা রতনকে পদ থেকে সরানো হয়েছে। রতনও জানান, দলের থেকে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি।

মহাসপ্তমীতে জেলা বিজেপির অন্দরে এমন ঘটনায় জোর চর্চা চলছে বিভিন্ন মহলে। তবে বিজেপির জেলা নেতারা জানাচ্ছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এইরকম কড়া পদক্ষেপ করা দরকার ছিল।

অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু

বক্সিরহাট, ১৭ অক্টোবর : ভরদুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মৃত্যু হল দু'বছরের শিশুকন্যার। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চর ভানুকুমারী গ্রামে। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে গোটা বাড়ি। খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও ততক্ষণে সব শেষ। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত শিশুর নাম মারুফা খাতুন (২)। তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। রবিবার ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের দল আসার কথা।

মহিলা কলেজ

গঙ্গারামপুর, ১৭ অক্টোবর : অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। গঙ্গারামপুরে গড়ে উঠতে চলেছে প্রস্তাবিত মহিলা মহাবিদ্যালয়। গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে দু'একর জমিতে কলেজ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে জন্য রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে। পুজোর ছুটির পরে ডিপিআর বানিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন। বিধায়ক বলেন, 'গঙ্গারামপুরে মহিলা কলেজ স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিনের। প্রাথমিক স্তরে আবেদন মঞ্জুর হয়েছে।'

প্রদর্শনী

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের তরফে শনিবার 'গারদের আড়ালে সৃষ্টি- দুর্গাপুজা ২০২৬' নামক এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে রাখা হয় মহিলা-পুরুষ বন্দিদের হাতে তৈরি বিভিন্ন ধরনের ফুলদানি, জামা, কাঠের মূর্তি, কাঠের হ্যাংগার প্রভৃতি। এছাড়া নিজেদের কল্পনাকে রং-তুলির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন অনেক বন্দি। কেউ এঁকেছেন মা দুর্গার সামনে প্রার্থনা করছেন ভক্তরা, কেউ বা তাজমহল।

চিতাবাঘের হানা

ময়নাগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : বাড়ির উঠোন থেকে গোরু তুলে নিয়ে যাওয়ার পরদিন ফের চিতাবাঘের হানার অভিযোগ। শুক্রবার সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ির রামশাইয়ের কানিরহাটে একটি ছাগলকে চিতাবাঘ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। শনিবার সন্ধ্যায় ওই এলাকায় খাঁচা পেতেছে বন দপ্তর।

উমার শরণে।। ইসলামপুরের আশ্রমপাড়ায় মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন মিত্রজিৎ দাস।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সাফাইয়ে নজর

মালবাজার, ১৭ অক্টোবর : পুজোর দিনগুলিতে মালবাজার শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে বাড়তি তৎপরতা শুরু করেছে মাল পুরসভা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, উৎসবের দিনগুলিতে শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে দিনে একাধিকবার বর্জ্য সাফাই করা হবে। পাশাপাশি পুজোমণ্ডপ সংলগ্ন এলাকা, জনবহুল মোড় এবং শহরের মূল রাস্তাগুলির দিকে বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে।

শহরের কোনও এলাকায় প্লাস্টিকজাতীয় বর্জ্য যাতে দীর্ঘক্ষণ জমে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য সাফাইকর্মীদের একটি বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে। পুরসভার স্যানিটারি বিভাগের উদ্যোগে যাবতীয় কাজের তদারকি করা হচ্ছে।

উঠোনে সম্বর

ময়নাগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : সাতসকালে বাড়ির উঠোনে হাজির পূর্ণবয়স্ক মর্দা সম্বর। গরুমারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে জলঢাকা নদী পেরিয়ে সোজা ঢুকে পড়ে আমগুড়ির বেতগাড়া জলদানের পাড় এলাকার বিশ্বদেব রায়ের বাড়িতে। খবর পেয়ে রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের বনকর্মীরা এসে সম্বরটিকে উদ্ধার করেন। এদিন সকালে সম্বরটিকে বাড়িতে ঢুকে পড়তে দেখে প্রথমে কিছুটা হকচকিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। পরে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেটিকে নিরাপদে উদ্ধার করেন। রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার বাঁশিরুল আলম জানান, সম্বরটি সুস্থ রয়েছে।

আলো-আঁধারিতে মনীষীরা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : আলোর স্তম্ভ, নানারকম রোশনাই আর মণ্ডপে মণ্ডপে অপরূপ সাজ। পুজোর আবহে নববধূর মতো সেজে উঠেছে জলপাইগুড়ি। উৎসবের আড়ম্বরে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার উপক্রম। কিন্তু শহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে থাকা মনীষীদের দিকে তাকালেই ছবিটা বদলে যায়। সেখানে আলো নেই, আছে আলো-আঁধারি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধি, কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ প্রায় ১৫-২০ জন মনীষীর মূর্তি রয়েছে শহরে। এগুলি শুধু মোড়ের সৌন্দর্য বাড়ায় না, বহন করে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শ্রদ্ধার স্মারকও। অথচ কোনও মূর্তির রং উঠে গিয়েছে, কোনওটি ঢেকে গিয়েছে ধুলো-ময়লায়। পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব স্পষ্ট। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত সেজে উঠলেও মূর্তিগুলি পরিষ্কার করে আলোয় সাজানো হয়নি। পথবাতি থেকে যতটুকু আলো মেলে, ব্যস ততটুকুই। কোথাও সেই আলোর একাংশ পড়ছে মূর্তির গায়ে, কোথাও আবার পুজো কমিটির লাগানো আলোর ছায়া। প্রবীণ বাসিন্দা তথা প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মার মতে, মনীষীদের মূর্তি শুধু শহরের সৌন্দর্য বাড়ানোর বিষয় নয়, তাঁদের অবদান স্মরণ করে সারা বছর শ্রদ্ধা জানানো প্রয়োজন। পুরসভা ও প্রশাসনের এ বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত বলেও মত তাঁর।

ক্ষোভ বাড়ছে শহরবাসীর মধ্যে। বাসিন্দা ইন্দ্রনীল দাস বলেন, 'বছরের এক-দুই দিন মূর্তিগুলো পরিষ্কার করে আলো দেওয়া হয়। এখন পুজোর আলোয় সাজানো হয়েছে শহর। কিন্তু যাঁরা আমাদের পথপ্রদর্শক, তাঁদের কোনও গুরুত্ব নেই।'

জলপাইগুড়ি শহরে আঁধারে কাজী নজরুল ইসলামের মূর্তি।

শুধু বিশেষ অনুষ্ঠান বা জন্মদিনে নয়, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চান শহরের অধিকাংশ মানুষ। পুজোর আগে সৌন্দর্যায়নে তৎপরতা দেখা গেলেও মূর্তি পরিচর্যায় পুরসভার উদ্যোগের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দাদের একাংশ। এ নিয়ে পুরসভার আধিকারিকদের ফোন করা হলেও কোনও উত্তর মেলেনি।

দেহ উদ্ধার

জটেশ্বর, ১৭ অক্টোবর : সপ্তমীর সকালে দলগাঁও চা বাগানের ফুটবল মাঠ সংলগ্ন একটি নালার ধারে এক নবজাতকের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হবে।

সম্প্রীতি

দিনহাটা, ১৭ অক্টোবর : ধর্মের বিভেদ নয়, মানুষের মিলনই যেখানে প্রধান, সেখানে সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত দিনহাটার পুঁটিমারির বুড়িমা-র পুজো। হিন্দু-মুসলিমের মিলিত উদ্যোগে বছরের পর বছর ধরে হয়ে আসছে এই পুজো। আশ্বিনের সংক্রান্তিতে বনদুর্গা বুড়িমা রূপে পূজিতা হন এখানে। ১৮ অক্টোবর, রবিবার পুজো হবে সেখানে। এবার পুজোর ১৪২ বছর।

কুইজ

বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর : পুজোর আমেজে বালুরঘাটে ক্লাবে ক্লাবে লড়াই। তবে এ লড়াই বাহুর নয়, বরং মগজের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কুইজ সংস্থা বালুরঘাট চকভবানী বারোয়ারি কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে শনিবার ১১টি ক্লাব নিয়ে কুইজের আয়োজন করে। কুইজ মাস্টারদের প্রশ্নবাণে উঠে আসে জেলার ইতিহাস, পুরাকীর্তি থেকে শুরু করে পুরাণ ও পৌরাণিক বিভিন্ন তথ্য।

ট্রেনে কাটা

মালবাজার, ১৭ অক্টোবর : ট্রেনে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে নিউ মাল জংশন সংলগ্ন ওভারব্রিজ এলাকার রেললাইনে। মৃতের নাম মন্টু খাড়িয়া (৩৭)। তাঁর বাড়ি রাঙ্গামাটি চা বাগানের এসএফ ডিভিশন এলাকায়। নিউ মাল জংশনের রেল পুলিশ সূত্রে খবর, দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

উৎসব কম, পুজো বেশি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ অক্টোবর : শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুরে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে তৃণমূলের জমানায় পুজোর নামে রাজ্যজুড়ে বিশৃঙ্খলা হত বলে অভিযোগ করলেন রাজ্যের আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস ও উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। তাঁদের অভিযোগ, পুজোর সময় রাজ্যজুড়ে বেআইনি কার্যকলাপ করতেন তৃণমূলের নেতারা। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরে হাটখোলায় সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে এসে আইনমন্ত্রী বলেন, 'আগে দুর্গাপুজোর নামে রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল পুজো করত কম, উৎসব করত বেশি। পালাবদলের পর এবছর রাজ্যে শাস্ত্রমতে দুর্গাপুজো হচ্ছে, কোনও উৎসব নয়।' একই দিনে হরিশ্চন্দ্রপুরে পিপলায় একটি ক্লাবে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে তিনি বলেন, 'তৃণমূল জমানায় পুজোর সময়ও গ্রামের মা-বোনেরা নির্ভয়ে বাইরে বেরোতে পারতেন না।'

সম্প্রীতি

বাগডোগরা, ১৭ অক্টোবর : বাগডোগরার আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এলাকার ৩৫টি ক্লাবের মধ্যে পুজো পরিক্রমা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিচারকদের রায়ে প্রথম হয়েছে বালাসন কলোনির নেতাজি যুবক সংঘ। পুজো ক্যাটিগোরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে সারদাপল্লির নেতাজি অ্যাথলেটিক ক্লাব। অন্যান্য বিভাগে বালাসন স্পোর্টিং ক্লাব, চয়নিকা সংঘ, সরোজিনী সংঘ ও পঞ্চানন স্মৃতি সংঘ পুরস্কৃত হয়েছে।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : তার চুরির অভিযোগে ধৃত এক তরুণকে শনিবার ১৪ দিনের জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন বিচারক। শুক্রবার শিলিগুড়ির দেবীডাঙ্গায় মোবাইল টাওয়ার থেকে তার চুরির অভিযোগে পুলিশ বিক্কি নাগ নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। দুর্গানগরের বাসিন্দা ওই তরুণকে শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

ধৃত ২

গাজোল, ১৭ অক্টোবর : শিশু খুনে অভিযুক্ত জেঠিমা বিউটি পারভিন এবং জ্যাঠামশাই মকলেসুর রহমানকে অবশেষে গ্রেপ্তার করল গাজোল থানার পুলিশ। তার আগে, শুক্রবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করা হয়েছিল। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার রাতেই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশি জেরায় বিউটি জানিয়েছিলেন যে, শিশুটিকে বালতিতে চুবিয়ে খুন করেছেন তিনি। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এসেছে জলে ডুবিয়ে নয়, গলা টিপে শিশুটিকে খুন করা হয়েছে।

রায়গঞ্জে মণ্ডপে আগুন

রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর : ষষ্ঠীর রাতে রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়ায় ঐক্য সম্মিলনির পুজোমণ্ডপের সামনে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে দমকল ও বিদ্যুৎ কর্মীরা দ্রুত পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। রাজ্যের দমকলমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী বলেন, 'এটা আমার পাড়া, খবর পেয়েই ছুটে আসি।' বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

দশমী শেষ হলেই ভান্ডানি পুজো

শতাব্দী সাহা ও বুল নমদাস

চ্যাংরাবান্ধা ও মাথাভাঙ্গা, ১৭ অক্টোবর : উমার বিদায়ের পর দশমীর বিষাদ নয়, ভান্ডানি আরাধনাকে ঘিরেই উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় শুরু হয় নতুন উৎসব। দুর্গার অন্য রূপ ভান্ডানিকে ঘিরে মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১২-১৫টি পুজো হয়। মাথাভাঙ্গা শহর থেকে কেদারহাট, ছোট কেশরীবাড়ি, খেতাবেচা, জালিয়াটারি, সর্বত্রই এই পুজোকে ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে। কোথাও একদিনের পুজো, কোথাও তিনদিনের উৎসব, সঙ্গে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

লোককথা অনুযায়ী, একসময় মেখলিগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল জঙ্গলে ঢাকা। বাঘের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে সেখানে শুরু হয় ভান্ডানিপুজো। ভোটবাড়ির লোকসংস্কৃতি গবেষক শচীমোহন বর্মনের কথায়, দশমীর পর কৈলাসে ফেরার পথে জঙ্গলে পথ হারিয়ে স্থানীয

নবপত্রিকা স্নান। শিলিগুড়ির মহানন্দায়। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত

এটিও ক্লাব। জলপাইগুড়ির মালবাজার। ছবি : অ্যানি মিত্র

ইউরেকা ক্লাব। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট। ছবি : মাজিদুর সরদার

রকি ইউথ কোর। আলিপুরদুয়ার জংশন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

দিনহাটা গোসানি রোড সর্বজনীন। ছবি : জয়দেব দাস

জাতীয় তরুণ সংঘ। শিলিগুড়ি। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

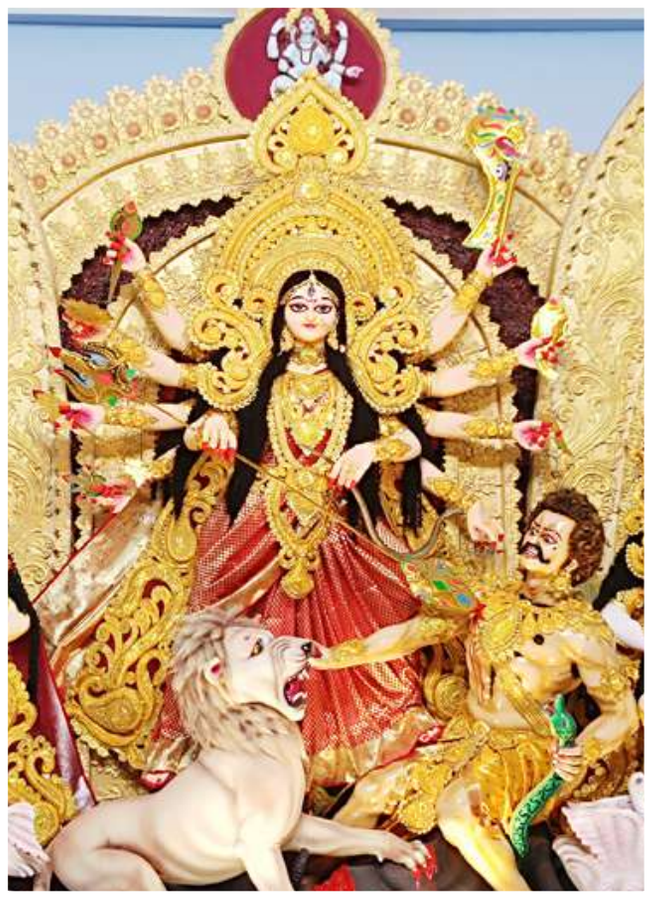

ফালাকাটা কলেজপাড়া দুর্গাপুজো কমিটি। ছবি : ভাস্কর শর্মা

মাল কলোনি। ছবি : অ্যানি মিত্র

হাই রোড কমিটি। মালদার গাজোল। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

দেশবন্ধু ক্লাব। কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

হোয়াইট হাউস। আলিপুরদুয়ার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

তিনধারিয়ার পুজোমণ্ডপ।

পিএমএস নাকি মিউচুয়াল ফান্ড

ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় বিনিয়োগ হিসেবে কেউ বেছে নেন ডাকঘর বা ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় প্রকল্প। কেউ শেয়ার বাজার বা মিউচুয়াল ফান্ড। এছাড়াও বন্ড, ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেন অনেকে। প্রতি ক্ষেত্রেই ঝুঁকি এবং রিটার্নের সম্ভাবনা ভিন্ন। তাই অনেকেই এখন পেশাদার সংস্থার হাতে নিজেদের পোর্টফোলিও গড়ে তোলার ভার দেন। যা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (পিএমএস) নামে পরিচিত। আবার দীর্ঘমেয়াদে বড় অঙ্কের তহবিল গড়ে তুলতে মিউচুয়াল ফান্ডের জুড়ি মেলা ভার। মিউচুয়াল ফান্ডের একটি ভারসাম্যপূর্ণ পোর্টফোলিও তৈরি করে এসআইপি করলে দীর্ঘমেয়াদে বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া যায়। এখন দেখে নেওয়া যাক, পিএমএস নাকি মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি কোনটি আপনার জন্য উপযুক্ত হতে পারে। লিখেছেন বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার **কৌশিক রায়**

পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস

পেশাদার পোর্টফোলিও পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত এই সার্ভিস বিনিয়োগকারীদের ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগের লক্ষ্য পূরণ করে। সাধারণত উচ্চবিত্তশালীদের জন্য আদর্শ বিনিয়োগের পথ দেখায় পিএমএস। এখানে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর পোর্টফোলিও আলাদাভাবে পরিচালিত হয়। তাই রিটার্নও প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা হয়। বর্তমানে পিএমএসে বিনিয়োগ ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ লক্ষ টাকা করেছে সেবি।

সুবিধা

- ব্যক্তিগত পছন্দ এবং আর্থিক লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজড বিনিয়োগ পোর্টফোলিও অফার করে পিএমএস।
- এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা সরাসরি সিকিউরিটিজের মালিকানা পান, এতে তাঁদের বিনিয়োগের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং পুরো বিষয়টিতে যা স্বচ্ছতা প্রদান করে।

অসুবিধা

- মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় পিএমএসের চার্জ অনেক বেশি হওয়ায় তা রিটার্নকে প্রভাবিত করে।
- ন্যূনতম বিনিয়োগের অঙ্ক বেশি হওয়ায় অনেক সাধারণ বিনিয়োগকারীর পক্ষে পিএমএস বেছে নেওয়া সম্ভব হয় না।

কীভাবে বিনিয়োগ করবেন

পিএমএসে বিনিয়োগ অন্যান্য বিকল্পের তুলনায় অনেকটাই জটিল হয়। পিএমএস অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি আপনাকে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টও খুলতে হবে। পিএমএস প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে চুক্তির পাশাপাশি সেই সংস্থাকে আপনার পোর্টফোলিও সঞ্চালন করার জন্য পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিও দিতে হয়। বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে আগামী দিনে ডিজিটাল করার প্রক্রিয়া চলছে। তাতে ঝক্কি কমবে বিনিয়োগকারীদের। একটি পিএমএস অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে ৩০ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

কারা পিএমএস পরিষেবা দেয়

বিনিয়োগকারীদের পিএমএস পরিষেবা দেওয়ার জন্য দেশে একাধিক সংস্থা রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অ্যাক্সিস ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংক, কোটাক ব্যাংক, এইচডিএফসি ব্যাংক, এডেলওয়াইস, মতিলাল অসওয়াল, নিপ্পন লাইফ, অ্যালকেমি, হোয়াইট ওক, ইউনিফাই ক্যাপিটাল, অরবিস, অ্যাবাক্কাস, ইনভেস্কো, বোনানজা এজ, সমভিত্তি, ভ্যালু কোয়েস্ট, টাটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি।

মিউচুয়াল ফান্ড

পেশাদার ফান্ড ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত সিকিউরিটিজগুলির একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করার জন্য একাধিক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে একটি তহবিল তৈরি করে এই মিউচুয়াল ফান্ড। খুবই অল্প অর্থ দিয়েও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন বিনিয়োগকারীরা।

সুবিধা

- মিউচুয়াল ফান্ডে বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগে বৈচিত্র্য থাকায় তা ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দেয়।
- মিউচুয়াল ফান্ডগুলি অভিজ্ঞ ফান্ড ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যাঁরা বিনিয়োগকারীদের হয়ে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।

অসুবিধা

- এখানে সামগ্রিকভাবে একটি বিনিয়োগের কৌশল নেওয়া হয় যেখানে ব্যক্তিগত পছন্দ বা লক্ষ্য গুরুত্ব পায় না।
- মিউচুয়াল ফান্ডে ঝুঁকি ফান্ড ম্যানেজারদের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়।

কীভাবে বিনিয়োগ করবেন

মিউচুয়াল ফান্ডে এখন লগ্নি করা খুবই সহজ

- কোনও ব্রোকার বা সরাসরি ফান্ড হাউসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে লগ্নি করা যায়।
- বিভিন্ন ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম বা ব্যাংকের মাধ্যমেও মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করা যায়।
- আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের বিবরণ দিয়ে অনলাইনে সহজেই ফান্ডে লগ্নি শুরু করা যায়।
- এসআইপি বা এককালীন লগ্নি করা যায়।
- ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং আর্থিক লক্ষ্য পর্যালোচনা করেই ফান্ড নির্বাচন করতে হবে। কোনও একটি ফান্ডে লগ্নি না করে লগ্নি ছড়িয়ে দিন বিভিন্ন ধরনের ফান্ডে। পোর্টফোলিওতে ভারসাম্য লগ্নির সফলতার সম্ভাবনা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়।

অতীতের পারফরমেন্স এবং ভবিষ্যতের দিশা

পিএমএস এবং মিউচুয়াল ফান্ডের অতীতের পারফরমেন্স বিচার করলে দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক রিটার্ন পাওয়া গিয়েছে। যদিও পিএমএসে বড় অঙ্কের তহবিল আছে এবং বেশি ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক উচ্চবিত্তশালী বিনিয়োগকারীদের বেশি রিটার্ন দিয়েছে। অন্যদিকে, মিউচুয়াল ফান্ডগুলি খুচরো বিনিয়োগকারীদের জন্য বহুমুখী এবং সাশ্রয়ী বিনিয়োগের বিকল্প প্রদান করে।

ভারতীয় বাজারে পিএমএস বা মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নেওয়ার আগে বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্য, আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লক্ষ্য পূরণের জন্য বিনিয়োগের বৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত চাহিদা এবং পছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সুসংহত বিনিয়োগ পোর্টফোলিও তৈরি করতে আর্থিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়াও জরুরি।

পিএমএস এবং মিউচুয়াল ফান্ড দুই ক্ষেত্রেই সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। তাই প্রতিটি বিনিয়োগ বিকল্প ভালোভাবে যাচাই করে এবং নিজেদের আর্থিক লক্ষ্য পূরণে তা কতটা বেশি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে তা বিবেচনা করেই বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিনিয়োগকারীদের।

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ড ও পিএমএসে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া জরুরি।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

উৎসবের মরশুমে উৎসবের মেজাজ ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ পর বড় অঙ্কের উত্থান হল সেনসেক্স ও নিফটির। সপ্তাহ শেষে দুই সূচক থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৪,৭২৯.২৭ এবং ২৩১৪৬.১৫ পয়েন্টে। চলতি সপ্তাহের পাঁচ দিনের লেনদেনে সেনসেক্স ২২৫৬.৯৭ এবং নিফটি ৬২৫.৭ পয়েন্ট উঠেছে। শেয়ার বাজারের এমন ঘুরে দাঁড়ানোয় লগ্নিকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। আগামী দিনেও এই ধারা বজায় থাকতে পারে। তবে পাকাপাকিভাবে বুলদের সুসময় ফিরেছে তা বলার সময় এখনও আসেনি। তাই লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকতে হবে। শেয়ারের গুণগত মান বিচার করে তবেই লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে দীর্ঘমেয়াদের জন্য লগ্নি করলে তবেই বড় রিটার্ন পাওয়া যেতে পারে।

সূচকের এই উত্থানে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। চলতি সপ্তাহে নির্মলা দীর্ঘমেয়াদি মূলধনি লাভ (এলটিসিজি) এবং সিকিউরিটিজ ট্রানজ্যাকশন ট্যাক্স (এসটিটি) কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। যা দীর্ঘদিন পর লগ্নিকারীদের ফের শেয়ার বাজারে লগ্নিতে উৎসাহ দিয়েছে। এর পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে যুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ার কেনার হিড়িকও সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে। দীর্ঘদিন পর বিদেশি লগ্নিকারীরা ক্রেতার ভূমিকা নেওয়ায় শেয়ার বাজারে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সব মিলিয়ে ফের লগ্নিকারীদের আস্থা অর্জন করেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

নভেম্বরে আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন। ততদিন ইরানে হামলা না করার বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর এই বার্তায় অশোধিত তেলের দাম অনেকটাই কমেছে। এর পাশাপাশি মার্কিন বন্ড ইল্ডের দাম কমা, মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদিও শেয়ার বাজারের উত্থানে মদত দিয়েছে।

শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোর অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির ভালো ফল। আগামী কয়েক দিন প্রথম সারির বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংস্থাগুলি ভালো ফলপ্রকাশ করলে শেয়ার বাজারে ঊর্ধ্বমুখী দৌড় অব্যাহত থাকবে। না হলে ফের সংশোধন হবে। তাই লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। এর পাশাপাশি নজর রাখতে হবে অশোধিত জ্বালানি তেলের দামের দিকেও। অন্যদিকে সোনা, রুপোর দামে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-১২১১.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১১/১১৫২, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১১৭৫-১২০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৩৯০৬১, টার্গেট-১৪৫০।
- **মিশ্র ধাতু নিগম :** বর্তমান মূল্য-৪১৯.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৮২/২৬৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৮৫-৪১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৮৬১, টার্গেট-৫৬৫।
- **প্রিমিয়ার এনার্জি :** বর্তমান মূল্য-৯০১.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৩৪/৬৬০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৮৫০-৮৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪০৯০৩, টার্গেট-১১৪০।
- **এসবিআই :** বর্তমান মূল্য-৯৬২.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৩৪/৮৮৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৯২০-৯৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৮৮৫৩৯, টার্গেট-১২৮০।
- **ডিএলএফ :** বর্তমান মূল্য-৬৭৫.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৮৬/৪৮৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৬২৫-৬৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৭০৮৩, টার্গেট-৮০০।
- **উইপ্রো :** বর্তমান মূল্য-১৮৪.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৩/১৫৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৭৫-১৮২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮১৬৫৬, টার্গেট-২৩০।
- **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৩৫৩.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৪/৩৩৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৩৫-৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৩০৬৭, টার্গেট-৫২০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এআই-এর প্রতি মোহভঙ্গে বিশ্ববাজারে ধস, পৌষমাস ভারতীয় বাজারে

আইটি শেয়ারে অলৌকিক প্রত্যাবর্তন

বোধিসত্ত্ব খান

বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং দেশীয় কিছু ইতিবাচক খবরের ওপর ভর করে ভারতীয় শেয়ার বাজারে তেজি ভাব দেখা গিয়েছে। মাত্র কয়েক দিন আগেই নিফটি ৫২ সপ্তাহের নিম্ন স্তর ২২,১৭৯.১০-এ পৌঁছেছিল। তবে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। গত এক সপ্তাহে নিফটি ২.৭৮ শতাংশ লাফিয়ে ২৩,১৪৬.১৫ পয়েন্টে উঠে এসেছে। যদিও সামগ্রিকভাবে ২০২৬ সালে বাজার এখনও ১১.৪২ শতাংশ নীচে রয়েছে।

একদিকে ভারতীয় বাজারে যখন উত্থান দেখা যাচ্ছে তখন এশীয় প্রধান বাজারগুলোতে বড় ধরনের পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিগত এক সপ্তাহে কসপি ১১.২২ শতাংশ, নিক্কেই ২২৫ ৫.৩৯ শতাংশ এবং তাইওয়ান ওয়েটেড ৪.৪৪ শতাংশ পতন দেখেছে। বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দর যেভাবে অস্বাভাবিক গতিতে বাড়ছিল, তাতে একটি বুদবুদ বা 'বাবল' ফাটবে বলে মনে করছিলেন বিশেষজ্ঞরা।

ইতিপূর্বে ভারত বা অন্যান্য উদীয়মান দেশগুলো থেকে এফআইআই বা বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বিপুল পরিমাণ শেয়ার বিক্রি করে সেই অর্থ এআই শেয়ারগুলোতে বিনিয়োগ করেছিল। তবে কিছুটা মোহভঙ্গ হওয়ায় তারা এখন আবার ভারতের বাজারে ফিরতে আগ্রহী হতে পারেন, যাকে বিশেষজ্ঞরা 'এটিএআই ট্রেড' আখ্যা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত এফআইআইরা প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে বাজার থেকে চলে গিয়েছিল।

ভারতীয় বাজারের এই উত্থানের পেছনে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনেরও ভূমিকা রয়েছে। এলটিসিজি এবং এসটিটি কর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান,

সরকার এই বিষয়ে আলোচনার পথ খোলা রাখছে এবং সবার মতামত নেবে, যার ওপর সিদ্ধান্ত হতে পারে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে। এই বক্তব্যে ভারতীয় শেয়ার বাজার কিছুটা স্বস্তি পায়।

বিগত কয়েক মাস ধরে রিলায়েন্স, নেসলে, আইটিসি, টিসিএস, ইনফোসিস ও এইচডিএফসি ব্যাংকের মতো প্রথম সারির শেয়ারগুলো লাগাতার দুর্বলতা দেখিয়ে আসছিল এবং নিফটি আইটি প্রায় ৩০ শতাংশের বেশি পতন দেখে ফেলেছিল। কিন্তু বিশ্ববাজারে এআই শেয়ারের পতনের সময়ে ভারতের আইটি কোম্পানিগুলো অভাবনীয়ভাবে ফিরে এসেছে। মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং দিনের ব্যবধানেই তারা নিজেদের প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষতি পূরণ করে ফেলেছে। বিনিয়োগকারীদের হতাশার মাঝে সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের দুর্দান্ত ফলাফল প্রকাশ করে এরা। গত বছরের সমতুল্য কোয়ার্টারের তুলনায়

> এফআইআই'রা বিপুল পরিমাণ শেয়ার বিক্রি করে সেই অর্থ এআই শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগ করেছিল। কিছুটা মোহভঙ্গ হওয়ায় তারা আবার ভারতের বাজারে ফিরতে আগ্রহ দেখাচ্ছে

টেক মাহিন্দ্রা ৩৩ শতাংশ, এইচসিএল টেক ২২ শতাংশ, টিসিএস ১৪ শতাংশ এবং টাটা এলিক্সি ৯ শতাংশ লাভ বৃদ্ধি করেছে।

যার জেরে বিগত এক সপ্তাহে এইচসিএল টেক ১৭.২৬ শতাংশ, ইনফোসিস ১৩.৪৬ শতাংশ, উইপ্রো ১৩.৪৩ শতাংশ এবং এলটিএম ১২.১৩ শতাংশ উত্থান দেখেছে। গত শুক্রবার টেক মাহিন্দ্রার শেয়ারদর ৮.৪৮ শতাংশ বেড়ে যায়। এরই মধ্যে যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতায় পৌঁছেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইন্ডিয়ান হোটেল, শ্যাম মেটালিক্স, লরাস ল্যাবস এবং পিভিআর আইনক্স।

তবে শুক্রবার রাতের পর থেকে আন্তর্জাতিক কিছু ঘটনাবলির কারণে বাজারের আকাশে আবার আশঙ্কার মেঘ জমেছে। সৌদি আরবে হুথিদের অব্যাহত হামলা এবং লোহিত সাগর ও হরমুজ প্রণালীতে সংকটের ফলে তেল রপ্তানি দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এর ওপর মার্কিন আইনপ্রণেতারা ট্রাম্পের রাশিয়া থেকে ডিজেল কেনার সিদ্ধান্ত খারিজ করার পরিকল্পনা করছেন, যাতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে বাড়তি শক্তি না পায়। এসবের প্রভাবে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রতি ব্যারেলে ১১০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। ফলে আগামী সোমবার ভারতীয় শেয়ার বাজার নতুন করে সংকটের মুখোমুখি হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

রাশিয়ার তেল কিনলে ১০০ শতাংশ শুল্ক জারির সিদ্ধান্ত স্থগিত

ট্রাম্পের ইউ টার্নে স্বস্তি ভারতের

- রুশ তেল কেনায় ভারত-চিনের ওপর ১০০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত
- 'জাতীয় স্বার্থে' শুল্ক মকুবের যুক্তি ট্রাম্পের
- পদক্ষেপের জেরে আমেরিকায় সমালোচিত ট্রাম্প, স্বাগত জানিয়েছে রাশিয়া
- আসন্ন মার্কিন নির্বাচনই ছাড়ের কারণ বলে দাবি ট্রাম্প-সমালোচকদের
- স্বস্তি সাময়িক, দাবি মার্কিন প্রশাসনের

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি তেল কেনার 'অপরাধে' ভারতের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর যে খাঁড়া ঝুলিয়েছিল আমেরিকা, শেষ মুহূর্তে তা থেকে পিছু হটলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার থেকে এই শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারতীয় সময় শুক্রবার গভীর রাতে একটি নির্দেশিকা জারি করে ট্রাম্প জানিয়ে দেন, 'লিন্ডসে ও গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অফ ২০২৬'-এর আওতায় থাকা নিষেধাজ্ঞা এবং শুল্ক আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। ট্রাম্পের এই আচমকা 'ইউটার্ন'-এর ফলে স্বস্তি পেল ভারত এবং চিন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর নির্দেশিকায় লিখেছেন, 'আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ মকুব করা হচ্ছে'।

গত মাসে এই কড়া বিলে সই করেছিলেন ট্রাম্প। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার অর্থনীতিতে আঘাত হানতেই আইনটি আনা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল, মস্কোর কাছ থেকে তেল ও গ্যাস কেনা দেশগুলিকে আটকাতে ১০০ শতাংশ এবং রাশিয়ার পণ্যের ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানো। ভারতের ঘাড়ে এই শাস্তিমূলক শুল্কের খাঁড়া ঝুললেও দিল্লি প্রথম থেকেই নিজেদের অবস্থানে অনড় ছিল। বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছিল, ১৪০ কোটি দেশবাসীর জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত বদ্ধপরিকর এবং বাজারের গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী বিকল্প উৎস থেকে জ্বালানি সংগ্রহ চলবে।

ভারত-চিনের জন্য এই সিদ্ধান্ত স্বস্তিদায়ক হলেও ট্রাম্পের পদক্ষেপে তাঁর নিজের দেশে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বিরোধী ডেমোক্র্যাট শিবির থেকে শুরু করে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির একাংশও তাঁকে 'পুতিনের হাতের পুতুল' বলে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না। প্রয়াত সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের সহযোগী সেনেটর রিচার্ড ব্লুমেন্থালের দাবি, ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছেন। ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি ডন বায়ার এবং ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসামের অভিযোগ, জাতীয় নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে স্রেফ পুতিনকে তোষামোদ করতেই ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ। রাশিয়া অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিশেষ প্রতিনিধি কিমিল দিমিত্রভ বলেন, 'ট্রাম্প প্রশাসনের গ্রাহাম অ্যাক্ট স্থগিত করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও বাস্তবিক অর্থেই এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। নিষেধাজ্ঞা এবং সংঘাতের বদলে আমাদের দরকার গঠনমূলক আলোচনা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে যৌথ দায়িত্ববোধ।'

কূটনৈতিক মহলের মতে, নভেম্বরে আমেরিকায় 'মিডটার্ম' নির্বাচন। তার আগে দেশের বাজারে জ্বালানির দাম যাতে কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সেই হিসেব কষে এই কৌশল নিয়েছেন ট্রাম্প। সম্প্রতি খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার সঙ্গে একটি 'ডিজেল চুক্তি' সেরে ফেলেছেন, যেখানে আমেরিকাকে ৩ লক্ষ টন ডিজেল সরবরাহ করবে রাশিয়া। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের স্বার্থে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করার পর ভারত বা চিনের ওপর শুল্ক চাপালে তা যে আন্তর্জাতিক মহলে মার্কিন দ্বিচারিতা হিসেবেই চিহ্নিত হত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

জ্বালানি কূটনীতির টানাপোড়েনের মাঝে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর আসন্ন ভারত সফর। মুম্বইয়ের পাশাপাশি গুজরাটের জামনগরে রিলায়েন্সের বিশ্বের বৃহত্তম তেল শোধনাগারেও যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সের্জিও গোর জানিয়েছেন, রুবিওর এই সফর মূলত 'ব্যবসাকেন্দ্রিক'।

ভারত আপাতত আমেরিকার শুল্কনীতি থেকে বাঁচলেও এই স্বস্তি কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। হোয়াইট হাউসের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, এই শুল্ক মকুবের বিষয়টি সাময়িক। ভবিষ্যতে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রশাসন চাইলে যে কোনও মুহূর্তে ফের এই শুল্ক কার্যকর করতে পারে।

মরশুমের প্রথম তুষারপাত... শনিবার জোজিলা পাসে টহল সেনার।

বয়সের অজুহাতে নেট-নিষেধাজ্ঞায় সুপ্রিম আপত্তি

ইন্টারনেট মৌলিক অধিকার শিশুদেরও

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : শিশুদের হাত থেকে স্মার্টফোন কেড়ে নিয়ে বা বয়সের দোহাই দিয়ে তাদের ইন্টারনেট থেকে পুরোপুরি দূরে রাখা কোনও কাজের কথা নয়। বরং, ইন্টারনেট ব্যবহার করা দেশের প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার। এক তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণে এমনই কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি চন্দ্রনের বেঞ্চের স্পষ্ট বক্তব্য, সংবিধানের ১৯(১)(এ) এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার সকলের। শিশুদের এই অধিকার থেকে ঢালাওভাবে বঞ্চিত করা আর তাদের নিজস্ব মতপ্রকাশের অধিকার বা বিবেক নেই বলাটা—দুই-ই সমান হাস্যকর।

সম্প্রতি নাবালকদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের সম্মতি বাধ্যতামূলক করতে আইটি রুলে সংশোধনের কথা ভাবছিল কেন্দ্র। সেই আবহেই সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। শিশু অধিকার বিষয়ক সংস্থা 'জাস্ট রাইটস ফর চিলড্রেন অ্যালায়েন্স'-এর দায়ের করা একটি মামলায় শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, অনলাইনে শিশুদের সুরক্ষা এবং স্বাধীনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার কখনই একে অপরের পরিপন্থী হতে পারে না।

আদালতের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে এক চরম মনস্তাত্ত্বিক বিপদের কথা। সুপ্রিম কোর্ট সতর্ক করেছে, বয়সভিত্তিক ঢালাও নিষেধাজ্ঞা চাপালে হিতে বিপরীত হবে। এর ফলে শিশুরা ইন্টারনেট দুনিয়ার আরও বিপজ্জনক ও অনিয়ন্ত্রিত ডার্ক ওয়েবসাইটের দিকে ঝুঁকতে পারে। সবচেয়ে বড় বিপদের জায়গা হল, লুকিয়ে নেট ঘাঁটতে গিয়ে সাইবার অপরাধীদের ফাঁদে পড়লে বা হুমকির শিকার হলে স্রেফ নিয়ম ভাঙার শাস্তির ভয়েই তারা বাবা-মাকে সেকথা জানাতে দ্বিধা করবে।

আদালতের ক্ষোভের মূল নিশানায় ছিল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর চরম উদাসীনতা। চাইল্ড সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অ্যান্ড অ্যাবিউজ মেটেরিয়াল বা শিশুদের যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত কনটেন্ট রুখতে তারা ব্যর্থ। টাকার বিনিময়ে বিকৃত কনটেন্টের প্রোমোশন এবং বেআইনি লিঙ্কের ছড়াছড়ি নিয়ে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। প্ল্যাটফর্ম ও কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, 'আর কতগুলো শিশু এমন ক্ষতির শিকার হলে আমাদের বিবেক জাগবে এবং আমরা একজোট হয়ে পদক্ষেপ করব?'

সিজেপি'র পাশে, তোপ কংগ্রেসকে

চেন্নাই, ১৭ অক্টোবর : এসআইআর এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী বিক্ষোভে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) পাশাপাশি রাজপথে নেমে প্রতিবাদ দেখাচ্ছে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটও। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সমস্ত প্রতিবাদের রং এক বলে দাবি করলেও শেষমেশ ইন্ডিয়া জোটে ফাটল কিন্তু এড়ানো যাচ্ছে না। কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ আগেই ইন্ডিয়ার থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে পৃথকভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এবার সেই রাস্তায় হাঁটল ইন্ডিয়ার আরও এক শরিক ডিএমকে-ও। আপের সুরে সুর মিলিয়ে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনও সিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। কংগ্রেস তাঁদের পিঠে ছুরি মেরেছে বলেও অভিযোগ করেছে তারা।

শনিবার ডিএমকে সাংসদদের সঙ্গে স্ট্যালিনের এক বৈঠকে সিইসি-র পদ থেকে জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ, এসআইআর বাতিল এবং ইভিএমের বদলে ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনার দাবিতে তিনটি প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছে। একইসঙ্গে তামিলনাড়ুতে এসআইআর ইস্যুতে শাসক টিভিকে এবং কংগ্রেস দ্বিচারিতা করছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। ডিএমকে সংসদীয় দলনেত্রী কে কানিমোঝি বলেন, 'আমরা ভারতের তরুণদের সঙ্গে রয়েছি।' সিজেপি এবং অন্য সমস্ত ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানানোর পাশাপাশি এসআইআরের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সমর্থনও করেছে ডিএমকে। তবে জ্ঞানেশ কাণ্ডে সরব হলেও ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে শেষমেশ তারা কেন্দ্রের পাশে থাকবে কিনা সেটা স্পষ্ট করেননি স্ট্যালিন। সময় এলে দল এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শনিবারও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নয়াদিল্লিতে।

বিজয়নকে ইডির তলব

তিরুবনন্তপুরম, ১৭ অক্টোবর : কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে সিএমআরএল (কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড)-এক্সালজিক আর্থিক তছরুপের মামলায় তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ২৩ অক্টোবর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজয়ন না থাকায় ইডি আধিকারিকরা তাঁর বাসভবনের দেওয়ালে নোটিশটি আটকে দিয়ে আসেন। জানা গিয়েছে, সেই সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কান্নুরে দলের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ইডির পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছে সিপিএম। দলের শীর্ষ নেতা ভি শিবনকুট্টির দাবি, সমনটি সরাসরি তাঁর হাতে দেওয়া যেত। এই মামলায় এফআইআর দায়ের করার যে নির্দেশ কেরল হাইকোর্ট দিয়েছিল, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পিনারাই বিজয়ন।

আগুনের বলি ১০ পর্যটক

কক্সবাজার, ১৭ অক্টোবর : ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী হল বাংলাদেশের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার। শনিবার ভোরে ইনানি সমুদ্রসৈকত সংলগ্ন একটি রিসর্টে বিধ্বংসী আগুন লাগে। এই ঘটনায় অন্তত ১০ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। আহত বেশ কয়েকজন। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার ভোরে মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন ওই রিসর্টে আগুন লেগে যায়। সেই সময় রিসর্টের ভিতরে অন্তত ৩০ জন পর্যটক ছিলেন। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় অনেকেই ভিতরে আটকে পড়েন। খবর পেয়ে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কীভাবে এই আগুন লাগল, তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ ও দমকল উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে জ্ঞানেশ-বিক্ষোভের আঁচ

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর ভারত সফরের আগেই নয়াদিল্লির ওপর চাপ বাড়াতে আসরে নামলেন ৬ মার্কিন ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা। প্রমীলা জয়পাল সহ ওই নেতাদের অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী বিক্ষোভে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করেছে ভারত। এমনকি, আমেরিকায় আন্দোলনরত ভারতীয় পড়ুয়াদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তির মতো বিস্ফোরক অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। রুবিওকে লেখা চিঠিতে ভারতের কাছে এই নিয়ে সরব হওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘের এক বিশেষ রিপোর্টেও দাবি করা হয়েছে, ভারতে প্রতিবাদী তরুণদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।

তবে আন্তর্জাতিক এই চোখরাঙানির সামনে বিন্দুমাত্র মাথা নোয়ায়নি ভারত। মার্কিন আইনপ্রণেতাদের পদক্ষেপকে 'ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ' বলে কড়া তোপ দেগেছেন আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয়মোহন কোয়াত্রা। অন্যদিকে, রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টকে সম্পূর্ণ 'ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ভারতীয় প্রতিনিধি অনুজ স্বরূপ। বিশ্বমঞ্চে তাঁর চাঁছাছোলা জবাব, ভারতের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের বাকস্বাধীনতা সুরক্ষিত এবং তা রক্ষায় দেশের স্বাধীন বিচারব্যবস্থাই যথেষ্ট। বাইরের কারও মাতব্বরি নিষ্প্রয়োজন।

প্রতিবাদ বিলেতেও

লন্ডন, ১৭ অক্টোবর : ভারতের সীমানা পেরিয়ে এবার জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ল খাস বিলেতভূমে। ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি রবিবার লন্ডনের পার্লামেন্ট স্কোয়ারের মহাত্মা গান্ধির মূর্তির সামনে একটি প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিয়েছেন। ভোট চুরির বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতীয়কে ওই প্রতিবাদে শামিল হওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। এক্সে ধ্রুব রাঠি লিখেছেন, 'আমি এইমাত্র লন্ডনে পৌঁছেছি। ভোট চোর আর গণতন্ত্রের হত্যাকারীদের প্রকৃত স্বরূপ দেখার সময় এসে গিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ডঙ্কা বাজানোর সময় এসে গিয়েছে।' এদিকে শুক্রবার লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসের বাইরে এসএফআই এবং এনএসইউআইয়ের ব্রিটেন শাখার তরফে এসআইআর এবং জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জবাবে একদল প্রবাসী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমর্থনে স্লোগান দেন। অশান্তি এড়াতে মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশ।

অন্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে ভিন্নমত প্রকাশ

বেঙ্গালুরু, ১৭ অক্টোবর : বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ল স্কুল অব ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির (এনএলএসআইইউ) সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নবীন আইনজীবীদের উদ্দেশে অন্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করেই ভিন্নমত প্রকাশের পরামর্শ দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। শনিবার আচার্য হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'বিচার করার আগে অপরের কথা শোনা এবং অন্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে নিজের ভিন্নমত প্রকাশ করাই হল স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনার ভিত্তি।'

আইনজীবীদের পেশাগত সততা, সাহস ও নম্রতার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আইন শুধু নিয়মের বই নয়, এটি আইনজীবীদের কাজের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়।' পেশাগত সুবিধার জন্য কখনও সততা ও নীতিবোধের সঙ্গে আপস না করার বা শর্টকাট না নেওয়ার বিষয়ে নবীনদের সতর্ক করেন তিনি। তাঁর মতে, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা একজন আইনজীবীর অন্যতম দায়িত্ব।

হায়দরাবাদের 'নালসার' বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক বিতর্ককে কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতি এবং বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার (বিসিআই) চেয়ারম্যানের উপস্থিতির বিরোধিতার জেরে এনএলএসআইইউ-এর

মত প্রধান বিচারপতির

সমাবর্তন ঘিরে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। এর জেরে গত ১২ সেপ্টেম্বরের নির্ধারিত অনুষ্ঠানটি বাতিল করে ১৭ অক্টোবর পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি কিছু 'বাহ্যিক শক্তির' কড়া সমালোচনা করে জানান, অনুষ্ঠানটি বানচাল করার চক্রান্ত হয়েছিল। তবে সেই চক্রান্ত রুখে দিয়ে মুক্ত আলোচনার পথ বেছে নেওয়ার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

'স্বামী ট্রাম্প', গেল চাকরি

ওয়াশিংটন, ১৭ অক্টোবর : হোয়াইট হাউসের নতুন প্রেস সেক্রেটারি কেটি জাকারাইয়া দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র পাঁচদিনের মাথায় পদত্যাগ করলেন। শুক্রবার হোয়াইট হাউস তাঁর বিদায়ের খবর নিশ্চিত করেছে।

ট্রাম্প প্রশাসনে প্রেস সেক্রেটারির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁকে ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। গত মঙ্গলবার তাঁর প্রথম আনুষ্ঠানিক সাংবাদিক সম্মেলনটি ছিল নিষ্প্রভ, যেখানে সাংবাদিকরা মাত্র তিনটি প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানেই স্বামীর কথা বলতে গিয়ে কেটি জাকারাইয়া ভুল করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম বলে ফেলেন। এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়ায় বার পরীক্ষায় পাশ না করেও নিজেকে 'অ্যাটর্নি' হিসেবে পরিচয় দেওয়া নিয়ে সমালোচনা হয়। ট্রাম্প অবশ্য দাবি করেন, তিনি নিজেই কেটিকে পদত্যাগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে বলেছিলেন।

৫০ হাজার সেফটিপিনে তৈরি ৭ ফুটের দুর্গা!

নারী সুরক্ষার বার্তা অসমে

গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর : প্রতিমার গায়ে নেই চিরাচরিত মাটি বা রঙের প্রলেপ। বদলে আস্ত একখানা দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয়েছে রোজকার ব্যবহারের অত্যন্ত সাধারণ একটি জিনিস দিয়ে, সেফটিপিন! সংখ্যাটাও চমকে দেওয়ার মতো, প্রায় ৫০ হাজার। অসমের ধুবরি জেলার এই অভিনব ৭ ফুটের দুর্গাপ্রতিমা এবারের পুজোয় দর্শনার্থীদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। তবে এটি শুধুই শিল্পের চমক নয়, এই হাজার হাজার সেফটিপিনের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে নারী সম্মান আর সুরক্ষার এক জোরালো সামাজিক বার্তা।

অভিনব প্রতিমাটির স্রষ্টা সঞ্জীব বসাক। তিনি অসম সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মী। দিনের বেলা সরকারি দপ্তরের ডিউটি সামলে, রাতের পর রাত জেগে তিনি এই শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তুলেছেন। ধুবরির পাঁচমোড়ের রশ্মি সংঘের পুজোমণ্ডপে শোভা পাচ্ছে তাঁর অনন্য সৃষ্টি।

সঞ্জীববাবুর কাছে প্রথা ভাঙা শিল্প অবশ্য নতুন কিছু নয়। এর আগে বাতিল ট্যাবলেট, বোতাম, সিরিঞ্জ বা পুঁতি দিয়েও তিনি দেবী দুর্গাকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর অসাধারণ সৃজনশীলতা ইতিমধ্যেই 'অসম বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস' এবং 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস'-এর স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এবারের সেফটিপিনের দুর্গা শুধু শিল্পের গণ্ডিতেই আটকে নেই, উৎসবের আবহে সমাজে নারীদের প্রতিদিনের লড়াই এবং নিরাপত্তার দাবিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে।

রাজধানীর দুর্গোৎসবে বাংলার শিকড়ের টান

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : শতাব্দীপ্রাচীন কাশ্মীরি গেটের ঘটপুজোর ঐতিহ্য থেকে চিত্তরঞ্জন পার্কের আলোকোজ্জ্বল মণ্ডপ, মহানায়ক উত্তমকুমারের স্মৃতিচারণ থেকে জামদানির নকশায় বাংলার শিল্পঐতিহ্য-দিল্লির দুর্গোৎসব একই সঙ্গে অতীতের উত্তরাধিকার ও বর্তমানের সৃজনশীলতার ধারক। এখানে বাংলা ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের ভাষায়, স্মৃতিতে, শিল্পে, আচার-অনুষ্ঠানে এবং প্রজন্মান্তরে বহন করে চলা এক গভীর আত্মিক বন্ধনে। দিল্লির দুর্গোৎসবের ভিতরে রয়েছে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠা বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার এই সহাবস্থানেই এ বছর নতুন মাত্রা পেয়েছে দিল্লি, নয়ডা ও গ্রেটার নয়ডার দুর্গাপুজো। কলকাতা থেকে বহু দূরে, কর্মব্যস্ত রাজধানীর বুকেই যেন তৈরি হয়েছে এক টুকরো বাংলা। উমার বাপের বাড়িতে ফেরা ঘিরে প্রবাসী বাঙালির আবেগ, স্মৃতি ও শিকড়ের টান মিলেমিশে একাকার।

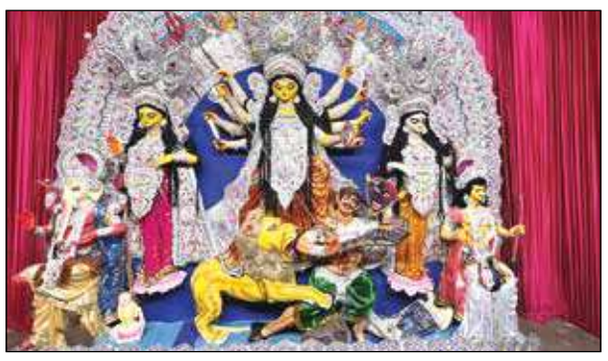

দিল্লির করোলবাগে (বামদিকে), গ্রেটার কৈলাসে প্রতিমার ছবি (ডানদিকে)।

'মিনি কলকাতা' বলে পরিচিত দক্ষিণ দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ককে ঘিরে উৎসবের প্রধান আকর্ষণ তৈরি হলেও রাজধানীর দুর্গোৎসবের ইতিহাস তার চেয়েও অনেক পুরনো। দিল্লির উত্তরাংশের কাশ্মীরি গেট, টিমারপুর ও দরিয়াগঞ্জের শতাব্দীপ্রাচীন পুজোগুলি মনে করিয়ে দেয়, আজকের ঝলমলে উৎসবের বীজ বোনা হয়েছিল এমন এক সময়ে, যখন দিল্লিতে বাঙালির বসতি ছিল তুলনায় অনেক ছোট, আর দুর্গাপুজো ছিল প্রবাসে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রাখার অন্যতম অবলম্বন। কাশ্মীরি গেটের দুর্গাপুজোর সূচনা ১৯১০ সালে।

সাবেকিয়ানা থেকে থিমের বৈচিত্র্য দিল্লির বুকে

রেলের চিকিৎসক হেমচন্দ্র সেনের উদ্যোগে রোশনপুরা কালীবাড়িতে শুরু হয়েছিল এই বারোয়ারি পুজো। প্রথম দু'বছর প্রতিমার পরিবর্তে ঘট প্রতিষ্ঠা করে দেবীর আরাধনা করা হত। পরে ১৯২৬ সাল থেকে দিল্লিতেই প্রতিমা নির্মাণ শুরু হলেও শিল্পীদের নিয়ে আসা হত পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই পুজোয় একসময় এসেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৬৯ সালে এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিও। ডাকের সাজ, একচালার প্রতিমা, আর সাবেকিয়ানা আজও ১১৭ বছরের এই দুর্গাপুজো সেই পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রেখেই আবাহন করেছে দশভুজার।

চিত্তরঞ্জন পার্কে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় কুড়িটি পুজোয় জমে উঠেছে উৎসবের আবহ। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ি, মেলা গ্রাউন্ড, কো-অপারেটিভ, বি ব্লক, ই ব্লক এবং পকেট-৪০-এর পুজোয় প্রতিবারই ভিড় করেন দিল্লির নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিরা। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ির পুজোতে সপ্তমীর দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা।

চিত্তরঞ্জন পার্কের বি ব্লকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আদলে গড়ে উঠছে মণ্ডপ। বাঙালির নবজাগরণ, শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মারক হয়ে উঠেছে এই ভাবনা। অন্যদিকে পকেট-৪০-এর পুজোয় বাংলার ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়িকে দিয়ে সাজানো হচ্ছে মণ্ডপ। আবার গ্রেটার কৈলাস-১-এর দুর্গাবাড়ির পুজো স্মরণ করছে বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়ক উত্তমকুমারকে। তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মণ্ডপজুড়ে সাজানো হয়েছে স্মৃতি ও নস্টালজিয়ার আবহ। গ্রেটার কৈলাস-২-এর দুর্গোৎসব ৩৫তম বর্ষে এ বার মূল ভাবনা দেশাত্মবোধ, উপলক্ষ বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন। পুজো কমিটির সভাপতি সম্রাট বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই ভাবনার মধ্য দিয়ে দেশের ইতিহাস ও জাতীয় চেতনার সঙ্গে উৎসবকে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অষ্টমীতে অঞ্জলি? বিজয়াতে বরণ?

জেনে নিন সব দিনক্ষণ

অষ্টমীর অঞ্জলি

প্রার্থনা করুন নিজের স্বপ্নের জন্য

দেবীর কাছে শক্তি চাই। সেই শক্তিতে নিজের জীবনটাকেও নতুন করে গড়ে তুলি।

অষ্টমীর সকাল। ঢাক বাজছে মণ্ডপে। হাতে ফুল, বেলপাতা নিয়ে অঞ্জলি দেওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে অনেকে। কারও প্রার্থনা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে, কারও পরিবারের সুস্থতা নিয়ে। কিন্তু নিজের জন্য কিছু চাওয়ার কথা কি মনে পড়ে?

আমাদের সমাজে মেয়েদের স্বপ্ন দেখার অভাব নেই। অভাব হয় কখনও সেই স্বপ্ন পূরণের সুযোগের। সংসার, সন্তান, কাজ আর পরিবারের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে অনেকেই নিজের ইচ্ছেগুলোকে পিছিয়ে দেন। কেউ গান শেখার সুযোগ হারান, কেউ পড়াশোনা শেষ করতে পারেন না, কেউ আবার নতুন করে কাজ শুরু করার সাহস পান না।

সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলেছে। আজ মেয়েরা নানা পেশায় সাফল্য পাচ্ছেন, ব্যবসা গড়ছেন, খেলাধুলোয় দেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন। তবু প্রত্যেকের পথ সমান মসৃণ নয়। কারও সামনে আর্থিক বাধা, কারও সামনে সামাজিক প্রত্যাশা, আবার কারও সামনে নিজের সামর্থ্য নিয়ে সংশয়।

নিজের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া তাই জরুরি। সংসারের দায়িত্ব পালন করেও নিজের পরিচয় গড়ে তোলা যায়। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েও নতুন কিছু শেখা যায়। দীর্ঘ বিরতির পর আবার কাজ শুরু করা যায়। ছোট্ট কোনও উদ্যোগও একদিন বড় সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে।

দুর্গাপুজোয় দেবী দুর্গার আরাধনা আমাদের সাহসের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই সাহস নিজের জীবনেও কাজে লাগানো যায়। এবার অষ্টমীর অঞ্জলিতে পরিবারের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি নিজের জন্যও কিছু চাওয়া যাক— নিজের পছন্দকে চিনে নেওয়ার শক্তি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আত্মবিশ্বাস আর প্রয়োজনে নতুন করে শুরু করার সাহস।

সব স্বপ্ন পূরণ হয় না। কিন্তু চেষ্টা করার সুযোগটুকু যেন হারিয়ে না যায়। কারণ, নিজের জন্য ভাবা মানেই অন্যদের ভুলে যাওয়া নয়। নিজের জীবনকেও গুরুত্ব দেওয়া।

অঞ্জলির ফুল শুকিয়ে যাবে, পুজোর আলোও একদিন নিভবে। কিন্তু নিজের প্রতি বিশ্বাসটুকু যদি সঙ্গে নিয়ে ফিরতে পারি, তা হলে উৎসবের প্রাপ্তি চার দিনের আনন্দে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

এবার প্রার্থনায় তাই অন্যদের সঙ্গে নিজের স্বপ্নের কথাও থাক।

দেবীর গমন

দেবী এ বছর এসেছেন ঘোটকে। গমন করবেন নৌকায়। তার মানে শুভ ফল। দেশে শস্যের পরিমাণ বাড়বে। সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হবে।

প্রাচীন পঞ্জিকা মতে

মহাষ্টমী

অষ্টমী তিথি শুরু ১৮ অক্টোবর, রবিবার সকাল ৫টা ৫৩।

অষ্টমী তিথি শেষ ১৯ অক্টোবর সোমবার সকাল ৭টা ৫০। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে ১ কার্তিক।

সকাল ৭টা ৫-এর মধ্যে মহাষ্টমী পূজা, বীরাষ্টমী ব্রত, মহাষ্টমীর ব্রত উপোস, অঞ্জলি শেষ করতে হবে।

সন্ধিপুজো শুরু সকাল ৭টা ২৬-এ। সন্ধিপুজো শেষ সকাল ৮টা ১৪-এর মধ্যে।

বলিদান ৭টা ৫০।

বিজয়া দশমী

দশমী তিথি শুরু ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৩১।

দশমী তিথি শেষ ২১ অক্টোবর বুধবার সকাল ১০টা ৪৭। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩ কার্তিক।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে

মহাষ্টমী

অষ্টমী শুরু ১৮ অক্টোবর রবিবার সকাল ৮টা ২৯।

অষ্টমী তিথি শেষ হচ্ছে ১৯ অক্টোবর, সোমবার সকাল ১০টা ৫২। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে ২ কার্তিক।

বারবেলানুরোধে ৭টা ৪-এর মধ্যে পুনঃ ৮টা ৩০ থেকে ৯টা ২৭-এর মধ্যে অষ্টমী পুজো, মহাষ্টমী ও বীরাষ্টমীর ব্রতোপবাস।

সন্ধিপুজো শুরু সকাল ১০টা ২৮। সন্ধিপুজো শেষ সকাল ১১টা ১৬।

বলিদান সকাল ১০টা ৫২।

বিজয়া দশমী

দশমী তিথি শুরু ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল ১২টা ৫১।

দশমী তিথি শেষ হচ্ছে ২১ অক্টোবর বুধবার, সকাল ২টো ১২। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে ৪ কার্তিক।

বারবেলানুরোধে ৮টা ৩০-এর মধ্যে দশমী বিহিত পুজো ও বিসর্জন করতে হবে। বিসর্জন শেষে শ্রীশ্রীঅপরাজিতা পুজো এবং দশেরা।

মায়ের শাড়ি, মেয়ের পুজো

আলমারির এক কোণে রাখা শাড়িটিও কখনও হয়ে ওঠে একটি পরিবারের ইতিহাস।

মায়ের আলমারিতে এমন কোনও শাড়ি আছে, যেটি বহু বছর পরেও ফেলে দিতে মন চায় না? রং কিছুটা ফিকে, পাড়ে সময়ের ছাপ। তবু শাড়িটি যত্ন করে রাখা। কারণ, সেটি শুধু পোশাক নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোনও বিশেষ দিনের স্মৃতি।

হয়তো বিয়ের পর প্রথম পুজোয় মা শাড়িটি পরেছিলেন। হয়তো অষ্টমীর সকালে নতুন শাড়ি পরে অঞ্জলি দিতে গিয়েছিলেন। সেই দিনের ছবিও হয়তো রয়েছে পুরোনো অ্যালবামে।

মেয়ের কাছে শাড়িটি পুরোনো। মায়ের কাছে এক টুকরো অতীত।

ছোটবেলায় পুজো মানেই ছিল নতুন জামার আনন্দ। মা কখন তৈরি হতে বলবেন, কোন প্যান্ডেলে যাওয়া হবে, কখন বাড়ি ফিরতে হবে—সব নিয়ে কত ব্যস্ততা! তখন মায়ের হাত ধরেই ঠাকুর দেখতে যাওয়া। মায়ের কাছেই বায়না, মায়ের কাছেই সারাদিনের গল্প।

এখন সেই মেয়ে বড় হয়েছে। নিজের পছন্দে পোশাক কেনে। বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরার পরিকল্পনা করে। পুজোর দিনগুলি কীভাবে কাটাবে, তা-ও নিজেই ঠিক করে।

মায়ের স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল পুরোনো দিনের পুজো। কোনও পুরোনো গান শুনলে, পরিচিত কোনও প্যান্ডেল দেখলে কিংবা আলমারির শাড়িটি হাতে নিলেই সেই দিনগুলি ফিরে আসে।

এই পুজোয় মা-মেয়ে মিলে পুরোনো অ্যালবামটি খুলে বসতে পারেন। মায়ের ছোটবেলার পুজো কেমন ছিল? কোন শাড়িটি তাঁর সবচেয়ে প্রিয়? প্রথম নিজের পছন্দে কেনা পোশাক কোনটি? ঠাকুর দেখতে গিয়ে কোনও মজার ঘটনা ঘটেছিল কি?

মা গল্প বলবেন। মেয়েও বলবে নিজের কথা। তার পছন্দের প্যান্ডেল, বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা—সবই উঠে আসুক আড্ডায়।

হয়তো পুরোনো শাড়িটি নতুনভাবে ব্যবহার করার কথাও উঠবে। ভালো অবস্থায় থাকলে সেটি আবার পরা যায়। না হলে তার কাপড় দিয়ে তৈরি হতে পারে ছোট্ট ব্যাগ বা অন্য কোনও ব্যবহারযোগ্য জিনিস।

তবে শাড়িটির আসল মূল্য তার কাপড়ে নয়, স্মৃতিতে। মায়ের গল্প শুনতে শুনতে মেয়ে বুঝবে, তাঁর মায়েরও ছিল নিজের পছন্দ, আনন্দ আর স্বপ্নে ভরা একটা জীবন।

একদিন মেয়েরও এমন স্মৃতি জমবে। তার আলমারিতেও হয়তো থাকবে কোনও বিশেষ পোশাক, যা দেখলেই মনে পড়বে একটি পুজোর কথা, কোনও প্রিয় মানুষের কথা।

সময় এগিয়ে যায়। প্রজন্ম বদলায়। কিন্তু কিছু স্মৃতি পরিবারের মধ্যে বেঁচে থাকে, গল্প থেকে গল্পে পৌঁছে যায় পরের প্রজন্মের কাছে।

মায়ের শাড়িটি তাই শুধু পুরোনো পোশাক নয়। সেটি এমন একটি গল্প, যা নতুন করে শোনার অপেক্ষায় রয়েছে।

অষ্টমীর সাজে নিজের ছাপ অষ্টমীর সকালে শাড়ি?

অঞ্জলি দিতে শাড়ি পরতে চাইলে নিজের পছন্দমতো শাড়ি বেছে নিন। সারাদিন ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা থাকলে হালকা ও আরামদায়ক শাড়ি সুবিধাজনক। জুতোর ক্ষেত্রেও একই কথা। শুধু দেখতে সুন্দর হলেই চলবে না, হাঁটাচলার উপযোগী হওয়াও জরুরি।

যাঁরা শাড়িতে স্বচ্ছন্দ নন, তাঁরা কুর্তি, সালোয়ার-কামিজ, পালাজো কিংবা ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক বেছে নিতে পারেন।

গয়নায় থাকুক ব্যক্তিত্ব

ভারী গয়না ছাড়াও সাজ আকর্ষণীয় হতে পারে। ছোট্ট ঝুমকো, পুঁতির মালা, রুপোর গয়না কিংবা মায়ের পুরোনো কোনও গয়না ব্যবহার করতে পারেন। তবে ভিড়ের মধ্যে দামি গয়না পরলে সতর্ক থাকুন।

মেকআপে সরলতাই ভরসা

গরম ও ভিড়ের কথা মাথায় রেখে হালকা মেকআপ বেছে নিতে পারেন। ত্বকের উপযোগী প্রসাধনী ব্যবহার করুন। নতুন প্রসাধনী হলে আগে অল্প জায়গায় পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। রাতে বাড়ি ফিরে মুখ পরিষ্কার করতে ভুলবেন না।

ব্যাগে থাকুক জরুরি জিনিস

ঠাকুর দেখতে বেরোনোর সময় ছোট্ট ব্যাগে রাখুন ফোন, জল, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং জরুরি যোগাযোগের তথ্য। রাতে বেরোলে ফেরার পরিকল্পনাও আগে করে নিন।

সামাজিক মাধ্যমে অন্যের সাজ দেখে ভালো লাগতেই পারে। সেখান থেকে নতুন ধারণাও পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের পোশাক, চেহারা কিংবা বাজেটের সঙ্গে অন্যের তুলনা করার দরকার নেই। প্রত্যেকের পছন্দ আলাদা। বয়স বাড়লে সাজের আনন্দ কমে যায়, এমন ধারণারও কোনও কারণ নেই।

নতুন পোশাক কিনলে আনন্দ হবে, আবার পুরোনো পোশাক নতুনভাবে পরলেও আনন্দ কম নয়। সাজের উদ্দেশ্য অন্যকে মুগ্ধ করা নয়, নিজের ভালো লাগাটুকু প্রকাশ করা।

আচার পালনের পর হোক মিষ্টিমুখ

সিঁদুরখেলা, বিজয়ার প্রণাম আর সেই চেনা ডাক—আবার এসো মা। দশমীর সকাল। মণ্ডপে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কয়েক দিনের আনন্দের পর এবার দেবীকে বিদায় জানানোর পালা। বরণের আয়োজন চলছে। কোথাও সিঁদুরখেলা, কোথাও মিষ্টিমুখ, কোথাও আবার বিসর্জনের আগে শেষবারের মতো প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা।

ঢাকের তাল, সিঁদুর খেলা, দেবীর বরণের পর জলাশয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর কোলাকুলি, শুভেচ্ছা বিনিময়, মিষ্টি মুখ আর একরাশ নতুন আশা নিয়ে শুরু হয় বাঙালির বিজয়া পর্ব। জানুন দেবী বরণের নিয়মকানুন।

দশমীতে দেবী বরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ

বরণ ডালায় রাখুন তেল, সিঁদুর, ধান, দুর্বা, ফুল, বেল পাতা, ২টি পান ও মা দুর্গার একটি পানের খিলি, একটি ১ টাকার কয়েন, ধূপকাঠি ও মোমবাতি।

দশমীতে দেবী বরণের নিয়ম

মহাদশমী। সকালে স্নান সেরে শুদ্ধ কাপড় পরুন। দুই পায়ে আলতা পরুন। সিঁথিতে দিন সিঁদুর। বরণ করার সময় মাথায় ঘোমটা টেনে গায়ে আঁচল দিন। খেয়াল রাখুন, শাড়ির আঁচল বা চুলের ঝাপটা যেন মায়ের গায়ে না লাগে। সবার প্রথমে মা দুর্গার কপালে ও বাম হাতের শাঁখায় সিঁদুর দিন। দেবেন। এরপর গালে সামান্য সিঁদুর লাগান। তিনবার পান পাতা দিয়ে মুখ মুছিয়ে, পায়ে ধান-দুর্বা ও ফুল-বেলপাতা অর্পণ করুন। এরপর মাকে মিষ্টি মুখ ও জলপান করিয়ে, সবশেষে হাতে গুঁজে দিন পানের খিলি। দেবী দুর্গার বরণের পর একে একে চার ছেলে-মেয়ে গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিককে ব্রণ করে, মিষ্টিমুখ করান।

বিজয়ার নাড়ু

রইল তিন রেসিপি। বাজারের নয়, নিজের হাতেই তৈরি করুন বিজয়ার নাড়ু।

গুড়ের নাড়ু

যা যা লাগবে : নারকেল ১টা, গুড় চার থেকে পাঁচ কাপ, এলাচ ১ চামচ নিয়ে নিন।

যেভাবে তৈরি করবেন : কড়াইতে প্রথমে গুড় দিয়ে নাড়তে থাকুন। যতক্ষণ না গুড়টা আঠালো হচ্ছে ততক্ষণ নাড়তে থাকুন। গুড় আঠালো হয়ে যাবার পর নারিকেল কোড়ানো দিন। এলাচ দিন। নাড়তে থাকুন। গুড় ও নারকেল ভালোভাবে মিশে গেলে, অর্থাৎ নারকেল ভাজা ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। এরপর একটু গরম অবস্থায় নাড়ুর আকারে গড়ে নিন।

চিনির নাড়ু

যা যা লাগবে : ঘি ২ থেকে ৩ চামচ, নারকেল কোরা যত নাড়ু বানাবেন তার ওপর নির্ভর করছে, দুধ ১ থেকে ২ কাপ, চিনি যতটা নাড়ু করবেন তার ওপর নির্ভর করবে এবং এর সঙ্গে ১ কাপ কনডেন্স মিল্ক রাখবেন।

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে কড়াইতে ঘি দিন। ঘি গরম হলে তাতে নারকেল কোরা দিয়ে একটু নাড়ুন। তারপর তাতে দুধটা ঢেলে দিন। এরপর দিন কনডেন্স মিল্ক। নাড়ুন বেশ কিচ্ছুক্ষণ। এরপর এতে চিনি ও এলাচ দিন। এবার নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না আঠালো ভাব আসছে। বেশ আঠা মতো হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। হালকা গরম অবস্থাতেই নাড়ুর আকারে তৈরি করে নিন।

নারিকেল বরফি

উপকরণ : নারকেল একটা, ঘি ১ চামচ, চিনি এক থেকে দেড় কাপ, এলাচ ১ চামচ, মালাই এক কাপ আর একটু বাদাম।

পদ্ধতি : প্রথমে নারকেলের সঙ্গে জল মিশিয়ে ভালো করে ব্লেণ্ড করে নিন। তারপর কড়াইয়ে একটু জল দিয়ে ব্লেন্ড করা নারকেল ঢেলে দিন। এবার চিনি দিয়ে নাড়ুন। বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে তাতে দুধ, ঘি, মালাই ও এলাচটা দিয়ে দিন। নাড়তে থাকুন কিছুক্ষণ। নাড়তে নাড়তে যেন একদম শুকিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। একটা প্লেট বা ডিসে ঘি মাখিয়ে নিন। তার ওপর মিশ্রণটা ঢেলে দিন সমান করে। একটু শুকিয়ে গেলে বরফির মতো করে কেটে নিন।

তমসো মা জ্যোতির্গময়

অনির্বাণ নাগ

পুজো এলে সব বাড়ির জানলা দিয়ে মনমাতাল শিউলির সুবাস বহুকাল দেখা না হওয়া বন্ধুর মতো ঢুকে জড়িয়ে ধরে না কোনও ক্লান্ত শরীরকে। কোনও কোনও জানলা বন্ধই থেকে যায়। দূরে কোথাও ঢাকে কাঠি পড়েছে। রাস্তায় মানুষের ঢল। নতুন জামার গন্ধ। মাইকে ভেসে আসছে মান্না, কিশোর, শ্যামল, সলিল, হেমন্ত, আরতি, বনশ্রী, আশা, লতা এবং আরও অনেকের কণ্ঠ। সেই কথা, সুর বাতাস বেয়ে এসে পৌঁছে যাচ্ছে কোনও বন্ধ জানলার ঘরে। সেখানে কেউ শুয়ে আছেন। পাশে রাখা ওষুধ, অক্সিমিটার, থার্মোমিটার, ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস। উৎসব তার জানলার বাইরে এসে থেমে গিয়েছে। যদিও জানলার ফাঁক দিয়ে একফালি শরতের আলো তার বিছানায় লুটিয়ে পড়ে আছে পথভোলা পথিকের মতো, যে বলছে 'আর ক'টা দিন। তারপর ভালো হয়ে যাবে'। 'এই ভালো হয়ে যাবে' কথাটার মধ্যে যে কী আশ্চর্য আলো লুকিয়ে আছে প্যান্ডোরার বাক্সের শেষ আশার মতো! এই আলোটুকু আঁকড়ে সে রাতটা কাটিয়ে দেয়।

শরীরের অসুখ একদিন সেরে যাবে। মেঘ কেটে সূর্য উঠবে। আজ যিনি বিছানায়, কাল তিনি উঠে দাঁড়াবেন। পরের শরতে আবার শামিল হবেন উৎসবে। কিন্তু যে অসুখ সমাজকে প্রতিনিয়ত ঘুণপোকার মতো কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে, সেই অসুখের চিকিৎসা কোথায়? আমরা আজ যারা নীরোগ, সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন করছি, তারা কি আদৌ মনে সুস্থ? প্রতি বছর দেবী দুর্গার হাতে অসুরের পরাজয় ঘটে, শুভশক্তির জাগরণ হয়। কিন্তু আমাদের ভেতরের অসুরের সত্যিই কি পরাজয় ঘটে, বিসর্জন ঘটে? মহিষাসুরকে চেনা যায়, তার দাঁত-নখ, হিংস্রতা দিয়ে। কিন্তু আমাদের ভেতরে মানুষের মুখোশের অন্তরালে দাঁত-নখ বের করা অসুরকে চেনা কি অতই সহজ? দুর্গাপুজোর সময় মহিষাসুরের চোখের দিকে তাকিয়ে এই অস্বস্তিকর প্রশ্নটা বিদ্ধ করে মনকে, খোঁজে সেই অসুরকে। এই অসুর আমাদের মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা গোপন বিদ্বেষ, মিথ্যে অহং, ঈর্ষা, লোভ, প্রতিবেশীর বিপদে অন্তরে সযত্নলালিত উল্লাস, অন্যের দুর্দশায় নীরব উদাসীনতা। ধরা পড়ে গেলে আমরা কিন্তু এই অসুরের পক্ষেই যুক্তি সাজাই। নিজের নির্দয়তাকে প্রতিবাদ বলি, নিজের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকে আত্মসম্মান বলি, নিজের অন্যায় প্রতিষ্ঠাকে ন্যায়ের লড়াই বলে ভাবতে শুরু করি। ভূপেন হাজারিকার কথা মনে পড়ে – 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?' একটুখানি সহানুভূতি, সমানুভূতি, ভিন্নমতের মানুষটিকেও শ্রদ্ধা করা, কোনও অবহেলিত মানুষকে অপমানিত হতে দেখলে তাঁর পাশে দাঁড়ানো—এগুলিই তো আমাদের ভেতরঘরে বাস করা অসুরবধের, অসুখবধের মন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের 'কৃপণ' কবিতার শেষ স্তবকটা বড্ড প্রাসঙ্গিক মনে হয় এ ক্ষেত্রে। পথিকের ঝুলিতে ছিল অনেক কিছু। তবু দেওয়ার সময় সে দিয়েছিল অতি সামান্য। দিনের শেষে ঘরে ফিরে ভিক্ষা মাঝে একটি ছোট্ট সোনার কণা দেখে তার মন না পাওয়ার বেদনায় ভরে উঠেছিল—'তখন কাঁদি চোখের জলে/ দুটি নয়ন ভরে/ তোমায় কেন দিই নি আমায়/ সকল শূন্য করে।'

জীবনখাতার হিসেব মেলানোর সময় আমরা কি আক্ষেপ করি না, আর একটু কেন ভালোবাসতে পারলাম না? আর একটু কেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারলাম না? কারও কষ্টের সময় কেন তার পিঠে হাত রাখলাম না? সারাজীবন এত কৃপণ থাকলাম কেন? যা দিলে আমি নিঃস্ব হতাম না, সেটুকু দিতেই এত কৃপণতা করে আমি কী পেলাম?

আর কয়েক দিন পরেই বিসর্জন। আমরা ভিড় করব নদীর ঘাটে। মা দুর্গার টানা টানা চোখ দুটো আস্তে আস্তে জলে ডুবে যাবে। কিন্তু মায়ের তো বিসর্জন হয় না। বিসর্জন হয় মায়ের কাঠামোর। মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা থাকুক—মা গো, আমাদের ভিতরে জমে থাকা এই অন্ধকারকে বিসর্জন দিয়ে দাও।

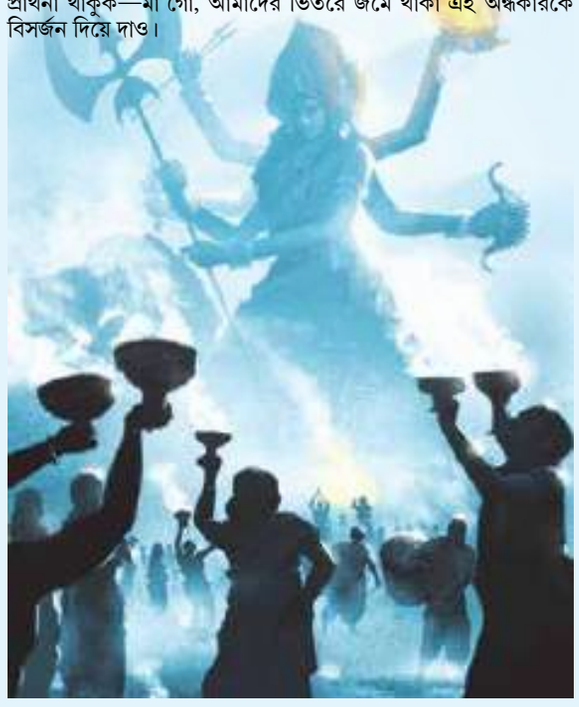

নতুন জামার অপেক্ষা...

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : পুজোর কোন দিন কোন জামাটা পরবে, কোন জুতোর সঙ্গে কোন পোশাক মানাবে, তা নিয়ে এখন কত পরিকল্পনা! কারও আলমারিতে সাজানো একগুচ্ছ নতুন জামা। কারও পুজোর কেনাকাটা শেষ। অথচ এমন অনেক শিশু-কিশোর রয়েছে, যাদের কাছে নতুন জামা পরার ইচ্ছেটুকুই বিলাসিতা। সারা বছর অন্যের ফেলে দেওয়া পোশাকে দিন কাটে। পুজো এলে তাই নতুন জামার আশায় পথ চেয়ে থাকে ওরা। যদি কেউ আসে! যদি কেউ হাতে তুলে দেয় একটা নতুন পোশাক!

শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়ার একটি আশ্রমে থাকে শুভম। সুন্দরবনের বাসিন্দা ছেলেটি ১১ বছর বয়সে বাবা-মাকে হারিয়েছে। এখন দশম শ্রেণির ছাত্র। পুজোয় নতুন জামা হবে, সেই নিশ্চয়তা কোনও দিনই থাকে না তার। আশ্রম কর্তৃপক্ষের পক্ষে সবার জন্য নতুন পোশাকের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাই অন্যের সাহায্যের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়। এ বছর অবশ্য শুভমের ভাগ্যে জুটেছে দুটো জামা।

শুভমের মতোই অলিভের গল্পটা। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা অলিভও দশম শ্রেণিতে পড়ে। বাবার মৃত্যুর পর আশ্রয় হয়েছে আশ্রমে। বাবা বেঁচে থাকতে পুজোয় অন্তত একটা নতুন জামা জুটত। অলিভের কথায়, 'নতুন জামা না পেলে পুরোনো জামাই ভরসা।'

খালি আশ্রম কেন, তার বাইরেও অনেকের কাহিনী একই রকমের করুণ। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্রবেশপথে মা ও ছোট বোনের পাশে বসেছিল আট বছরের খুশি। পুজোয় নতুন জামা হয়েছে? এককথায় উত্তর, 'না'। মুখে অবশ্য অভিমানের চেয়ে চিন্তা বেশি। নিজের জামার থেকেও ছোট বোনের জন্য নতুন পোশাক পাওয়া যেন তার কাছে বেশি জরুরি। খুশি বলে, উৎসবের সময় অনেকে খাবার ও জামাকাপড় নিয়ে আসে। কিন্তু এবার এখনও কেউ আসেনি।

এদিকে, পুজোর আনন্দের মধ্যেও অন্য হিসেব কষছে খালপাড়ার অজয়। ষোলো বছর বয়সেই সংসারের দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়েছে। চতুর্থ শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করা হয়নি। নিজের জন্য নতুন জামা কেনার কথা ভাবছেই না। প্লাস্টিকের বোতল কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্য, সেই বোতল বিক্রি করে কিছু টাকা জোগাড় করা। তারপর মা ও ভাইয়ের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিতে পারলেই খুশি অজয়।

শহরের অলিগলি, স্টেশন চত্বর, আশ্রম কিংবা বস্তি—এমন কত শুভম, অলিভ, খুশি আর অজয় যে রয়েছে, তার হিসেব নেই। এই শিশু-কিশোরদের অনেকের কাছেই উৎসবের আনন্দ নির্ভর করে অন্য কারও উদ্যোগের উপর। কেউ কেউ এগিয়ে আসেন। কারও হাতে নতুন জামা আসে, কারও পায়ে ওঠে নতুন জুতো। তখন অভাবের মধ্যেও মুখে ফুটে ওঠে হাসি। পুজোয় নতুন পোশাক পাওয়াটা কারও কাছে অভ্যাস, কারও কাছে স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন পূরণ হলে, একটা ছোট্ট মুখের হাসিই হয়ে উঠতে পারে উৎসবের সবচেয়ে সুন্দর উপহার।

দুর্গার আরাধনার স্থল যেন পুরোনো দিনের দালানবাড়ি। বালুরঘাট শহরের নেপালিপাড়ায় নিজের বাড়িতেই দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন দেবজ্যোতি মোহরা। খুব বেশিদিনের পুরোনো নয় এই আয়োজন। তবে পুজোর স্থানকে সাবেকি রূপ দিতে চেষ্টার কসুর করেননি বছর পঁচিশের দেবজ্যোতি। ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

মায়ের পুজোয় মাকেই খোঁজে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর : পুজোর নতুন জামা এসে গিয়েছে। জুতোও মিলবে। ষষ্ঠী থেকে ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা চলছে। দুপুরের পাতে কখনও মাংস-পোলাও, কখনও ইলিশ। জলখাবারে লুচি, পায়েস, মিষ্টি। রায়গঞ্জের দেবীনগরের শিশু সদনে এখন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি তুঙ্গে। তবু এই আয়োজনের মাঝেও কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যায়। যে ফাঁক কোনও নতুন জামায় ভরে না, পছন্দের খাবারেও মেটে না। কারণ, ওদের অনেকের কাছেই পুজোর সবচেয়ে বড় আনন্দটা আজও অধরা। তা হল, মায়ের হাত ধরে ঠাকুর দেখা।

সহপাঠীরা যখন পুজোর দিনগুলো কীভাবে কাটাবে, সেই পরিকল্পনায় মশগুল, তখন হৃদয়ের মনে জমে শূন্যতা। বছর দুয়েক আগে একসঙ্গে তার বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই শিশু সদনের আবাসিক হৃদয়। স্থানীয় একটি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র সে। মাঝেমধ্যে কাকা খোঁজ নিতে আসেন। কিন্তু উৎসবের মরশুমে সেইটুকু যোগাযোগ যেন বুকের ভিতর জমে থাকা অভাবকে আরও স্পষ্ট করে দেয়। 'পুজোয় মায়ের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে তো আর যেতে পারব না।' বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সেই কিশোর।

সাত বছরের দেবজিতের গল্পটাও অনেকটা একই রকমের। চার বছর আগে দুর্ঘটনায় বাবাকে হারিয়েছে সে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলেন মা। বদলে যায় দেবজিতের জীবনটা। এক বছর আগে পিসির হাত ধরে শিশু সদনে চলে আসে। তারপর থেকে এখানকারই বাসিন্দা। স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র সে। বাবা-মায়ের অভাব ফিকে করে দেয় তার পুজোর রং।

ফ্রান্সিসের বয়সও খুব বেশি নয়। চার বছর আগে মারা যান বাবা। গত বছর মৃত্যু হয়েছে মায়ের। চতুর্থ শ্রেণির এই ছাত্রটির একসময় ভরসা ছিলেন পিসি। তিনি এসে খোঁজখবর নিতেন। এখন আর নিয়মিত আসেন না। ছোট্ট ফ্রান্সিসের আক্ষেপ, 'আগে অন্তত পিসি খোঁজ নিত। এখন আর কেউ খোঁজ নেয় না।' দেবের জীবনেও বদলে গিয়েছে পরিবারের সংজ্ঞা। বাবা মারা যাওয়ার পর মা অন্য এক পুরুষের সঙ্গে দিল্লি চলে যান। তারপর থেকে শিশু সদনই তার ঠিকানা।

এইসব শিশুদের জন্য উৎসবের আয়োজনে অবশ্য কোনও খামতি রাখেনি শিশু সদন কর্তৃপক্ষ। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাধন সিংহ রায় বলেন, আবাসনের ১৮০ জনের জন্যই নতুন জামাকাপড় ও জুতো আনা হয়েছে। ষষ্ঠী থেকে প্রত্যেককে পুজো দেখাতে নিয়ে যাওয়ারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুজোর পাঁচদিন সকালের জলখাবারে থাকবে লুচি, পায়েস ও মিষ্টি। ষষ্ঠীতে মাংস-পোলাও, সপ্তমীতে পটল পোস্ত ও ইলিশ মাছ। অষ্টমীতে ছোলার ডাল, নারকেল দিয়ে আলুপোস্ত ও ফুলকপির তরকারি। নবমীতে মুরগির মাংস, দশমীতে খাসির মাংস ও পোলাও।

আবাসিকদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের দিকেও নজর রয়েছে কর্তৃপক্ষের। শিশুদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে ফুটবল খেলা, ব্যায়াম সহ নানা কাজে যুক্ত রাখা হয়। চিকিৎসক অনিন্দ্য ব্রহ্ম প্রতি রবিবার বিনামূল্যে তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন। রক্ত পরীক্ষা ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে বিনা খরচে। তাঁর উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকেরা আবাসনের হলঘরে এসে পড়ান।

এত আয়োজন, এত পরিকল্পনা। তবু কিছু শূন্যতা থেকে যায়। নতুন জামা গায়ে চাপিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েও বারবার ভিড়ের মধ্যে তারা খুঁজবে পরিচিত কাউকে। মনে মনে ভাববে, মা-বাবা যদি একবার ফিরে আসত! দুর্গাপুজোয় উমা মর্ত্যে আসেন সন্তানদের নিয়ে। আর দেবীনগরের শিশু সদনের অনেক শিশুর কাছে সেই উৎসবই মনে করিয়ে দেয়, নিজের মাকে পাশে না পাওয়াটা কত বড় অপ্রাপ্তি।

পুজোর মঞ্চ মাতাবে

খুদেদের জলছবি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর : পুজোর নতুন জামাটা পরে মা-বাবার হাত ধরে ঠাকুর দেখতে বেরোনোর কথা ছিল ওদেরও। বন্ধুদের সঙ্গে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা, আলোর রোশনাই দেখা, অঞ্জলি দেওয়া আর পিজ্জা-চাউমিন খাওয়ার আনন্দে মেতে ওঠা। কিন্তু রায়গঞ্জের অভিলাষ দাস, সৌমিক কর্মকার, পীযূষ, মৈত্রেয় আর অংশুমানের পুজোটা এবার একটু অন্য রকম। কারণ, ওরা শুধু ঠাকুর দেখতে যাবে না, উঠবে মণ্ডপের মঞ্চে। হাতে গিটার, বেস গিটার, ড্রাম আর কিবোর্ড। সামনে থাকবে দর্শক, কানে আসবে হাততালি। আর সেই মঞ্চে গান গেয়ে পুজোর আনন্দে নিজেদের সুর মেলাবে পাঁচ খুদে শিল্পী। তাদের তৈরি ব্যান্ডের নাম 'জলছবি'।

ছোটদের ব্যান্ড বলে কিন্তু ছোটখাটো ব্যান্ড নয়। নবম শ্রেণির অভিলাষ ও সৌমিক থাকছে গিটারে, সপ্তম শ্রেণির পীযূষ সাহা বেস গিটারে, পঞ্চম শ্রেণির মৈত্রেয় সাহা ড্রামে। কিবোর্ড সামলাবে চতুর্থ শ্রেণির অংশুমান। আর গান গেয়ে মঞ্চ মাতানোর দায়িত্ব চতুর্থ শ্রেণিরই আন্দিজ ভদ্রর। তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে গিটারশিল্পী প্রতীক সরকারের তত্ত্বাবধানে চলছে তাদের রিহার্সাল। তাদের কণ্ঠে 'জাগো দুর্গা' থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাংলা লোকসংগীতের সুরে মাতবেন দর্শকরা। পঞ্চমীতে রবীন্দ্র ইনস্টিটিউট, ষষ্ঠীতে চৈতালিতে গাইবে জলছবি। পঞ্চমী থেকে শুরু করে পুজোর চারদিনেই রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে পাঁচটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। মঞ্চে ওঠার আগেই অবশ্য এই খুদে শিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে।

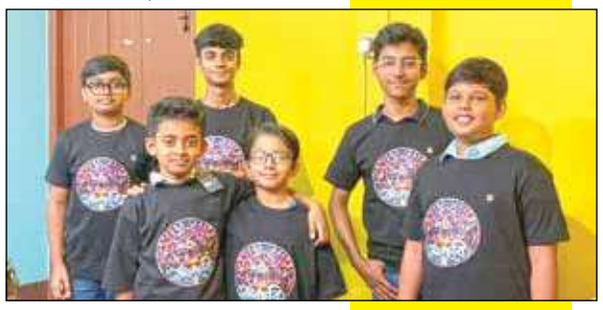

প্রথমবার মঞ্চে ওঠার অপেক্ষায় মৈত্রেয়র উত্তেজনা যেন বাঁধ মানছে না। তার কথায়, 'ঠাকুর তো প্রতি বছর দেখি। এবারে প্রথম অনুষ্ঠান করব। বাবা-মাকেও মঞ্চের সামনে বসিয়ে রাখব।' কথাটা বলার মধ্যে কোনও আড়ম্বর নেই। আছে ছোট্ট এক শিল্পীর বড় হয়ে ওঠার স্বপ্ন। যে বয়সে বন্ধুরা ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা করছে, সেই বয়সেই মৈত্রেয়র ভাবনায় মঞ্চ, ড্রাম আর দর্শকদের সামনে বাজানোর রোমাঞ্চ। পীযূষও সুযোগটা হাতছাড়া করতে রাজি নয়। তার কথায়, 'এবারে প্রথম সুযোগ পেয়েছি, তাই হাতছাড়া করা যাবে না। স্বপ্ন সার্থক হবে এবার।' আন্দিজের কাছেও পুজোটা এবার অন্যরকম। তবে ঠাকুর দেখা বন্ধ হবে না। সকাল সকাল বাবা-মায়ের সঙ্গে ঠাকুর দেখে নেবে। কারণ সন্ধ্যায় তো মঞ্চে পারফর্ম করবে।

খুদেদের এই স্বপ্নে শামিল তাদের পরিবারও। মৈত্রেয়র বাবা মিঠুন সাহা বলেন, 'ছেলে অনেক দিন ধরে ড্রাম শিখছে। এবার প্রথম মঞ্চে পারফর্ম করবে। তাই আমাদের কাছেও এবারের পুজোর আনন্দটা স্পেশাল।' এজন্য মেন্টর প্রতীককেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন অভিভাবকরা।

আর প্রতীক বলেন, তাঁর লক্ষ্য, ছোটদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং মঞ্চে নিজেদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া। কোভিডের পর অনেক ব্যান্ডের অনুষ্ঠান কমেছে, শিল্পীরাও নিয়মিত মঞ্চ পাচ্ছেন না। সেই পরিস্থিতিতে ছোটদের নিয়ে নতুন করে পথ চলার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর তত্ত্বাবধানেই এবার পুজোর দিনগুলিতে যখন সৌমিকদের বন্ধুরা ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখতে বের হবে, তখন রায়গঞ্জবাসীর একটা বড় অংশ সৌমিকদের দেখতে মঞ্চের সামনে ভিড় করবে।

আগে পুজো পান হুক্কা খাওয়া শিব

দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই জলপাইগুড়ির জোলাপাড়ায় পুজো পান বিশেষ লোকদেবতা 'জুড়াবান্দা'। হাতে হুঁকো থাকায় তিনি 'হুক্কা-খাওয়া ঠাকুর' নামেও পরিচিত। স্থানীয় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, দুই শতাধিক বছরের পুরোনো এই দেবতাকে আগে আরাধনা না করলে শুরু করা যায় না দুর্গার পুজো।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : দুর্গামণ্ডপে ঢাক বাজবে, দেবী দুর্গার বোধন হবে, শুরু হবে পুজোর আচার। কিন্তু তার আগে পুজো পেতে হবে আর এক দেবতাকে। তাঁর হাতে হুঁকো, মুখে অল্প দাড়ি-গোঁফ। চেহারায় শিবের ছাপ। লোকমুখে তিনি জুড়াবান্দা ঠাকুর। কারও কাছে আবার হুক্কা খাওয়া ঠাকুরও। জলপাইগুড়ির জোলাপাড়ায় দুর্গাপুজোর সঙ্গে এই লোকদেবতার সম্পর্ক বহুদিনের। গ্রামের বিশ্বাস, জুড়াবান্দাকে পুজো না দিয়ে দুর্গার আরাধনা শুরু করা যাবে না। তাই দেবীর পুজোর আগেই নিজের উপস্থিতি জানান দেন জোলাপাড়ার এই লোকদেবতা।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে মোহিতনগর রেলগুমটি হয়ে প্রায় ছ'কিলোমিটার দূরে জোলাপাড়া। সেখানেই রয়েছে দুই শতাধিক বছরের পুরোনো জুড়াবান্দা ঠাকুরের বিগ্রহ। মন্দিরের সামনের ফাঁকা মাঠে এবারও দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছে জোলাপাড়া তরুণ সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার। পুজো কমিটির আয়োজন নতুন হলেও এই এলাকার লোকবিশ্বাসের শিকড় বহু পুরোনো। দুর্গার আরাধনার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে জুড়াবান্দা, বাও কালী, হরিবোলা ঠাকুর এবং আর এক কালীমন্দিরের পুজো।

শিবের মতো দেখতে এই লোকদেবতার এক হাতে রয়েছে হুঁকো। সেই থেকেই তাঁর আর এক পরিচিতি হুক্কা খাওয়া ঠাকুর। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে জুড়াবান্দা, বিষ্টু ঠাকুর কিংবা গ্রাম ঠাকুর নামেও পুজো করেন। মন্দিরের সামনে দিয়ে কোনও যানবাহন গেলে চালককে থেমে প্রণাম করতে হয়। তা না করলে পথে বিপদ ঘটতে পারে, এমন লোকবিশ্বাসও চালু রয়েছে এলাকায়।

জুড়াবান্দার পুজোর নিজস্ব নিয়মও রয়েছে। প্রতি বছর মাঘীপূর্ণিমায় পুজো হয় তাঁর। তিনি নিরামিষাশী দেবতা। কলা, দই, খই এবং মাটির হাঁড়িতে দুধ সাজিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। এই পুজোর পুরোহিত ব্রাহ্মণ নন। রাজবংশী সমাজের পুরোহিত বা দেওসিরাই প্রথা মেনে পুজো করেন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কামেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর নতুন দেওসি খোঁজা হচ্ছে বলে বলেন বেলাকোবার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নৃপেন রায়।

জুড়াবান্দার পাশেই বাওকালী এবং গরুড়ের উপর উপবিষ্ট হরিবোলা ঠাকুরের পুজোও হয়। স্থানীয় বাসিন্দা মনমোহন রায়ের কথায়, 'বাওকালীকেও জুড়াবান্দার সঙ্গে পুজো করা হয়। এই দেবীর নানা রূপ কাগজে আঁকা রয়েছে। এলাকার মানুষের বিশ্বাস, বাওকালীর পুজো বাদ পড়লে অনিষ্ট হতে পারে। ফলে দুর্গাপুজোর সময় শুধু দেবী দুর্গা নন, লোকদেবতা ও স্থানীয় দেব-দেবীদেরও ভোগ নিবেদন করে পুজো করেন উদ্যোক্তারা।'

জুড়াবান্দার নামের পিছনেও রয়েছে লোকবিশ্বাস। একসময় মন্দিরের সামনে দিয়ে যাতায়াতের সময় অনেকে জঙ্গলের লতা-পাতা, খড়কুটো কিংবা পাটকাঠি দড়ি দিয়ে বেঁধে দেবতার মন্দিরের মাঠে ছুড়ে দিতেন। সেই প্রথার সঙ্গে 'জুড়া' বা ঢেলার যোগ থেকেই দেবতার নাম জুড়াবান্দা হয়েছে বলে মনে করেন লোকসংস্কৃতি গবেষক দিলীপ বর্মা।

স্থানীয় শচীন রায় বলেন, 'মন্দিরের সামনে ফাঁকা জায়গায় জড়ো হয়ে গ্রামবাসীরা পুজো দেন। পুরোনো বট ও পাকুড়গাছে ঘেরা জায়গাটির পরিবেশে এখনও গা ছমছমে ভাব রয়েছে। মাঘীপূর্ণিমার পাশাপাশি কালীপুজোর সময়ও বাওকালীর থানে পুজোর সঙ্গে হুক্কা খাওয়া ঠাকুরের আরাধনা হয়।'

এবার জোলাপাড়া তরুণ সংঘের দুর্গাপুজো ৫২ বছরে পড়ল। বাজেট চার লক্ষাধিক টাকা। দুর্গামণ্ডপে পুজোর পাশাপাশি অষ্টমীর দিন মাঠে বসবে মেলা, হবে কীর্তন। ভক্তদের খিচুড়ি ভোগও দেওয়া হবে। স্থায়ী দুর্গামন্দিরে বসবে দেবীর বিগ্রহ, মাঠে তৈরি হয়েছে প্যান্ডেল। তবে উৎসবের এই আয়োজনের মধ্যেও পুরোনো নিয়ম অটুট— দুর্গার পুজো শুরুর আগে পুজো পাবেন জুড়াবান্দা ঠাকুর।

পৃথিবীর পাঠশালা

অঙ্গ ফিরে পাওয়ার জাদুকর

মেক্সিকোর হ্রদে পাওয়া অ্যাক্সোলোটল নামের উভচর প্রাণীটি প্রাণীজগতের সেরা জাদুকর। কোনও শিকারি প্রাণী যদি এর একটি পা কামড়ে ছিঁড়ে নেয়, তবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে অবিকল নতুন একটি পা গজিয়ে যায়। এরা শুধু পা নয়, নিজেদের মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড এমনকি মেরুদণ্ডের ভাঙা অংশও সম্পূর্ণ নতুন করে সারিয়ে তুলতে পারে। বার্ধক্য ছাড়াই সারাজীবন শিশু দশায় বেঁচে থাকা এই প্রাণীটি নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রঙিন চিংড়ির ভয়ংকর ঘুসি

সমুদ্রের নীচে থাকা ম্যান্টিস শ্রিম্প বা ময়ূর চিংড়ি দেখতে অসম্ভব সুন্দর এবং রঙিন হলেও, এদের আক্রমণ করার ক্ষমতা সাগরের অনেক ভয়ংকর প্রাণীকেও হার মানায়। এদের সামনের দুটো পা স্প্রিংয়ের মতো কাজ করে। এরা চোখের পলকে এত জোরে ঘুসি মারতে পারে যে তার গতি বন্দুকের গুলির সমান হয়। এই ঘুসির ধাক্কায় জলের নীচে এক তীব্র বুদবুদ তৈরি হয় এবং শক্ত কাঁকড়া বা ঝিনুকের খোলস নিমেষে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

চৌকো আকৃতির অদ্ভুত মল

অস্ট্রেলিয়ার উওমব্যাট নামের ছোট্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীটি পৃথিবীর একমাত্র জীব যাদের মল সম্পূর্ণ নিখুঁত চৌকো বা কিউব আকৃতির হয়। এরা নিজেদের এলাকা চিহ্নিত করার জন্য পাথরের ওপর মল সাজিয়ে রাখে। গোল হলে তা গড়িয়ে পড়ে যাবে, তাই বিবর্তনের ফলে এদের অন্ত্র এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে পেটের পেশির চাপে মল এমন শক্ত চারকোনা বাক্সের রূপ নেয়। প্রকৃতির এই অদ্ভুত জ্যামিতিক নকশা সত্যিই অবাক করার মতো।

বনের সেরা নকলনবিশ

অস্ট্রেলিয়ার লায়ারবার্ড হল প্রকৃতির সবচেয়ে দক্ষ মিমিক্রি শিল্পী। এই পাখিটি জঙ্গলের অন্য সব পাখির ডাক এত নিখুঁতভাবে নকল করতে পারে যে আসল পাখিও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। শুধু পাখির ডাক নয়, মানুষের কাছাকাছি থাকলে এরা ক্যামেরার শাটারের শব্দ, গাড়ির অ্যালার্ম, এমনকি কাঠ কাটার করাতের আওয়াজও অবিকল নকল করে ডাকতে শুরু করে। সঙ্গীকে মুগ্ধ করার জন্যই পুরুষ পাখি এই অদ্ভুত গলাবাজি করে।

সপ্তমীর সন্ধ্যায়। বালুরঘাটের একটি পুজোমণ্ডপে উপচে পড়া ভিড়। (ডানে) কোচবিহারে একটি পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল। ছবি : মাজিদুর সরদার ও অর্পণা গুহ রায়

কুমারীপুজো নিয়ে উৎসুক দর্শনার্থীরা

রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর : দুর্গোৎসব মানেই আনন্দ, ভক্তি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। কুমারীপুজো শারদোৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। রায়গঞ্জের কিছু জায়গায় কয়েক দশক ধরে এই পরম্পরা চলছে, কোথাও আবার এ বছর প্রথম কুমারীপুজো শুরু হচ্ছে। ছত্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে মিলনপাড়া সর্বজনীন দুর্গা মন্দির—সবজায়গাতেই কুমারীপুজো নিয়ে উৎসাহী দর্শনার্থীরা। ছত্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্গাপুজো এবছর ১৬তম বর্ষ। ১৯ অক্টোবর মহাষ্টমীর দিন এখানে কুমারীপুজো হবে। সাত বছরের সৃজা মুখোপাধ্যায়কে এবার কুমারী রূপে পুজো করা হবে। মিশনের সম্পাদক স্বামী পরেশাত্মানন্দ বলেন, 'অষ্টমীর দিন অনেক মানুষ আমাদের আশ্রমে কুমারীপুজো দেখতে আসেন। বেশ কয়েকজনের মধ্যে থেকে সৃজাকে কুমারী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।'

হেমতাবাদ রামকৃষ্ণ আশ্রমে এ বছর প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। এখানে অষ্টমীতে কুমারীপুজো হবে। ছয় বছরের পৌলোমী সাহাকে দেবীরূপে পুজো করা হবে। তাকে কুমারী হিসেবে পুজো করা হবে জানার পর থেকে খুব খুশি এই খুদে। পৌলোমীর মা আইভি সাহা বলেন, 'ওইদিন পুজোর সময় ওকে অনেকটা সময় স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে। অতক্ষণ ও টানা বসে থাকতে পারবে কি না, তা নিয়ে একটু চিন্তা হচ্ছে।' আশ্রমের সম্পাদক মনোজ মহন্ত বলেন, 'উত্তরাঞ্চল-১ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদের সদস্য এই আশ্রমে বেলুড় মঠের আদলে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।'

মহিলারা মিলনপাড়া সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরের পুজো পরিচালনা করেন। এবার পুজোর ৬৮তম বর্ষ। এখানে নবমীতে কুমারীপুজো হয়। এবার বিধাননগরের বাসিন্দা সৌজ্যোতি আচার্যকে দেবীরূপে পুজো করা হবে। আট বছরের সৌজ্যোতি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। সৌজ্যোতির বাবা শুভাশিস আচার্য বলেন, 'দিনটা তো প্রায় এসেই গেল। মেয়ে অতক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবে কি না, তা নিয়ে একটু চিন্তা হচ্ছে। কবে দিনটা আসবে, তার জন্য পরিবারের সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কুমারী হিসেবে পুজো করা হবে শুনে মেয়েও খুব খুশি।'

অগ্নিকাণ্ড

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : শনিবার মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল একটি ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানে। ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিনগর বৌবাজার সংলগ্ন আমতলা এলাকায় নিতাই মণ্ডলের দোকানে। বাড়ির নীচে তাঁর ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান ছিল। এদিন আগুন দেখতে পেয়েই পরিবারের তরফে দমকলের পাশাপাশি আশিঘর ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে দোকানে থাকা প্রচুর সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। শর্টসার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান।

ভিনরাজ্যে দুর্ঘটনায় ৪ পরিযায়ীর মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ অক্টোবর : অভাবের সংসারে সচ্ছলতার স্বপ্ন নিয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁরা। একসঙ্গে কাজ, একসঙ্গে থাকা। কাজ শেষে ঘরে ফেরার পথেই সব শেষ। মহারাষ্ট্রের নাসিকে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের। প্রাণ হারিয়েছেন বিহারের কিশনগঞ্জের আরও এক শ্রমিক। গুরুতর জখম হয়েছেন ন'জন। শুক্রবার গভীর রাতে নাসিকের সিঙ্গার এলাকার কাছে পুনে হাইওয়েতে এই দুর্ঘটনার খবর পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে মৃতদের পরিবারে।

মৃতরা হলেন হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের দক্ষিণ তালসুরের সাজামন আলি (২৬), গহমাবাদের মহম্মদ বিশু (২২) এবং আমডোলঘাটের খুরশেদ আলম (১৮)। চতুর্থ মৃত শ্রমিক কামাল হোসেনের (২২) বাড়ি বিহারের কিশনগঞ্জে। সংসারের হাল ফেরাতে মাসদুয়েক আগে তাঁরা কাজে গিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে। নাসিকে কংক্রিটের রাস্তা তৈরির কাজে যুক্ত ছিলেন তাঁরা।

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে কাজ সেরে ছোট গাড়িতে চেপে ভাড়াবাড়িতে ফিরছিলেন ১৩ জন শ্রমিক। পথে একটি তেলবাহী ট্যাংকারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। গাড়িটি সেতুর ডিভাইডারে ধাক্কা মারলে

- নাসিকে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হরিশ্চন্দ্রপুরের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের
- তেলবাহী ট্যাংকারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে বিপত্তি
- গুরুতর জখম আরও ন'জন, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চার শ্রমিকের। বাকি ন'জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

মৃতদের সঙ্গে একই জায়গায় থাকতেন আমডোলঘাটের তারিক আনোয়ার। মৃত খুরশেদ তাঁর শ্যালক। শ্রমিকদের রান্নার কাজ করেন তিনি। নাসিক থেকে ফোনে তারিক বলেন, 'ওই গাড়িতে থাকা বাকি ন'জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। তাঁদের বেশিরভাগই হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন এলাকার।'

ছেলের মৃত্যুর খবর মেনে নিতে পারছেন না বিশুর বাবা মহম্মদ আসাদুদ্দিন। তাঁর কথায়, 'মাসদুয়েক আগে ওরা কাজে গিয়েছিল। ছেলেটা এভাবে চলে যাবে, ভাবতেও পারছি না।' এলাকায় কাজের অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারাও। শহিদুল ইসলাম বলেন, 'এলাকার প্রচুর মানুষ শ্রমিক হয়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন। নাবালক থেকে বৃদ্ধ— সকলেই এই পেশায় যুক্ত। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে কোনও জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনিক প্রতিনিধিকে দেখা যায়নি।'

বিডিও রাজা আদক বলেন, 'দুঃখজনক ঘটনা। পঞ্চায়েতকে খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে বলেছি। সরকারি নিয়ম মেনে পরিবারগুলিকে সবরকম সহায়তা করা হবে।'

সপ্তমী ২.০

প্রথম পাতার পর

দিয়েছেন দুন্না ঠাকুর। আর বেশি পেলে কার না ভালো লাগে? সপ্তাহভর বেসরকারি অফিসে প্রাণপাত করেন আলিপুরদুয়ারের তরুণী রাগিণী বসু। ডাবল সপ্তমীর ডাবল মজায় তাঁর মন একেবারে টইটুম্বুর। বলছিলেন, 'অন্যান্য বছর কোনদিন কী করব, সেটা আগে থেকে ঠিক করা থাকে। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারেই ঘুরেফিরে ঠাকুর দেখি। এবার একদিন বেশি ছুটি পাওয়ায় বন্ধুদের সঙ্গে লাভা ঘুরতে যাব। আর ফেরার সময় রাতে শিলিগুড়ির কয়েকটা পুজো দেখে ফিরব।'

সপ্তাহভর পরিশ্রম করেন রায়গঞ্জের অশোকপল্লির বাসিন্দা প্রণববন্ধু লাহিড়িও। তবে রাগিণীর মতো বেসরকারি অফিসে নয়, নিজের ব্যবসায়। প্রণবের বয়সটাও রাগিণীর থেকে অনেকটাই বেশি। আর পুজোর 'এক্সট্রা' দিনটা কাটানোর পরিকল্পনাও অন্যরকম। দ্বিতীয় সপ্তমীটা কাটাবেন গ্রামের ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে, 'রবিবার ওদের নিয়ে শহরের ঠাকুর দেখব।' অন্যান্য বছরে এসব করতেই পারেন না। পরিবার ও ব্যবসার চাপে ফুড়ত করে কেটে যায় পুজোর চারটে দিন। প্রণবের আশা, আরও কয়েকজন যদি বাড়তি দিনটা এমন কোনও কাজে লাগাত...

সরকারি কর্মী প্রতিমা বিশ্বাসের জীবনের চাকাটা ঘড়ির সঙ্গে একেবারে কাঁটায় কাঁটায় বাঁধা। পুজোর সময়টা শুধু পরিবারকে দেন। এবার বাড়তি সপ্তমীটাও 'উৎসর্গ' করেছেন সেই পরিবারকেই। এমনিতেও রান্না করতে ভালোইবাসেন। একদিন বেশি পুজোর ছুটি মানে একদিন বেশি প্রতিমার হাতের রান্না খাওয়ার অপেক্ষায় মুখিয়ে রয়েছেন তাঁর বাড়ির লোকজন। আর অন্যবার তো শহরের পুজো দেখতে দেখতেই দিন কেটে যায়। এবার তিনি একটু গ্রামের পুজোও দেখতে বের হবেন।

আচ্ছা রবিবার কি সেকেন্ড সপ্তমী? নাকি ফার্স্ট অষ্টমী? এক হাতে ডাবল মাটন রোলের কাগজটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে মুখটা একটু ছুঁচোলো আর একটু ভারিক্কি করে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন বালুরঘাট কলেজের তৃতীয় সিমেস্টারের ছাত্রী সায়ন্তিকা বিশ্বাস। দুটো সপ্তমী হওয়ায় তাঁর নাকি কিঞ্চিৎ সমস্যা হচ্ছে। কী সমস্যা? 'একটা বেশি ড্রেস কিনতে হয়েছে। একটা জামা তো আর দুটো সপ্তমীতে পরা যাবে না।' সায়ন্তিকা বলতে না বলতেই পিছন থেকে হইহই করে ওঠে তাঁর বন্ধুরা। দিব্যি আড্ডা দিচ্ছিলেন সবাই মিলে। এমনিতে ষষ্ঠীতে হিলি, সপ্তমীতে গঙ্গারামপুর, অষ্টমী ও নবমীতে বালুরঘাটে ঘোরাঘুরির প্ল্যান থাকে। পুজোর রুটিনে বাড়তি সপ্তমীটা চুটিয়ে আড্ডা মারার প্ল্যান করেছেন।

তবে সায়ন্তিকার প্রশ্নটা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। পঞ্জিকায় বলছে, শনিবার সকাল থেকে রবিবার সকাল অবধি সপ্তমী। তাহলে দুটো হল কী করে? জানতে চাইলেই জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন মালদার প্রবীণ পুরোহিত খগেন্দ্রনাথ পান্ডে আর আলিপুরদুয়ার পুরোহিত মঞ্চের কোষাধ্যক্ষ অচিন্ত ভট্টাচার্য। সপ্তমী তিথি শনিবার ভোরে শুরু হচ্ছে। আর শেষ হবে রবিবার সকালে। রবিবার সকাল ৮.২৯ মিনিটে অষ্টমী শুরু হচ্ছে একথা ঠিক। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে। রবিবার অষ্টমী পড়ে গেলেও সন্ধিপুজোর লগ্নটা পাওয়া যাচ্ছে না। শাস্ত্র অনুযায়ী তাই অষ্টমী সোমবার হচ্ছে এই বছর। যদি রবিবার সূর্যোদয়ের আগে সপ্তমী তিথি শেষ হয়ে যেত তাহলে নাকি সেদিনই অষ্টমী হিসেবে ধরা যেত।

'ভাগ্যিস হয়নি'। দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের ছাত্র আদিত্য সাহার মুখে একগাল হাসি। একটু বেশি আড্ডা দেওয়া, একটু রিল্যাক্স করে ঠাকুর দেখার সুযোগ পেয়েছেন যে। কোচবিহারের দিবাকর বর্মনের আনন্দটা অন্য স্বাদের। তাঁর নাতি-নাতনি দুজনেই উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে থাকেন। পুজোর ছুটিতে দুজনেই বাড়িতে এসেছেন। চারদিন নয়, পাঁচদিনের জন্য। 'একটা দিন বাড়তি পাওয়ায় ওদের নিয়ে বেশি আনন্দ করতে পারব।' বলছিলেন দিবাকর।

আচ্ছা পুজোর দিন বাড়লে কি কারও মনখারাপ হয়? আপনি মানতে না চাইলে একবার কথা বলে দেখতে পারেন রেণুকা দাসের সঙ্গে। তাঁর স্বামী পদস্থ পুলিশ আধিকারিক। বেশিদিন পুজো মানে স্বামীর বেশি ডিউটি। বলছিলেন, 'পুজোর সময়টায় স্বামীকে পাই না। ডিউটিতে ব্যস্ত থাকে। এবার সেই আক্ষেপে আরেকটি দিন যুক্ত হল।'

শিলিগুড়ির দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে যে ক'টা ক্যাফে রয়েছে, প্রথম সপ্তমীর সন্ধ্যায় সব গিজগিজ করছিল। যতটা না খাবার খেতে ভিড়, তার থেকেও বেশি ভিড় হঠাৎ বৃষ্টি থেকে মাথা আর মেকআপ বাঁচাবার জন্য। সেখানেই বাড়তি সপ্তমীর অঙ্কটা মিলিয়ে দিলেন ডাবগ্রামের সীমা সরকার। 'প্রথম সপ্তমীর সন্ধ্যাটা যে বৃষ্টিতে মাটি হবে, দুর্গা ঠাকুর ঠিকই জানত। তাই আগে থেকেই আরও একটা দিন দিয়ে রেখেছে। নতুন জুতোয় এখন আর কাদা লাগাব না। আজকের লিস্ট করা পুজোগুলো কাল দেখে নেব।' সীমার সমাধান।

তথ্য সহায়তা : কল্লোল মজুমদার, পঙ্কজ মহন্ত, দীপঙ্কর মিত্র, শিবশংকর সূত্রধর ও অভিজিৎ ঘোষ

সেরার খোঁজে জহুরিরা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ অক্টোবর : সাত জেলার কয়েকশো পুজোর মধ্য থেকে জেলার সেরা পুজোগুলোকে বেছে নেবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেরাদের দেওয়া হবে শারদ সম্মান। সেরা পুজোর খোঁজে বিচারকরা বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দেখেন। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী পুজোর পাশাপাশি বিচারকরা কম বাজেটের একটি পুজো কমিটিকে সেরা পুজো হিসেবে বেছে নেবেন।

শুক্রবার শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখার পর শনিবার মহকুমার বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেন দার্জিলিং জেলার তিন বিচারক। বিচারকদের মধ্যে ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগের অধ্যাপক শুভ্রজ্যোতি কুণ্ডু, নাট্যকর্মী উজ্জয়িনী দেব মুখোপাধ্যায় এবং প্রসিদ্ধ ভাস্কর সুব্রত লাহিড়ী।

কোচবিহার জেলার তিন বিচারক, নাট্যকার ও চিকিৎসক অশোক ব্রহ্ম, চিত্রশিল্পী মৌমিতা বণিক এবং ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের অধ্যক্ষ অঙ্কিতা মুখোপাধ্যায় শুক্র ও শনিবার জেলার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

আলিপুরদুয়ার জেলার তিন বিচারক, শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যামন্দির (গার্লস)-এর প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা সরকার (সেনগুপ্ত), নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সোমা দে এবং বিশিষ্ট কাটুমকুটুম শিল্পী অসীম সাহা ষষ্ঠীর দিন ফালাকাটার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখেন। বিচারকরা ওই দিন রাতে আলিপুরদুয়ার শহরের বেশ কিছু পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখেন। বিচারকরা শনিবার বারোবিশা এবং কামাখ্যাগুড়ির বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

মালদা জেলায় বিচারকের দায়িত্বে রয়েছেন প্রখ্যাত ভাস্কর প্রদ্যুৎ মজুমদার, চিত্রশিল্পী পার্থ নাথ এবং মূকাভিনয় শিল্পী বিদ্যুৎ কর্মকার। উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিচারকের আসন অলংকৃত করছেন আলোকচিত্রশিল্পী বাসুদেব চক্রবর্তী, নাট্যকর্মী হিরণ্ময় দত্তচৌধুরী এবং চারু-কারুশিল্পী বিশ্বজিৎ রায়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শিক্ষক তথা সাহিত্যিক জয়ন্ত আচার্য, শিক্ষক তথা প্রাবন্ধিক সনাতন পাল এবং দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশনস তথা গবেষক সনাতন পাল। তিন জেলার বিচারকরা শুক্র ও শনিবার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

জলপাইগুড়ি জেলার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট লেখক গৌতম গুহ রায়, আনন্দচন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক প্রসাদ রায় এবং নাট্যকর্মী দীপঙ্কর রায়। বিচারকরা জেলার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

ভাঙন অনুদানে স্বজনপোষণের অভিযোগ

বৈষ্ণবনগর, ১৭ অক্টোবর : গঙ্গার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত আর্থিক অনুদান বণ্টন ঘিরে বিতর্ক দেখা দিল কালিয়াচক-৩ ব্লকের পারদেওনাপুর-শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। সদ্য নির্বাচিত প্রধান রুহুল আমিনের ভাইয়ের স্ত্রী রুমা বিবির নাম উপভোক্তাদের তালিকায় রয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁর বাড়ি ভাঙনকবলিত এলাকা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে বলে দাবি বাসিন্দাদের একাংশের। তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, পার অনুপনগর, পার লালপুর ও গোলাপ মণ্ডলপাড়ায় বহু বাড়ি গঙ্গায় তলিয়ে গেলেও প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকে অনুদান পাননি। উলটে ক্ষতিগ্রস্ত নন, এমন ব্যক্তিদের নাম তালিকায় রয়েছে। বাসিন্দা সোহেল বিশ্বাসের দাবি, প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের একাংশের যোগসাজশে আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠদের অনুদান পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। কাটমানি নেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি।

পারলালপুরের বাসিন্দা উমা চৌধুরী বলেন, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে।' অনিয়ম হলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান তিনি। ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' প্রধান রুহুল আমিনের কথায়, 'বিষয়টা দেখছি কেমন করে হল।'

পথ অবরোধ

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : নির্মীয়মাণ রাস্তায় নিয়মিত জল দেওয়ার দাবিতে শনিবার ফুলবাড়ির গঠমাবাড়িতে বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-এর উদ্যোগে ফুলবাড়ি বাইপাসে গঠমাবাড়িতে রাস্তার সংস্কার শুরু হয়েছে। অভিযোগ, রাস্তার কাজে এত ধুলো হয় যে, বাসিন্দারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বিক্ষোভের খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বললে অবরোধ ওঠে।

বামেদের বুক স্টলে হামলা

চাঁচল ও বহরমপুর, ১৭ অক্টোবর : সপ্তমীর সন্ধ্যায় চাঁচল ও বহরমপুরে বামেদের বুক স্টলে হামলার চালানো অভিযোগ উঠল গেরুয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে। চাঁচলের নেতাজি মোড়ে সিপিএমের বুক স্টলে চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতী। স্টলের বাঁশ ভেঙে কাপড় ছিঁড়ে তাণ্ডব করে তাঁরা। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান বামকর্মী সমর্থকরা। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

অন্যদিকে, আক্রান্ত হল এসইউসিআই(সি)-র বইয়ের স্টল। শহরের গোরাবাজার এলাকায় একদল দুষ্কৃতী ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় স্টলটি। শনিবার ঘটনাটি নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে এসইউসিআই। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী।

উৎসবে শবযাত্রা

প্রথম পাতার পর

এই বিপত্তি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। ওই করিডরে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে মণ্ডপে ঢুকতে হয়। কাঠের তৈরি ওই করিডর এত লোকের ভারও নিতে পারেনি বলে মনে করা হচ্ছে। সেই সময় সেখানে পুলিশ বা পুজো কমিটির নিরাপত্তারক্ষী কেউ ছিলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, চিৎকার করে সাহায্য চাইলেও কেউ এগিয়ে যায়নি। পরে দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্স ডাকা হয়। বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুল্যান্সে আহতদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে অচেতন অবস্থায় অ্যাম্বুল্যান্সে তুলতে দেখা গিয়েছে।

আহতদের মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করে চিকিৎসা চলছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। যার নম্বর ১৮০০৩৪৫৫৬৭৮। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে এক্স হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমি মা দুর্গার কাছে আহতদের দ্রুত সুস্থতা ও তাঁদের পরিবারকে এই কঠিন সময়ে সাহস ও শক্তি জোগানোর প্রার্থনা করছি।'

চোরবাগান পুজোমণ্ডপের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন হয়েছে। মণ্ডপে পৌঁছান বিদ্যুৎকর্মীরা। হাজির হয় দমকলবাহিনীও।

মণ্ডপে শুধু দেবীর মূর্তি। বাইরে পদপিষ্ট হওয়ার চিহ্ন। শনিবার রাতে।

দীপকে'র জামিন, নেহাকে রেহাই

প্রথম পাতার পর

আদালতের নির্দেশের পর নয়াদিল্লির মন্দির মার্গ থানা থেকে ছাড়া পান অভিজিৎ। তবে জামিনের শর্তাবলির বিস্তারিত নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। শনিবার সকাল পর্যন্ত প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না, পুলিশ দীপকে-কে কোথায় রেখেছে। ককরোচ পার্টির আইনজীবীদের অভিযোগ ছিল, অভিজিতের সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না পুলিশ।

রাতভর সক্রিয় ছিল সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-এর আইনজীবী গোষ্ঠী। অনেক টানাপোড়েনের পর খুব ভোরে ঠিকমতো দিনের আলো ফোটার আগে নেহাকে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে আসেন আইনজীবীরা। নেহাকে বিক্ষোভ দেখানোর সময় শুক্রবার আটক করেছিল পুলিশ। দীপকে-কে অবশ্য বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ই তুলে নিয়ে যায়। নেহাকে থানা থেকে নিঃশর্তে ছেড়ে দিলেও অভিজিৎকে গ্রেপ্তার করার কথা ঘোষণা করে পুলিশ।

দুজনের ক্ষেত্রে দুই ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে চর্চা এখন কম নয়। থানা থেকে বেরিয়ে নেহা বলেন, 'আমাকে মান্ডি হাউসে আটক করা হয়। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমাকে আটকে রেখেছিল। পুলিশ কেন বেআইনিভাবে আটক করছে? দীর্ঘদিন ধরে এরকম চলছে। আইনজীবীর সঙ্গেও দেখা করতে দেওয়া হয়নি।' আবার সৌরভ ও আশুতোষকে জেলে পাঠালেও আদালতের দীপকে-কে জামিন মঞ্জুর নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা চলছে। তা নিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তি ককরোচ জনতা পার্টির শিবিরে।

সৌরভ ও আশুতোষের মুক্তির দাবিতে কনট প্লেসে তেরঙা জাতীয় পতাকা তোলার ডাক দিয়ে আটক হয়েছিলেন অভিজিৎ ও নেহা। প্রবেশের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও যন্তরমন্তরে ঢুকে পড়ায় ধৃত আশুতোষ ও সৌরভকে তিহার জেলে পৃথক দুটি উচ্চ নিরাপত্তার ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

সৌরভ রয়েছেন তিহারের ২ নম্বর জেলে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র উমর খালিদ ওই জেলেই রয়েছেন। আশুতোষ ও সৌরভের সেলের বাইরে অতিরিক্ত নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। দিনেরবেলাতেও অন্য বন্দিদের সঙ্গে মেলামেশা এবং সেলের বাইরে বেরোনোয় তাঁদের ওপর বিধিনিষেধ রয়েছে। অভিজিৎ ও নেহাকে পুলিশ তুলে নিলেও দিল্লিতে বিক্ষোভে লাগাম পরেনি। শনিবার রাইসিনা রোডে বিক্ষোভ দেখায় বিভিন্ন বাম ছাত্র ও যুব সংগঠন। অন্যদিকে, মহিলা প্রতিবাদীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে দিল্লি পুলিশের সদর দপ্তর অভিযান করে কয়েকটি মহিলা সংগঠন।

মহিলা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের আচরণ নিয়ে সরব লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। সমাজমাধ্যমে তাঁর অভিযোগ, গণতন্ত্রের পক্ষে সরব মহিলা ও ছাত্রীদের যৌন হয়রানি এবং পুলিশের নির্যাতন শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিতে এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে ভয় তৈরি করতে পরিকল্পিতভাবে এমন আচরণ করা হচ্ছে বলে তাঁর দাবি।

রাহুলের বক্তব্য, 'মোদি-শা জানেন, যেদিন ওঁদের হাত থেকে ক্ষমতা যাবে, সেদিন ওঁদের যা খুশি তাই করার গল্প শেষ হয়ে যাবে। ওঁদের এই ভয়টা পুলিশের কাছে পৌঁছেছে আর দেশের তরুণ ও মহিলাদের ওপর হিংসার আকার

চতুষ্কোণ

চারটি চরিত্র। চার রকম হারিয়ে যাওয়া। অভিরূপ অতীতের ক্ষত ভুলতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে খোঁজে সঙ্গ। বাবাই হারিয়ে যায় ডিজের শব্দে মজে থাকা ভিড়ে। রূপা আঁকড়ে ধরে অসম্পূর্ণ ভালোবাসার স্মৃতি। আর সুমোর মৃত্যুদণ্ডের সামনে দাঁড়িয়েও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে প্রতিবাদ। নিঃসঙ্গতা, বিস্মৃতি, প্রেমের অপূর্ণতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ঘিরে পুজোর ক'টা দিনের জন্য চারটি ভিন্ন স্বাদের গল্প।

বাবাই ডিজে

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

জানলা খোলা। ঘরে সিলিংফ্যান চলছে। তবু বাবাই ঘামছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাবাইয়ের জামার সব ক'টি বোতাম খোলা। বাবাই দুলে দুলে ইতিহাস পড়া মুখস্থ করছে, 'হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং চিনের দুটি নদী। কনফুসিয়াস চিনের একজন দার্শনিক।' জানলার পাশ দিয়ে যারাই যাচ্ছে, সবাই শুনছে বাবাই সকাল থেকে খুব পড়ছে। হঠাৎ পড়ায় নিমগ্ন বাবাই পাড়ার ষণ্ডামার্কা রাজীবের ধমক খেয়ে পড়া থামিয়ে দেয়।

-কী পড়ছিস! মন দিয়ে পড়।

বাবাই ফেনা ওঠা মুখে, হাঁফিয়ে ওঠা বুকে রাজীবের দিকে মুখ তুলে তাকায়।

রাজীব আবার একটা ধমক দিয়ে বলে, 'হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং চিনের দুটো দার্শনিক? কনফুসিয়াস চিনের একজন নদী?'

পড়ার তোড়ে বাবাই কখন যে লাইন দুটি অদলবদল করে ফেলেছে, খেয়াল করেনি। এখন রাজীবের ধমক খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। রাজীব হেসে হাতটা জানলার শিকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করিয়ে বাবাইয়ের চুলগুলো এলোমেলো করে দেয়। বাবাইয়ের মুখেও হাসি ফোটে। শুধু একবার পিছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেয়- মা শুনে ফেলেছে কি না! কাছেপিঠে লতা না থাকায় বাবাই বই বন্ধ করে এক লাফে চৌকি থেকে নেমে বাইরে চলে আসে।

পাড়ার বড় বড় ছেলে সকালে উঠে আড্ডা দিতে বেরোলে বাবাই সুখী বেড়ালের মতো একবার তাদের গা ঘেঁষে চায়ের দোকানের কাঠের বেঞ্চটায় বসবেই। রাজীব, খোকন, অনয় খুব স্নেহ করে বাবাইকে। পাড়ার কে না স্নেহ করে! বাপহারা বাবাই গোটা পাড়ার মানুষের ভালোবাসার পাত্র। সারল্যের কোথাও দাম না থাকুক, মানুষের মনে ঠিক দাম থাকে। ঘোড়েল সব মানুষের সংসারে সরলরা হল সবার কাছে অক্সিজেন।

বাবাইয়ের জীবন নদীর মতো- যেদিকে বয়ে যায় যাক। মানুষজন যেন নদীর তীরে বসে থেকে তাকে দেখে চলে। তার আচরণের অনেক কিছুই ব্যাখ্যায় আসে না। সে যখন-তখন যা খুশি করতে পারে। পাড়ার কোনও

বাবাই সারাটা দুপুর ঘাম ঝরিয়ে নেচে নেচে সন্ধে নামার একটু পরে দশাসই কালো ডিজে বক্সগুলোর সামনে শরীর এলিয়ে দেয়। এক রাতে তিন বোতল স্যালাইন টেনে সকালের দিকে চোখ খুলেই বলেছিল, 'ডিজে শেষ!'

বাড়িতে অনুষ্ঠান হলে বাবাইয়ের মন নেচে ওঠে। সে শুধু পাত পেড়ে খেয়ে ক্ষ্যান্ত দেয় না। তার সবচেয়ে আনন্দের জিনিস ডিজে। একবার ডিজে বাজা শুরু হলে বাবাইকে ঘরে ধরে রাখা মুশকিল। বাবাই সমানে নেচে যায়, পাগলের মতো নেচে চলে। তার হাত-পা অবশ হয় না।

বাবাইয়ের জীবনসংশয়ের কারণ হয়ে উঠেছে কতবার এই ডিজে! একবার বৈশাখের তীব্র গরমে কৈলাস চ্যাটার্জির ছোট ছেলের বিয়েতে সকাল থেকে রাত ডিজে বেজেছিল। পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। কেউই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। সারা পাড়াজুড়ে নেমতন্ন। স্টার্টারেরই দশটা আইটেম। চিংড়ি, ইলিশ এ পর্যন্ত পাড়ায় কোনও বাড়িতে একসঙ্গে হয়নি, তার উপর খাসির মাংস, জিরা রাইস। রাজভোগ, আমসন্দেশ, লেডিকেনি, খেজুরগুড়ের সন্দেশ। সবকিছুর আভাস পেয়ে যাওয়ার পর পাড়ার লোক আর কৈলাসবাবুকে বলতেই পারেনি, 'কৈলাসবাবু, সাউন্ডটা...'

বাবাই সারাটা দুপুর ঘাম ঝরিয়ে নেচে নেচে সন্ধে নামার একটু পরে দশাসই কালো ডিজে বক্সগুলোর সামনে শরীর এলিয়ে দেয়। রাজীব, খোকন, অনয়, বিনু, মান্তু ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এক রাতে তিন বোতল স্যালাইন টেনে সকালের দিকে চোখ খুলেই বলেছিল, 'ডিজে শেষ!'

লতার কিচ্ছু করার থাকে না। বিয়ের পর পর বাবাইয়ের জন্মের দু'বছর হয়নি, বিশু মরে গেল। লোকে বলে লিভার পচে বিশু মরেছে। কেউ বলে লাংস ব্রাস্ট করে মুখে রক্ত উঠে মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই বাবাই একা লতার জীবনে। বাবাই ছাড়া তাঁর কেউ নেই, লতা ছাড়া অবশ্য গোটা পাড়া আছে বাবাইয়ের জন্য।

রাতের আকাশে তালে তালে সার্চলাইট জ্বলছে-নিভছে দেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলে লতা বলে, 'রাত অনেক হল। বাবাই চ ঘুমিয়ে পড়ি।' 'ডিজের লাইট!' বাবাই আক্ষেপ ভরা গলায় বলে।

বিছানায় শুয়েও বাবাইয়ের কোমরটা নাচে। হাত-পা নড়েচড়ে ওঠে। দূরের আকাশের মেঘের গায়ে ডিজের সার্চলাইট বাবাইয়ের মনে তরঙ্গ তোলে। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু কোথা থেকে বিটগুলো এসে বাবাইকে ছন্দে ছন্দে নাচিয়ে যায় কে জানে!

এরপর ষোলোর পাতায়

অন্য বনলতা

শ্বেতা সরখেল

রূপা নামটা খুব শখ করে রেখেছিল অভয়া আর তিমির। রুপোর মতোই ঝকঝকে মিষ্টি একটা মেয়ে হয়েছে তাঁদের। কিন্তু বছর তিনেক বাদে বোঝা গেল রূপা আর পাঁচটা স্বাভাবিক শিশুর মতো নয়। ওর বুদ্ধি, বোধ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা কোনওটাই সঠিকভাবে বিস্তার লাভ করেনি। শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শমতো শুরু হল চিকিৎসা। রূপা যখন ছয়, তখন তাকে ভর্তি করা হয় স্কুলে। কিন্তু স্কুলে যেতে মন চাইত না ওর। বড়রা কী করতে বলে, কী করতে বারণ করে— সব বেরিয়ে যেত মাথা থেকে। মগজে ঢুকত না কিছুই। এভাবে জোর করে আরও তিনটে ক্লাস পড়ানো হল মেয়েকে। তারপর আর স্কুলে পাঠানো গেল না রূপাকে। বাড়িতে গল্প পড়ে পড়ে শোনানো হত ওকে। ড্রয়িং খাতা, রং পেনসিল এসব দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হত। আসলে নানাভাবে ব্যস্ত রাখা আরকি।

এখন রূপা বড় হয়েছে। শরীরে ও মনে। সন্ধিক্ষণের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে আর পাঁচটা মেয়ের মতো রূপার চলনবলনের ভঙ্গিমা যে স্পষ্টতই আলাদা, সেটা কাউকে আর বলে দিতে হয় না। সামান্য বিষয়ে অতিরিক্ত হাসি কিংবা একটু শক্ত কথা বললেই কেঁদে ভেঙে পড়ার মতো ঘটনা প্রাত্যহিক যাপনের অঙ্গ হয়ে গেছে। এতদিনে তিমির আর অভয়াও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে মেয়ের আচার-আচরণের ব্যাপারে। ডাক্তারের পরামর্শমতো চলছে বিভিন্ন থেরাপি। কিন্তু যার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট এতটাই কম, তাকে তো আর স্বাভাবিক করে তোলা যায় না, তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।

সমস্ত পিপাসা মেটানোর চাবিকাঠি যেন লুকিয়ে রয়েছে জয়ের বুকের খাঁচার রুপোর কৌটোয়। অন্তত এমনটাই ধারণা বোধ-বুদ্ধিতে কমজোরি এই স্বপ্ন দেখা মেয়েটির মনে। আসলে শরীর ওর মনকে এখন পরিচালিত করে অজান্তেই।

অভয়াদের দোতলা বাড়ি। একতলাটা বরাবর ভাড়া দেওয়া হয়। এখন আছে জয়রা। বছর পঁচিশের জয়ের বাবা নেই। মা আর ও থাকে এখানে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে জয়। ফলে বদলি হতে হয় বছর দুই পর পর। কোচবিহার থেকে বদলি হয়ে জলপাইগুড়িতে এসেছে। জয় এ বাড়িতে আসার পর থেকে রূপার মনটা বেশ খুশি খুশি থাকে সব সময়। এমন বয়সে এটাই স্বাভাবিক। জয়ের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু কেন যে জয়কে ওর এত ভালো লাগে তা ঠিক বোঝে না রূপা। ওর মনে হয় জয় যেন রূপকথার রাজপুত্তুর। কেন মনে হয়? জয় তো আর সত্যি সত্যি রাজপুত্তুর নয়!

রূপার শরীরে এখন নদী খেলা করে। জয়ের প্রতি তীব্র টানকে ও আর কোনওমতেই উপেক্ষা করতে পারে না। ঢেউ খেলে যায় ওর সর্বাঙ্গে। ঝরনা নামে মনের অলিন্দে। কত কালের কত না তৃষ্ণা জীবনে বাকি পড়ে ছিল ওর। কত না-বলা কথা! সমস্ত পিপাসা মেটানোর চাবিকাঠি যেন লুকিয়ে রয়েছে জয়ের বুকের খাঁচার রুপোর কৌটোয়। অন্তত এমনটাই ধারণা বোধ-বুদ্ধিতে কমজোরি এই স্বপ্ন দেখা মেয়েটির মনে। আসলে শরীর ওর মনকে এখন পরিচালিত করে অজান্তেই। এতকাল কোনও পুরুষসঙ্গ পায়নি। তাই নিজেও জানত না এ শিহরণের অর্থ কী। এখন বোঝে। হরমোনের ছুটোছুটি ওর শরীর আর মনকে ধাবিত করে এক অমোঘ আকর্ষণের দিকে।

-জয়দা, তোমার কলমটা আমাকে দেবে?

-নেবে? নাও না। কিন্তু পেন দিয়ে তুমি কী করবে?

রূপা আমতা আমতা করে বলল, 'খে... খে... খেলব।' জয় একটু অবাক হলেও রূপার কাছ থেকে এমন কথা শোনা তাঁর খুব আশ্চর্যের মনে হল না। পেনটা রূপার দিকে এগিয়ে দিল। রূপা কলমটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সোজা নিজের ঘরে। সে পেনটা জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে বেশ কয়েকটা চুমু খেল কলমের গায়ে। জয়কে জড়িয়ে ধরার সাহস যে কোনওদিন হবে না, তা বেশ বুঝে গেছে রূপা।

এরপর ষোলোর পাতায়

সেই গন্ধটা

শৌর্য চৌধুরী

প্রথমেই যেটা নাকে এল সেটা একটা বীভৎস গন্ধ। আমার এই বাসস্থানের প্রত্যেকটি অংশ আমি নিজে প্ল্যান করে বানিয়েছি। পুরো টাকাটাই সরকারি কোষাগার থেকে এসেছে। মিডিয়ায় চাউর করে দিয়েছিলাম যে একটা নতুন প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস না বানালে আমার পক্ষে আমার প্রাণের প্রিয় নাগরিকদের ভালো রাখা সম্ভব হচ্ছিল না— না করলেও অবশ্য কিছু যেত আসত না। আমার বিরুদ্ধে কথা বলার মতো আর কেউ বেঁচে নেই, বা এ দেশে নেই। মানে এখনও অব্দি ছিল না...

আমার স্টাডি রুমের বিশাল জানলা দিয়ে বাইরের কেয়ারি করা বাগানটা দেখছিলাম। মাঝের ফোয়ারায় আলো জ্বলছে, থরে থরে কৌশলে সাজানো আরও অনেক আলো একটা মোহময় আবহ তৈরি করেছে, সুরক্ষাবাহিনীর দু'জন গার্ড টহল দিচ্ছে, চারদিকে আমার প্রিয় সুগন্ধ খেলে বেড়াচ্ছে। আমারই নির্দেশে এই প্রাসাদের আটান্নটি ঘর, বাগান, জিম, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদিতে সারাদিন কৃত্রিম ভেন্ট থেকে অষ্টপ্রহর এই গন্ধ স্প্রে করা হয়। সুগন্ধের প্রতি আমার টান সেই ছেলেবেলা থেকে।

রাজধানীর এই চত্বরে সবটাই ম্যানিকিওর্ড, সাজানো, সুন্দর। বাকি শহরে মানুষ নোংরার পাহাড়ে ডুবে গেলেও এখানে কিছু বদলায় না। দেশে মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গেলেও আমার জন্য আসা আরব দেশের খেজুরের আমদানি বন্ধ হয় না। রাজধানীতে বিদ্যুৎ না থাকলেও আমার বাগানের ওই আলোগুলো যতক্ষণ আমি চাইব, জ্বলবে।

বহুদিন পর অবশ্য একটা চ্যালেঞ্জ এসেছে, ভালোই লাগছে। বাইশ বছর এ

আমারই নির্দেশে এই প্রাসাদের আটান্নটি ঘর, বাগান, জিম, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদিতে সারাদিন কৃত্রিম ভেন্ট থেকে অষ্টপ্রহর এই গন্ধ স্প্রে করা হয়। সুগন্ধের প্রতি আমার টান সেই ছেলেবেলা থেকে।

দেশের রাষ্ট্রপতি আমি, তার আগে পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলাম। ওই একবারই ভোটে লড়েছিলাম, আর কোনওদিন লড়ব না ঠিক করে নিয়েছিলাম শুরুতেই। ধীরে ধীরে নিজের লোকেদের দিয়ে মন্ত্রীসভা ভরেছি, সংবিধান বদলেছি, দেশের সেরা শিল্পপতিদের এবং সামরিক বাহিনীর কর্তাদের নিজের দলে করেছি, ভোট ব্যাপারটাই তুলে দিয়েছি...

দরজায় টোকা পড়ল। চিন্তার স্রোতে ব্যাঘাত ঘটল, 'কাম ইন...'

জেনারেল-ডি ভিতরে এসে আমাকে স্যালুট ঠুকল, 'কমান্ডার, সুমোকে নিয়ে এসেছি। আপনি দেখা করবেন বলেছিলেন... বিফোর এক্সিকিউশন...'

-ইয়েস... হ্যাভ ইউ কট দ্য এন্টায়ার অপারেশন? সব কথা বার করতে পেরেছ ওর থেকে?

-মোর অর লেস, স্যর। নেটওয়ার্ক রিডেম্পশনের অনেকে আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে গেছে, কেউ কেউ বিদেশে চলে গিয়ে থাকতে পারে... কিন্তু আপাতত কোনও ভয় নেই...

এরপর ষোলোর পাতায়

জানলাটা খোলা আছে

শাশ্বত বোস

ঘুম ঘুম ভোরের এই সময়টায়, এ বাড়ির পিছনের গঙ্গার ঘাটটা, রোজ রোজ যেন আরও মায়াময় হয়ে ওঠে। মানুষ আসলে কীভাবে বাঁচে, তা বোধহয় সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়, এই সময়টায়, ওই ঘাটটাকে দেখলে। এসময়ে পাশের বাড়ির নির্বোধ কার্নিশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, অন্ধ কোনও মানুষের অচেনা ভায়োলিন। নদীর পাড়ে আদি অনতিকাল ধরে একা হয়ে পড়ে থাকা এই ঘাটটার বুকে, তখন যেন কুয়াশা বাসা বাঁধে। রোজ ভোরে এই ঘাটে কত মানুষ আসে। কেউ আসে চান করতে, কেউ আসে মঙ্গল কাজের জল সইতে। পাশের শ্মশানে চিতা নিভে আসে এসময়। দাহ কাজ সেরে শরীর ও মনের ময়লা ধুতে আসে কেউ কেউ। এ বাড়ির দক্ষিণ দিকের শেষতম ঘরটার জানলার বাইরে, মানুষ ঘাটটাকে ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছেমতন করে। ঘাটের পাশে মুখ গুঁজে, একান্তে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো বট হয়তো এদের সকলকে চেনে। হাজার বছর ধরে, সে সাক্ষী থেকেছে এদের জন্ম-মৃত্যু, সব শুভ-অশুভর। যুগ যুগ ধরে এই ঘাট থেকে মানুষের শ্রাদ্ধ সেরে, মানুষই ফিরেছে সাদা কাপড়ে। আবার যে ঘাটে শ্রাদ্ধ সে ঘাটেই তো প্রেমের কুন্দ ফোঁটে রোজ! এসময়টায় এমনকি আরও ভোরে, প্রায় ব্রাহ্ম মুহূর্তে, পাশের বাড়ির চশমা পড়া মেয়েটা ছাদে ওঠে। ভোরের বাতাস বুক ভরে নেওয়ার আছিলায়, অভিরূপের জানলায় চেয়ে থাকে সে এক দৃষ্টে। গোল গোল কাচের আড়ালে স্পষ্ট দুটো চোখে, তখন যেন নান্দনিক নৈঃশব্দ খেলা করে যায়। ঠিক কবিতার মতো! এমনটা তো আজ নতুন নয়। আজ প্রায় তিরিশ বছর ধরে রোজ মেয়েটা এভাবেই ছাদে ওঠে, তাকিয়ে থাকে এই জানলাটার দিকে।

'আপনার নাম কী?'

'আমি Matelly AI, মিউজ স্পার্ক মডেলে তৈরি। তোমার নাম?'

'আমি অভিরূপ পোদ্দার। একটা ব্লু চিপ কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট লেভেলে আছি।'

'বলো আমি তোমায় কীভাবে সাহায্য করতে পারি? কোনও কর্পোরেট ড্রাফট করে দেব?'

'না, আপাতত আফটার ফর্টি একজন পুরুষের একাকীত্ব নিয়ে কিছু বলো!'

'চল্লিশের পর পুরুষের একাকিত্বটা খুব অদ্ভুত। কুড়িতে একাকিত্ব মানে প্রেম নেই, তিরিশে মানে সাফল্য নেই। কিন্তু চল্লিশের পর একাকিত্ব মানে, সব থেকেও যেন কিছু নেই। এই বয়সে একজন পুরুষের চারপাশে সব থাকে। কিন্তু তাঁর কথা শোনার মানুষ আস্তে আস্তে কমে যায়। কেউ জিজ্ঞেস করে না, তুমি কেমন আছ? বন্ধুরা হারিয়ে যায়! নিজের সাথেই নিজের দূরত্ব তৈরি হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়, আমি কোথায় হারিয়ে গেলাম? যে ছেলেটা গিটার বাজাত, যে ছেলেটা পাহাড়ে যাবে ভাবত, সে এখন যেন শুধু দায়িত্ব পালনের পরাকাষ্ঠা। নিজের স্বপ্নগুলো এখন নিজের কাছেই বোকামি মনে হয়। এই একাকিত্ব চিৎকার করে না, এটা নিঃশব্দে ভেতরে বসে থাকে। এই সময়ে পুরুষের আসলে একজন সঙ্গী লাগে না, একজন শ্রোতা লাগে। যে বলবে না এটা করো, ওটা করো,

যে ছেলেটা গিটার বাজাত, যে ছেলেটা পাহাড়ে যাবে ভাবত, সে এখন যেন শুধু দায়িত্ব পালনের পরাকাষ্ঠা। নিজের স্বপ্নগুলো এখন নিজের কাছেই বোকামি মনে হয়।

শুধু শুনবে। বিচার করবে না। তুমি কি এই সময়টার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ? চাইলে বলতে পারো, আমি শুনছি।'

'হয়তো! এটাকে মেডিকেল টার্মে কী বলে?'

'চল্লিশের পর পুরুষের এই একাকিত্বটা বেশ কয়েকটা অবস্থা মিলে তৈরি হয়। মেডিকেলে এর জন্য কয়েকটা টার্ম ব্যবহার হয়, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল Andropause বা Late-Onset Hypogonadism। চল্লিশের পর টেস্টোস্টেরন ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এর ফলে মুড সুইং, ক্লান্তি, ঘুম কম, একা থাকতে ভালো লাগা, আগ্রহ কমে যাওয়া, এগুলো দেখা যায়। যদি এটা দীর্ঘদিন থাকে তাহলে সেটা ডিপ্রেশনের দিকে যেতে পারে। তুমি চাইলে আমি কলকাতার ভেতর কিছু ভালো সাইকোলজিস্টের খোঁজ তোমায় দিতে পারি...'

এআই প্রম্পটে সাজানো কথাগুলো, একটা অগভীর স্তব্ধ দৃশ্যমুখের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় অভিরূপকে। নাভিমূল থেকে উঠে আসে অগভীর এক দীর্ঘশ্বাস। পুকুরে চওড়া করে ফেলা জাল গুটালে মাছেদের মাথার উপর আকাশ যেমন ছোট হয়ে আসে, ঠিক তেমন এক শ্রান্তি ও দুর্বলতার বোধ নিয়ে ফোনটা অফ করে দেয় অভিরূপ, অ্যাপ থেকে লগ আউট না করেই।

বাড়িটা বানিয়েছিলেন অভির ঠাকুরদাদা। চন্দননগরের গঙ্গার ধারে প্রায় চার কাঠা জমির ওপর গড়ে তুলেছিলেন এই পেল্লায় বাড়ি। সে-ও ইদানীং কী নিঃসঙ্গ। ঠিক শান বাঁধানো ওই ঘাটটার মতোই! এ বাড়ির বাগানে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে বেড়ে ওঠা গাছপালাগুলোও ভারী একা এখন। ওদের খেয়াল রাখবার আর কেউ নেই তেমন। তবু ছুটির দিনে দুপুরবেলা, নদীর দিক থেকে বয়ে আসা একটা সহজাত ধ্বনিহীন বাতাসের দিকে মেলে দেওয়া ওদের ডালপালার আড়াল থেকে, একটা নামহীন বিদেশি পাখির সুর শুনতে পায় অভিরূপ। খোলা জানলার প্রাচীন কপাট বেয়ে দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমে আসে এরপর। একজন চিন্তাশীল মানুষকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করবে, এমন পসরা ফুরিয়ে আসে ক্রমশ। সেই বিকেলটায় তুমি সারাদিন কী করলে, কী খেলে, ঠিক কার কার কথা ভাবলে, পড়ন্ত দুপুরের ঠা-ঠা রোদে পুড়ে জ্বর বাঁধালে কি না, সেসব দেখতে তখন আর কেউ আসে না।

খুব সত্যি বলতে গেলে বাড়িটার সঙ্গে, বাড়িটার সাথে জড়িয়ে থাকা সব সাকার কিংবা নিরাকার প্রাত্যহিকতার সঙ্গে, বাড়িটার আত্মার সঙ্গে, যেন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন অভির মা। সেইসঙ্গে হয়তো কিছুটা অভির বাবাও। কিন্তু পুরোদস্তুর বাড়িটার মালিক-মালকিন হয়ে ওঠার আগেই, ওরা দুজন, ওদের চার বছরের একরত্তি শিশুকে ফেলে রেখে হারিয়ে গেলেন পাহাড়চুড়োর আড়ালে। অত ছোট বয়সের স্মৃতি, এখন আর তেমনভাবে অভির মন আর মাথায় ভিড় করে আসে না। পিছন ফিরে এক নজর তাকালে শুধু মনে হয়, গেলাসভর্তি জলে কম বেশি নুন-চিনি-হলুদ-ধুলো-বালি মিশে এক বিচিত্র তরল তৈরি হয়েছে।

১৯৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর, যোশীমঠ থেকে যে দলটা

এরপর ষোলোর পাতায়

বাবাই ডিজে

পনেরোর পাতার পর

পাড়ার পুজোয় ডিজে হবে বলে খুব আশায় ছিল বাবাই। সারাদিন সারারাত ধরে নাচবে। এমনিতে তো জীবনের ছন্দ ধরা বাবাইয়ের মতো নির্বোধের কম্ম নয়। একমাত্র ওই ডিজে বাজলেই জীবনের একটা ছন্দ খুঁজে পায়। গানের মাঝে মাঝে 'ডিজে! ডিজে!' শুনলে কোথাকার প্রাণশক্তি যেন এসে জড়ো হয়। সারা শরীরের শিরাধমনী দিয়ে একটা ছলকে ওঠা আনন্দ ঘুরে বেড়ায়। কে যেন হাত বাড়িয়ে তাকে নাচের আসরে নিয়ে যায়।

পুজোর সেক্রেটারি রাজীব মিটিংয়ে জানালেন, আর যাই হোক এবার ডিজে হবে না।

সবাই এ-ওর দিকে তাকায়। বয়স্করা স্বস্তি পায়। রাজীব গম্ভীর হয়ে বলে, 'বাবাইয়ের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়বে। লতা মাসিরও চিন্তার শেষ থাকে না।'

মিটিংয়ের আলোচনা বাবাই বাড়িতে এসে লতার কাছে বলতে বলতে কাঁদে আর ফোঁপায়, 'এবার ডিজে হবে না।'লতাও কাঁদে। পাড়ার ছেলেদের বাবাইকে ভালোবাসার কথা ভেবে অজানা কারও কাছে কৃতজ্ঞ হয়। বাবাই কারও কেউ না। কম বুদ্ধির এক গরিব ছেলে। তবুও সবার ভালোবাসা ছিনিয়ে নিতে জেনে গেছে কীভাবে!

ঘুমন্ত বাবাইকে দেখলে খুব মায়া হয়। বিশুর মুখ বসানো। বিশুর সব ভালো ছিল, খারাপের মধ্যে কেবল ওই মদ। গাড়ির কনডাক্টর ছিল। কামাই খুব কম ছিল না। লতার জন্য হাতে করে কত জিনিস আনত। নেপালের হাওয়াই চপ্পল, সুইস দেওয়া ছাতা, শাড়ি, নাইটি, টিপের পাতা, নেলপলিশ। সব এনে দিত। কিন্তু নিজের জন্য খান কয়েক চপ আর বাংলা বোতল।

খেয়ে খেয়ে নেশায় চুর হয়ে কতদিন সারারাত খোলা উঠোনেই শুয়ে থাকত। সকালে চোখে রোদ এসে পড়লে উঠে বাকি মদটুকু মুখে ঢেলে নিয়ে স্নানে যেত। তারপর তো গাড়ির ডিউটি। কতদিন রাস্তায় পড়ে গিয়ে মাথা মুখ কেটে বাড়িতে এসেছে। গাড়ির স্টাফরা বাড়ি বয়ে দিতে এসে বলত, 'বিশুদার সব ভালো, কিন্তু লিমিট জানে না। গাড়ির স্টাফ মাল খাবেই। আমাদের হয়ে গেলে আমরা গেলাস উলটে দেই। বিশুদার গেলাস উলটায় না কখনও, বিশুদাই উলটে যায়।'

লতা কখনও ভেবে ভেবে তল পায়নি- বিশু কেন এত মদ গেলে! গাড়ির স্টাফদের সবারই যা থাকে বিশুরও তাই ছিল। ইটের দেওয়ালের অ্যাসবেসটর ছাওয়া চাল, লতার মতো হালকাপাতলা বৌ। একটা ছেলেও হল। আর কী! আর কী চাই! লতা কোনওদিন বোঝেনি। তবে পাশের বাড়ির ননদ রত্না বলেছে, 'না গো বৌদি। নিশার জন্য কারণ লাগে না। নিশাই আসল কারণ। মানুষ নিশার জন্যই নিশা করে। দারু খায়, ভাং খায়, গাঁজা খায়, পুরিয়া খায়। তোমার কোনও দোষ নাই গো।'

চৌকির উপর ঘুমন্ত বাবাই যেন একবার ফুপিয়ে উঠল। বন্ধ নিঃশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। আজকাল এমন হয়েছে, অনেকেই বাবাইকে বাবাই বলে ডাকে না। কেউ বলে 'ডিজে বাবাই', কেউ বলে 'ডিজে'। লতা এসব কথা ভাবতে ভাবতে একটু দম বন্ধ করে থমকে যায়। 'আচ্ছা! বিশুর মদের মতো, বাবাইয়েরও ডিজেটা নেশা হয়ে ওঠেনি তো!'

দুর্গাপুজো শেষ। দশমীতে লতা বাড়িতে বসে থাকে। পাড়ার সবাই প্রতিমার পায়ে সিঁদুর ছোঁয়াতে যায়। তার যাওয়া হয় না। ছেলেকে জাপটে ধরে জানলা খুলে বসে থাকে। জানলার সামনের রাস্তা দিয়েই সারা জগতের হইহট্টগোল। একান্ন ঢাকি ঢাক বাজিয়ে পাড়ার প্রতিমা নিরঞ্জনে চলে গেল। বাবাই দেখল। লতা দেখল। কোনও কোনও প্রসেশনে মাইক বাজছে। বাবাইয়ের জন্মের বহু আগের সব গান। 'ও খাইকে পান বেনারসওয়ালা'। বাবাইয়ের ভিতরটা যেন ঝাঁকি মেরে ওঠে। হাত-পা নিজের বসে আর থাকতে চায় না। সেটা মিলিয়ে যেতেই আবার শুনতে পায়- 'দো ঘুট পিলা দে স্যারাবি'। বাবাইয়ের মাথার রক্ত লাফায়।

পাড়ার সবাই দশমীর ঘাটে চলে গেছে। লতা তাকে আগলে ধরে বসে ছিল। প্রতিবার দশমীতে নদীটায় কেউ না কেউ ডুবে যায়। একটা চোরাস্রোত থাকে নদীতে। কতবার হয়েছে নিখোঁজ মানুষের বডি ভেসে উঠেছে আড়াই কিলোমিটার দূরে খিদিরপুর শ্মশান কিংবা কংগ্রেসঘাটে। কখনও তো বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশে ভেসে ওঠে।

মাঝে মাঝে একটা-দুটো ক্লাবের প্রতিমা যাচ্ছে। পাড়ার চায়ের দোকান ফাঁকা। কারা যেন সেখানে জিলিপির দোকান দিয়েছে। আশি টাকা কেজি। অল্প অল্প ভিড় হয়েছে। কেউ আড়াইশো, কেউ হাফ কেজি জিলিপি কিনে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। বাবাই পেছনের দিকের বেঞ্চে চুপচাপ বসে আছে। দূর থেকে বিট ভেসে আসছে। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলোর ওঠানামা। মাতালদের নাচ। কয়েকজন মাঝবয়সি ও বয়স্ক তাদের রাস্তার মধ্যে আটকে রাখতে চাইছে। ডিজের সঙ্গে নাচতে নাচতে কে কোথায় ছিটকে যাচ্ছে কেউ জানে না। তাদেরই কেউ বাবাইকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে- ডিজে! ডিজে!

বাবাই সবার অলক্ষ্যে নাচতে নাচতে ভিড়ে মিশে যায়। ছোট শহরের অনেকেই চেনে ডিজে বাবাইকে। 'কামারিয়া! কামারিয়া! গোলে গোলে ডোলে রাজাজি'র তালে তালে সার্চলাইট আকাশ ফেড়ে দিচ্ছে। বাবাই নাচতে থাকে। প্রসেশন এগিয়ে চলে। রাস্তা ভেসে যায় ভোজপুরি উন্মাদনা ও আবগারি মেজাজে।

রাত দশটায় দশমীর ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায়, মোড়ে, ফাঁকা ছিন্নভিন্ন পুজো প্যান্ডেলে। সবাই চুপচাপ। লতা গলা চিরে ফেলে ডাকে, 'বাবাই! বাবাই!' উদ্ভ্রান্তের মতো খুঁজে চলে। পাড়ার প্রতিমা নিরঞ্জনের পর সবাই ফিরে এসেছে। রাজীব, খোকন, অনয়, অশোক, চাঙ্কি একটু নিরিবিলিতে লাল মদ আর চিপসের প্যাকেট খুলে বসেছিল। দূর থেকে উদ্ভ্রান্ত লতাকে দেখতে পেয়ে চলে আসে। বাবাই নেই!

কেউ বলছে চায়ের দোকানের বেঞ্চে একা চুপচাপ বসেছিল। কেউ বলছে বাড়ি ফিরে গেছে। সরোজ দাসের ইংলিশ মিডিয়ামে ক্লাস সেভেনে পড়া মেয়ে ত্রিজিতা ব্যালকনি থেকে দেখেছে সূর্যসাথী ক্লাবের প্রসেশনের সঙ্গে নাচতে নাচতে বাবাই চলে গেছে।

থানায় মিসিং ডায়েরি হল। পুজোয় বাঁচা টাকা থেকে বাবাইয়ের ছবি সহ 'সন্ধান চাই' হ্যান্ডবিল ছাপানো হল। জেলার বিভিন্ন রেলস্টেশনে, বাসস্টপে, মোড়ে মোড়ে বাবাইয়ের ছবি টাঙানো হল। রাজীব, অনয়, অশোক পাগলের মতো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়ে হ্যান্ডবিল বিলোল। এত হ্যান্ডবিল, এত পোস্টার ছাপানো হয়েছিল যে অর্ধেকও খরচ হল না। সেই সব এনে রাখা হল লতার কাছে। মাস ঘুরে গেল বছরে। রাজীব ও পাড়ার ছেলেরা রথের দিন আবার খুঁটিপুজো করল। বাবাই কোথায় চলে গেল- সেই চিন্তা সবার কাছে পুরোনো হয়ে যেতে লাগল।

ডিজের শব্দ কোথাও থেকে ভেসে এলে শুধু লতাই মরিয়া হয়ে ওঠে। আপাত নিস্তব্ধ বুকে তরঙ্গ ওঠে। লোকের বাড়ির রান্নার কাজ সেরে সে নিজে বেরিয়ে পড়ে 'সন্ধান চাই' পোস্টার সঙ্গে নিয়ে। কোথায় বাদ গেছে ভেবে ভেবে, সেখানে পৌঁছে গিয়ে পোস্টার সাঁটে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। জেলার আশপাশের শহর-গঞ্জে চলে যায়।

তাঁর পোস্টার সাঁটা দেখে অশোক, অনয়, মান্তুরা নিজেদের মধ্যে বলে, 'ও কি আর ফিরবে! লতামাসির মাথাটা গেছে।' রাজীব নিস্পৃহ স্বরে বলে, 'থাক! একটা কিছু নিয়ে থাক।'

অন্য বনলতা

পনেরোর পাতার পর

তাই ওর এই এক-আধটা জিনিসই সই। জয় যখন টেবিলে ল্যাম্প জ্বেলে একমনে কাজ করতে থাকে ল্যাপটপে, তখন রূপার খুব ইচ্ছে করে জয়কে পেছন থেকে জাপটে ধরে। কিন্তু ততটা করতে সাহস হয় না। জয় যদি কিছু মনে করে! ও তো পড়াশোনা জানে না, কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। অমন মেয়েকে জয় ভালোবাসবে কেন? কিন্তু সমস্যাটা হল, তাহলে ওর মনের কথা জয়কে বোঝাবে কীভাবে? জয় বুঝতে পারছে সবটাই। রূপার শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ওকে প্রেমে পড়তে শেখাচ্ছে। রূপার এত কাছাকাছি আসাটা জয়ের যেমন পছন্দ নয়, তেমনই আবার ওর নিঃসঙ্গতা আর অসহায়তার কথা চিন্তা করে রূঢ় ব্যবহারে ওকে তাড়িয়ে দেওয়াটাও ঔচিত্যবোধে বাধছে জয়ের। ফলে জয় খুব মেপে চলে রূপাকে। রূপা অতশত বোঝে না। সুযোগ পেলেই জয়ের আশপাশে ঘোরাফেরা করে। অকারণে হাসে। খিলখিল করে। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে।

জয় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এত হাসছ কেন তুমি? এত হাসির মতো কোনও কথা তো আমি বলিনি!' রূপা হাসতে হাসতেই জবাব দিল, 'ওই যে তুমি বললে না, আমি নাকি খুব ভালো মেয়ে!' আবার বোকা হাসি হাসতে লাগল রূপা। হাসতে হাসতেই বলল, 'আমাকে তো কোনওদিন ভালো মেয়ে কেউ বলেনি, তাই। তুমি বললে বলে আমার খুব আনন্দ হল। তুমিও খুব ভালো জানো? আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।' আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রূপা। জয় একটু থতমত খেয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল এটা ঠিক হচ্ছে না। ওকে ভালোবাসার কথা বলার যেহেতু কোনও প্রশ্নই ওঠে না তাই ওকে ওর ভুল ভাঙানোর শিক্ষা দিতে হবে। ও যা যা ভাবছে, আর ওর শরীর মন ওকে যা যা ভুল বোঝাচ্ছে, সব ভেঙে দিতে হবে। তবে হ্যাঁ, খুব সূক্ষ্ম হাতে।

দিনের পর দিন জয়দা জয়দা করে অস্থির হয়ে চলেছে মেয়েটা। কখন জয় অফিসে যায়, কখন বাড়িতে ফেরে, কী কী খেতে পছন্দ করে, কী কী খায় না, সব রূপা মুখস্থ করে ফেলেছে। সারাদিন যখন জয় থাকে না, তখন কলমটাকে আদর করে মেয়ে। বুকে জড়ায়, চুমু খায়, কলমের গায়ে আলতো করে হাত বোলায়।

সেদিন সন্ধেবেলা ল্যাপটপে কাজ নিয়ে বসেছে জয়। রূপা ঘাড়ের কাছে এমনভাবে নিঃশ্বাস ফেলল যে জয় চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাল। অমনি রূপা একই রকম বেহিসেবি হাসি হেসে জয়ের পিঠে একটা বড় করে চাপড় মেরে বলল, 'ধাপ্পা।' জয় বিরক্ত হল বটে, কিন্তু রূপাকে কটু কথা বলার মতো মনের জোর তাঁর নেই, পাছে আঘাত পায় সাধাসিধে মেয়েটা। একটু কঠিন গলা করে কেবল বলল, 'তুমি এখানে বসো, আমি একটা জরুরি কাজ করছি।' পাঁচ মিনিটও বসতে পারল না রূপা। বলল, 'আজকে আর কাজ করতে হবে না, আমার সঙ্গে গল্প করো।' জয় ল্যাপটপে চোখ রেখেই বলল, 'কী গল্প করব?'

মনে মনে বলল, সত্যিই কি তুমি আড্ডা দিতে পারো? পারো তো না। কী বিষয়ে গল্প করব তোমার সঙ্গে, সেটাই তো জানা নেই আমার। রূপা আবার হাসতে লাগল আর শরীরটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি এনে বলল, 'ভালোবাসার গল্প করো। আমার শুনতে ইচ্ছে করে।' কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলল বটে, কিন্তু লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। জয় যে খুব একটা আশ্চর্য হল তা নয়, বরং কষ্ট পেল রূপার এরকম এক বেপরোয়া চাহিদার কথা ভেবে। যেখানে কিছু করার নেই সেখানে জয় কী উত্তর দেবে এ কথার?

চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে এবং ছেড়ে রূপার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তোমার তো বিয়ে হবে রূপা। কত সুন্দর বর হবে তোমার! কত বাজনা বাজবে, কত লোক আসবে, কত আলো জ্বলবে! তোমার বর গাড়ি চেপে তোমাকে বিয়ে করতে আসবে। আমি তো তোমার দাদা। এসব কথা কি দাদাকে বলতে আছে?'

রূপা আচমকা গম্ভীর হয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'কে বলেছে তুমি আমার দাদা? তুমিই তো আমাকে বিয়ে করতে আসবে গাড়ি চড়ে। আমি তোমাকেই বিয়ে করব।' আবার হাসতে শুরু করে বলল, 'আমি চুলে ফুল দিয়ে সেজে থাকব, লাল বেনারসি পরব, মাথায় মুকুট দেব। বল, কী সুন্দর লাগবে না আমাকে দেখতে?' জয় কিছু বলার সুযোগ পাওয়ার আগেই বলল, 'তোমার সঙ্গে গাড়ি চড়ে আমি চলে যাব শ্বশুরবাড়ি। তোমার জন্য রান্না করব, খাওয়াব, ইশ, কী আনন্দটাই না হবে জয়দা!'

সেদিন রাত্রে ঘুম এল না রূপার। জয়কে বিয়ে করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল। রাতে ঘুমোনোর সময় কলমটাকে বালিশের তলায় লুকিয়ে নিয়ে শোয় রোজ। আজ বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে আদরে আদরে মাখামাখি করতে লাগল কলমটাকে। মায়ের দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে এপাশে কলমকে আদর করতে করতে মনে মনে বলল, 'তুমিই আমার বর হবে তো জয়দা? খুব আনন্দ হচ্ছে আমার।'

জয় কীভাবে ওকে বোঝাবে কিংবা এড়িয়ে যাবে কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু রূপার স্বপ্নের এ মায়াজাল তো কাটতেই হবে, তাতে রূপা দুঃখ পেলেও কিছু করার নেই।

জয় বলল, 'রূপা, তোমাকে যে পেনটা দিয়েছিলাম, ওটা আমার ফেরত চাই। ওটা অন্য একজনের।' রূপা চমকে উঠে বলল, 'না না, ওটা আমি ফেরত দেব না। ওটা আমি কিছুতেই দেব না।' জয় ইতিমধ্যেই রূপার কাছ থেকে জেনে ফেলেছে যে ও ওটাকে জয়ের বিকল্প ভাবে। ফলে ওখানেই আঘাত হানতে হবে। জয় বলল, 'ওই কলমটা আমার নয়। ওটা যাঁর পেন, তাঁকে ফেরত দিতে হবে।' রূপা নাছোড়বান্দা। জয় কপট ধমকের স্বরে বলল, 'তুমি যদি ওটা ফেরত না দাও, তাহলে আমার কাছে আর কোনওদিন আসবে না।' এই শুনে রূপা কলমটা ফিরিয়ে দিল, কারণ এ শর্ত মেনে নেওয়া ওর পক্ষে আরও কঠিন, কিন্তু বুকের ভেতর থেকে খাঁচার পাখিটাকে উড়িয়ে দেওয়া কি অত সহজ? এরপর থেকে ওর আর মন ভালো নেই। জয়ের ওপর ভীষণ রাগ করে রইল কয়েকটা দিন। জয় খুশিই হল মনে মনে।

ঘটনার মাস দুয়েকের মধ্যে জয়ের বদলির খবর পৌঁছে গেল রূপার কানে। বাথরুমে গিয়ে একা একাই হাউ হাউ করে কাঁদল কয়েকদিন। কেউ কিচ্ছু টের পেল না। কিন্তু ওর বুকের ভেতর দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডটাকে কোন খাঁচায় বন্দি করবে বুঝতেই পারে না মেয়েটা। লোকচক্ষুর অন্তরালে ওর করুণ পরিণতি নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা থাকবে না সেটা বুঝে গিয়েছিল সে। সবটাই ওর একার লড়াই। একটা বহমান উদাত্ত নদীতে সহসা বাঁধ দিয়ে দেওয়া হল যেন। বালির তৈরি স্বপ্নের পাহাড় এক মুহূর্তে ধুয়ে গেল সমুদ্রের জলে কিংবা দমকা হাওয়ায় হঠাৎ করেই মাটিতে পড়ে গেল মা পাখির ছানাগুলো। কে বুঝবে ওর মনের অবস্থা?

জয় বদলি হয়ে চলে গেল দূরে। বাড়িটাও ছেড়ে দিল ওরা। পড়ে রইল রূপা। অন্তত কলমটাও যদি থাকত...

না, কলমটা থাকলে রূপা যে আরও জ্বলে-পুড়ে মরত, তা বোঝার ক্ষমতা ওর নেই। কিন্তু জয় বুঝেছিল। বুঝেছিল বলেই চেয়ে নিয়েছিল কলম। কারণ ওর যে বদলি হয়ে যাবে তা জয় জানত।

রূপার বুকের ক্ষতটা সারতে অনেক সময় লেগেছিল। এখন ও প্রৌঢ়া। অনূঢ়া তো বটেই।

সেই গন্ধটা

পনেরোর পাতার পর

-ঠিক আছে, নিয়ে এসো...

আমি সাম্যে বিশ্বাসী নই। সব মানুষ এক কেন হবে? তাহলে আর জীবনে চ্যালেঞ্জ কোথায়? আমি সোশ্যালিজমেও বিশ্বাসী নই, যদিও প্রথম দিকে তার বুলি কপচেছি, তবে ডারউইনের তত্ত্বে বিশ্বাস করি। সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, প্রসপারিটি অফ দ্য ফিটেস্ট। আজ আমাদের দেশের জিডিপি পৃথিবীর সেরা দশে নিয়ে এসেছি আমি। নিন্দুকরা বলে, এই এত বৈভব কিছু মানুষের মধ্যে সীমিত— ঠিকই বলে। আমি সেটাই চাই। অগুনতি গরিব, দুর্বল মানুষের ভিতেই দেশের বৈভব তৈরি হয়।

ঠিক তখনই নাকে কটু গন্ধটা এল। দেখলাম গার্ডরা একটা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের লোককে ভিতরে নিয়ে এসেছে। সৌম্যদর্শন। গালে কয়েকদিনের না কাটা দাড়ি। জ্বলজ্বলে চোখ। এ-ই সুমো। কোড নেম অবশ্য। আমার বিরুদ্ধে সর্বশেষ বিদ্রোহের মূল কান্ডারি। তার গা থেকেই গন্ধটা বেরোচ্ছে। সুমোকে আমার সামনের চেয়ারে বসিয়ে গার্ডরা বাইরে চলে গেল। আমার চোখে চোখ রেখে তাকানো এ দেশে নিষিদ্ধ। কিন্তু সুমো নিয়মের ধার ধারে না, সেটা আগেই জানি। তাই তার জ্বলন্ত চোখগুলোর দিকে আমিও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করলাম। পারলাম না।

গন্ধে অস্বস্তি হচ্ছিল। এসি চলা সত্ত্বেও জানলাটা খুলে দিলাম। একটা দমকা হাওয়া ভেসে এল বাগান থেকে, কিন্তু গন্ধটা গেল না।

একটা কিউবান সিগার ধরিয়ে সুমোর মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে ওকেও একটা অফার করলাম, যদিও ওর হাত শেকল দিয়ে বাঁধা। মাথা নেড়ে 'না' বলল উগ্রপন্থীটা। ওর মুখের কোণে লেগে থাকা হাসিটা অসহ্য লাগছিল। কাল ভোরবেলা ওকে আর ওর চারজন অ্যাসোসিয়েটকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে পাঠানো হবে। সেই লোকটা হাসলে বিরক্তিকর লাগারই কথা।

-তুমি কি সত্যি ভেবেছিলে গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্সের সরকারকে ফেলে দেবে?

উত্তরে সুমো কিছু বলল না। দেখলাম, আমার দিকে না তাকিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে।

মাথা গরম হয়ে গেল, 'লুক অ্যাট মি! আই অ্যাম টকিং টু ইউ!'

সত্যি বলতে কী, সুমোর রিডেম্পশন নেটওয়ার্ক এই দু'দশকে প্রথমবার আমাদের সরকারের ভিত কিছুটা নাড়িয়ে দিতে সফল হয়েছে। প্রথম শুরু হয় আমাদের কিছু কাউন্সিলারের খুন দিয়ে। তখন আমরা কেউই গা করিনি, কারণ এই ধরনের স্ফুলিঙ্গ দু'দশকে আমরা অনেকবার নিভিয়ে দিয়েছি ঠিকভাবে জ্বলে ওঠার আগেই। কিন্তু ধীরে ধীরে দেশের প্রতি প্রান্তে প্রতিবাদের অস্ফুট প্রকাশ দৃপ্ত হতে শুরু করল, পাশাপাশি একের পর এক অ্যাসাসিনেশন। জেনারেল-ডি'র ব্ল্যাক আর্মি হাজার হাজার, লাখ লাখ লোককে জেলে পুরল, মেরে লাশ ভাসিয়ে দিতে থাকল, দেশের সমস্ত জলাধার লাল হয়ে গেল— কিন্তু রক্তবীজরা যেন শেষ হয় না।

সেই সময় থেকেই একটা অদ্ভুত গন্ধের কথা কানে আসতে থাকল। মিছিল দমন করতে যাওয়া বাহিনী গন্ধে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আমার হোম মিনিস্টার ডেরিক হেসে বলল, 'এদের গায়ে এত গন্ধ, তুমি বরং বিনামূল্যে সাবান বিতরণের ব্যবস্থা করো, বিপ্লব থেমে যাবে!'

দু'দিন পর গাড়ি বিস্ফোরণে ডেরিক মারা গেল। একসঙ্গে উত্থান হয়েছিল আমাদের। ইনভেস্টিগেটররা রিপোর্ট করল যে ডেরিকের লিমুজিনে সেই একই বিকট গন্ধ পেয়েছে। আমরা জানতাম যে একটা মাথা না থাকলে এরকম নির্ভীক একটা বিপ্লব হতে পারে না। এই লোকগুলোকে আমরা অনেক আগেই মেরে ফেলেছি— ধনে-প্রাণে; এরা আত্মাহীন জীবন্ত প্রাণ হয়ে টিকে আছে, অনেকেই আমার পক্ষেই আছে তা-ও।

সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার আমি শিখে গেছিলাম আমার রাজত্বের একেবারে গোড়াতেই। সেখানেই প্রতিদিন প্রচার করে আমার দল— দেশের সুরক্ষা কীভাবে বিপন্ন, কীভাবে শুধু আমি থাকলেই এরা বেঁচে থাকবে, কীভাবে পৃথিবীর দরবারে অ্যাগ্নোরিয়া নাম কিনছে গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স আছে বলেই।

সেই মানুষগুলো আত্মা খুঁজে পেল কী করে?

'আমি না পারলেও, আমরা পারব।' সুমোর উত্তর ভেসে এল। মুখের কোণে হাসি লেগে আছে তাঁর।

-তুমি না থাকলে পারবে বলছ? আর পারলেও তোমার লাভ কী? তোমার বৌ ও ছেলে অলরেডি মারা গেছে, জানোই তো... আজ দুপুরে হাইওয়ে ৯-এ একটা অ্যাক্সিডেন্টে।

আমি আমার ছেলেকে আমার উত্তরাধিকারী হিসেবে এখনই তৈরি করছি, যদিও তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারা আমাকে সবসময় বিব্রত করে রাখে। নিজের লেগ্যাসি না থেকে গেলে কোনও কাজ করার মানে খুঁজে পাই না।

সুমো তখনও হাসছে, 'জানি, আগেই জানতাম এই দিনটা আসছে। আমার কাজ হয়ে গেছে তো। ওদেরও।'

গন্ধটা জোরালো হচ্ছিল, মাথাটা একটু ঘুরছে বোধহয়। রাগও বাড়ছিল।

-কী উলটো-পালটা বলছ বলো তো! তোমাদের দলের সমস্ত লিড অপারেটিভ আমাদের কবজায়। তোমরা দেশে যে প্যারালাল ইন্টারনেট সার্ভিসে তোমাদের বার্তা পাঠাতে, সেটা আমরা হ্যাক করে ফেলেছি গত সপ্তাহে। আর কী আছে তোমাদের কাছে?

সুমো এককালে আমার সরকারেই কাজ করত। আইটি হেড ছিল। বিদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এসেছে— আমারই দেওয়া স্কলারশিপে। দু'বছর আগে চাকরি ছেড়ে আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যায়। এরকম অনেকেই হয় অ্যাগ্নোরিয়াতে, তাই আমরা পাত্তা দিইনি। ইনফ্যাক্ট, ওর ব্যাপারে আমি জেনেছি সম্প্রতিই।

-আচ্ছা, একটা কথা বলো সুমো, এই দেশে তো অনেকেই ভালো আছে, স্বাচ্ছন্দ্যে আছে, এত মানুষকে ভালো রাখা সম্ভব না— সেটা তুমিও জানো...

ওর কাছে কেন আমি আমার এত বছরের কাজের, আমার দর্শনের ব্যাখ্যা দিচ্ছিলাম—কেন, নিজেই জানি না! যেন আমি কাঠগড়ায়, ও বিচারক। কেন জানি না, মনে হল এই গন্ধটাই দায়ী সবকিছুর জন্য।

সুমো প্রথমবারের জন্য গম্ভীর হয়ে গেল, যেন সত্যি মন দিয়ে ভাবছিল কী উত্তর দেবে সেটা।

-আপনি আমাদের আর মানুষ করে রাখেননি। যে কতিপয় মানুষ অ্যাগ্নোরিয়াতে ভালো আছে, তারাও যন্ত্র। আমাদের কোনও স্বাধীন মত নেই, প্রতিবাদের ভাষা নেই, প্রতি মুহূর্তে আমরা আপনার নজরদারিতে কাটাই। যে লক্ষ কোটি গরিব আপনাদের মতো বড়লোকদের সেবা করছে এখানে প্রতিদিন আধপেটা খেয়ে, তারাও যেন মেনে নিয়েছে এটাই নিয়ম, এটাই ভবিতব্য। আমি, আমরা অ্যাগ্নোরিয়াতে স্বাধীন হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে চাই— তখন আধপেটা খেলেও অসুবিধে নেই।

-তুমি কি মার্কসিস্ট নাকি? পৃথিবীর একটা সফল মার্কসিস্ট দেশ বলো তো? কোনওদিন মানুষ সমান হয়? এটা আমাদের ডিএনএ-তে নেই।

-আমি কোনও পুঁথিগত রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্বে বিশ্বাসী নই। সবাই সমান, এটাও মানি না, তবে সবার সমানভাবে ভালো থাকার অধিকার আছে— সেটা মানি। আর আমার ভালো থাকার সংজ্ঞাটাও আপনাকে বললাম। এবং শুধু আমি নয়... এখন অনেকেই...

আমার চুরুট শেষ হয়ে গেছিল। সুমোর মতো এরকম অনেকেই এসেছে, পরেও আসবে। ওর সঙ্গে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওদের থেকে যা জানার, জেনারেল-ডি তা সবটাই জেনে নিয়েছে। শরীরটাও খারাপ লাগছিল, ওকে বাইরে অপেক্ষমাণ গার্ডদের হাতে ফিরিয়ে দিতে বললাম।

সুমোও আর কথা বাড়াল না। মুখে লেগে থাকা এক চিলতে হাসিটা আমার স্টাডিময় ছড়িয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

অথচ গন্ধটা গেল না। অ্যাটেনডেন্টদের ডাকলাম। ডিপ ক্লিন হল ঘরটা তৎক্ষণাৎ, স্প্রে করা হল আমার প্রিয় সুগন্ধি। কিন্তু বোঁটকা গন্ধটা আরও বাড়তে লাগল। খবর পেলাম, পুরো প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে একই অবস্থা। গার্ডরা অস্বস্তি বোধ করছে, আমার আপ্তসহায়ক নাকি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

আকাশের এক কোণ তখন ফিকে হয়ে আসছে। সূর্যোদয়ে সুমো ও তার সঙ্গীদের মারা হল— খবর পেলাম। এ-ও খবর পেলাম যে, একটা বিশাল বিপ্লবী বাহিনী ধেয়ে আসছে আমার সাধের প্রাসাদের দিকে। দেশের প্রতি কোণে তাদের হুংকার শোনা যাচ্ছে। জেনারেল-ডি'র সিক্রেট পুলিশ কোনও অজ্ঞাত কারণে নাকি সেই খবর পায়নি। সে যখন এটা আমায় জানাতে এল, তখন ওর গা থেকেও যেন সেই একই গন্ধ আরও তীব্রভাবে ভেসে আসছিল। বোধহয়... বিপ্লবীরা এগিয়ে আসছে, ও না জানালেও বুঝতে পারছিলাম। কারণ, গন্ধের চোটে ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারাতে শুরু করেছি তখন।

জানলাটা খোলা

পনেরোর পাতার পর

শেষবারের মতন রওনা দিয়েছিল নন্দাদেবীর মেন পিকটাকে ছুঁয়ে দেখার উদ্দেশ্যে, সেই দলে অভির বাবা-মা ছিলেন। বিয়ের আগে পাহাড়ই তো ওদের একে অপরকে চিনিয়েছিল। সেসময়ে চন্দননগরের বুকে এই একটাই মাউন্টেনারিং ক্লাব ছিল, আর সেটা ছিল অভিদের পাড়ায়, গোঁদলপাড়া মনসাতলায়। অভির বাবা বরাবর হারিয়ে যেতে ভালোবাসতেন। সকাল-বিকেল ঘরে-বাইরে অজস্র পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, হারিয়ে ফেলতেন নিজের একান্ত ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি, ছোট-ছোট কথা, ভঙ্গিমা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ভীষণ অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড থাকতেন সব সময়। আলুথালু। চালচুলোহীন। বোহেমিয়ান। মাতাল! এটা অভি অনেক বড় হয়ে জেনেছে ওর কমলা পিসির কাছ থেকে। ওর মা নিশ্চয়ই ওর বাবাকে তাই একা ছাড়তে চাননি। সেদিনও নিশ্চয়ই এইরকম একটা মেঘের বুক চিরে বেরিয়ে আসা আলো, পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত উপত্যকাজুড়ে। দলটা ভোর ভোর বেরিয়ে পড়েছিল বেস ক্যাম্প থেকে, তারপর আর ফিরে এল না। বেমালুম মিলিয়ে গেল। বরফস্নাত হিমজ্যোৎস্না, সংযমী রাত আর মৃত্যুর ঘন নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে। পাশ কাটিয়ে। নীরবে। তবু অতটুকু ছোট্ট ছেলেকে ওরা ছেড়ে যেতে পারল সেদিন? এই যে ওকে একা করে দিয়ে যাওয়া কিংবা সুদীর্ঘকাল একা থাকতে বাধ্য করা, এই সবই আসলে এক ধরনের অসুখ বলে মনে করে অভিরূপ। সব মৃত্যুকে সামনে থেকে দেখা যায় না। প্রত্যক্ষ করা যায় না সব অসুখকে। এরকম অজস্র অসুখ, অজস্র মৃত্যু মিশে থাকে, প্রতিটি সুস্থ মানুষের গায়ে!

বাড়িটাকে এখন হোমস্টে করে দিয়েছে অভিরূপ, এক্সট্রা ইনকামের জন্য নয়। বুকিং আর ক'টাই বা হয়। নিতান্ত প্রাণহীন জড়বস্তু হলেও আসলে এই একা হয়ে যাওয়ার রোগটা যেন বাড়িটাকেও পেয়ে না বসে কোনওভাবেই, এটাই ভীষণ রকমভাবে চেয়েছিল ও। ঠিক যেমন ইদানীং ওর চল্লিশ পেরোনো জোড়াতালি দেওয়া জীবনটায়, ব্যথা-যন্ত্রণা-ভাঙা প্রেম আর নিশ্চুপ, নির্ভর এক নিঃসঙ্গতা এসে চেপে ধরে। ভাসো, ভা

জুড়ি

তুষারকান্তি ঘোষ

গতকাল শিবেনবাবুর ছেলে অনুপমের বৌভাতের অনুষ্ঠান ছিল। আমাদের সান্ধ্য আড্ডার পঞ্চপাণ্ডবের এক পাণ্ডব এই শিবেনবাবু। স্বাভাবিক কারণেই আমরা বাকি চার পাণ্ডবও সপরিবারে নিমন্ত্রিত। আমি ছাড়া বাকি তিনজন হলেন অনুপ সোম, সুধাময় দাস আর অতীন রায়। চাঁদা তুলে একটা ভালো উপহার কেনা হল। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক খুব গভীর, যা বর্তমানে বিরল। বিয়েতে আমরা সবাই বরযাত্রী হিসেবে নিমন্ত্রিত ছিলাম। বরযাত্রী হিসেবে আমাদের স্ত্রীরা যেতে পারেননি। এবার চার পরিবারের আট সদস্য একসঙ্গে একই অনুষ্ঠানে সমবেত হবেন, এটাই ছিল বড় আকর্ষণ। কিন্তু বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে!

বিয়ের দিন বাড়ি ফিরে মাঝরাতে আমার হঠাৎ জ্বর এল। জ্বর লাফিয়ে একেবারে ১০৪-এ উঠে গেল। স্ত্রী বললেন, এখন খুব ভাইরাল ফিভার হচ্ছে, মনে হয় কয়েকদিন ভোগাবে তোমায়। ভাইরাল ফিভারে শুনেছি অ্যান্টিবায়োটিকও কাজ করে না। শুধু জ্বরটা কমিয়ে রাখতে হবে।

এখন আইসব্যাগ পাওয়া দুর্লভ। তার পরিবর্তে এক ধরনের জেল প্যাক পাওয়া যায়। ডিপ ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে কপালে বা মাথায় ধরে রাখতে হয়। মাথায় আর কপালে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কুল প্যাক রেখে আর প্যারাসিটামল খেয়ে জ্বর নামিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই আবার লাফিয়ে বাড়তে শুরু করে। এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক উপসর্গ তো আছেই। এই বয়সে অসম লড়াইয়ে শরীরটা এত বিকল হয়ে গেল যে অনুষ্ঠানের দিন আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি চলে যেও, আমার যাওয়া হবে না।

গতকাল রাতে অতীনবাবু এসেছিলেন খোঁজ নিতে। তখন বলেছিলেন, 'দেখবেন, কাল হয়তো ঠিক হয়ে যাবেন।' কিন্তু ওঁর প্রার্থনা আমার রোগের উপশম করতে পারেনি। আজ সন্ধ্যায় আবার এলেন দেখা করতে। কিন্তু আমি যেতে পারব না শুনে অতীনবাবু কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। আরেকবার বললেন, 'আপনি কি একদমই যাওয়ার মতো অবস্থায় নেই? কাছেই তো অনুষ্ঠানবাড়ি, তাই বলছিলাম। না হয় ওখানে কিছু খাবেন না।'

আমি হেসে ফেলি ওঁর কথা শুনে। বললাম, আমার খাওয়া এমনিতেই খুব কম, আর বিয়েবাড়িতে তো যেটুকু মুখে না দিলে নয়, তাই দিই। যৌবনের বন্ধুদের সঙ্গে অনুষ্ঠানবাড়িতে খাওয়ার প্রতিযোগিতা হত। সেসব কথা মনে পড়লে এখন হাসি পায়। ভাবি, আমাদের জীবনে সব কিছুই মাপা আছে। কে, কীভাবে, কখন এবং কতটা ব্যয় বা সঞ্চয় করবে, তা নিজেকেই স্থির করতে হয়। শুধু খাওয়া নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সত্য উপলব্ধি করেছি। এখন আমার মন চাইলেও শরীর সহযোগিতা করছে না। এই বয়সে শরীরের ওপর জোর চলে না। আপনি বাকি সবার সঙ্গে যান, দেখবেন কোনও অসুবিধা হবে না।

এই কথাটা বলার কারণ, আজকাল উনি আমার ওপর বড় বেশি নির্ভর হয়ে পড়ছেন। অতীনবাবু এখন আমার এক দুর্বল জায়গা হয়ে উঠেছেন। উনি আগে এমন ছিলেন না। গত চার-পাঁচ বছর ধরে ওঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি। কথা সব সময় গুছিয়ে বলতে পারেন না। অনেক সময় ওঁর চিন্তা আর মুখের ভাষার সমন্বয় হয় না। পরিস্থিতি বিচার করতে ভুল করেন। আর এই জন্যেই অনেক সময় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। আমি ওঁর কথার উদ্দেশ্য খুব ভালো বুঝতে পারি। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই ওঁকে ভুল বোঝে। তার ফলে কখনও সাময়িকভাবে, আবার কখনও স্থায়ীভাবে কারও সঙ্গে ওঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আমি কাছে থাকলে ব্যাপারটা সহজ করার চেষ্টা করি। ওঁর মনের কথা আমি কীভাবে বুঝতে পারি, তা আমি নিজেও জানি না। হয়তো টেলিপ্যাথির প্রভাব আছে আমাদের দুজনের মধ্যে। এছাড়া অন্য কোনও কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

রসরঙ্গ

কে, কীভাবে, কখন এবং কতটা ব্যয় বা সঞ্চয় করবে, তা নিজেকেই স্থির করতে হয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সত্য উপলব্ধি করেছি।

অতীনবাবু আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন এসে আপনার স্ত্রীকেও আমাদের সঙ্গেই নিয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'ব্যস্ত হবেন না। অনুষ্ঠানবাড়ি তো কাছেই। আমার স্ত্রী একাই চলে যেতে পারবেন।'

উনি বললেন, 'ওটা আমাকেই ভাবতে দিন।'

উনি চলে গেলেন। আর আমিও পাশ ফিরে চোখ বুজে ঘুমোনোর চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। শরীরের ভালো-মন্দ অবস্থা মন বোঝে না। সে নিজের মর্জিতে চলতে থাকে। আর মজা হল, চোখ বুজলেই অবাঞ্ছিত চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু মধুর স্মৃতির দেখা মেলে না। যদিবা কখনও তার দেখা মেলে, সে ছবি এত ধূসর হয়ে থাকে যে মনে আনন্দের তেমন অনুভূতিই আনে না। আসলে মধুর স্মৃতির মাধুরী কর্পূরের মতো তীব্র ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু খারাপ অভিজ্ঞতার ছবি একটুও মলিন হয় না। তাকে সমূলে উৎপাটিত করা দুঃসাধ্যও বটে। অনেক চেষ্টা করেও আমি অন্তত পারিনি।

নানা কথা চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টের পাইনি। আমার স্ত্রী আমায় না জাগিয়ে ঘরের চাবি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। ঘুম এত গভীর ছিল যে আমার স্ত্রীর চলে যাওয়া বা ফিরে আসা, কোনওটাই টের পাইনি। আমায় ঘুম থেকে তুলে যখন দুধ-পাউরুটি খেতে দিলেন, তখন বুঝলাম আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম।

আমি বললাম, 'কখন গেলে আর কখন এলে, কিছুই টের পেলাম না।'

'ইচ্ছে করেই তোমায় ডাকিনি। অসুস্থ অবস্থায় ঘুম এলে বুঝতে হবে, রোগের প্রকোপ কমেছে।'

'দু'দিনেই কি আর কমে যাবে? স্বল্প হলেও এসব জ্বরের একটা মেয়াদ আছে। তবে ঘুমের জন্য কি না জানি না, এখন একটু ভালো লাগছে। তা, অনুষ্ঠান কেমন লাগল?'

'এখন আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। এসব কথা কাল হবে। এখন খেয়ে নাও। আমি অন্য কাজ সেরে এসে শুয়ে পড়ব।'

সুস্থ অবস্থাতেও কখনও স্ত্রীর অবাধ্য হওয়ার চেষ্টা করিনি, এখন তো অসুস্থ। তাই সুবোধ বালকের মতো খেয়ে আবার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম।

মিনিট পনেরো পরে স্ত্রী এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। এত নীরবতা আমার ভালো লাগছিল না। কিন্তু সাহস করে নীরবতা ভাঙতে পারলাম না। অসহযোগ আন্দোলন মনে হয় গান্ধিজি এঁদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। সেই আন্দোলনে ব্রিটিশ সিংহই পালানোর পথ খুঁজে পেল না, আমি তো কোন ছাড়!

হঠাৎ করে অনুপবাবুর একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাসি পেল। অনুপবাবু পুলিশে চাকরি করতেন, কিন্তু দারুণ রসিক লোক। সভা মাতিয়ে রাখতে ওস্তাদ। এক সন্ধ্যায় কোনও কারণে আমাদের আড্ডায় অনুপস্থিত ছিলেন। পরদিন যখন এলেন, সুধাময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল কী হল? এলেন না যে?'

সপাট উত্তর এল, 'অনুমতি পাইনি।'

'আপনারও অনুমতি লাগে? তার মানে আপনার মতো দুঁদে দারোগাও স্ত্রীকে ভয় পান?'

'স্ত্রীকে যে ভয় পায় না, সে পুরুষই না। শুনুন, আমার নাম অনুপ সোম, লোকে বলে আমি ছিলাম বদমাইশদের যম, কিন্তু বৌয়ের কাছে আমি এক গাছি লোম।'

কথাটা এখন মনে পড়ে যাওয়ায় হাসি পেল। হঠাৎ মনটা ভালো হয়ে গেল। ঈশ্বর ও ওষুধ উভয়ের প্রভাবে ঘুমও এসে গেল।

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। জ্বর আছে, তবে অনেক কম। পাশ ফিরে দেখি, স্ত্রী নেই। তার মানে দৈনন্দিন কাজে লেগে গেছেন। আমিও উঠেপড়ে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম চায়ের আশায়। একটু পরেই আমার স্ত্রী চা নিয়ে এলেন। সকালে ও বিকেলে একসঙ্গে চা খাওয়া আমাদের নিয়মের মধ্যে এসে গেছে।

শুধু আমার জন্য চা আনায় অবাক হয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার চা কোথায়?'

উনি বললেন, 'রান্নাঘরে রেখে এসেছি। সুমিত্রা সকালে ফোন করে জানিয়েছে যে ও আজ আসতে পারবে না। এখন তোমার সঙ্গে চা খেতে বসলে দেরি হয়ে যাবে। রান্না করতে করতেই চা খেয়ে নেব।'

সুমিত্রা আমাদের রান্নার ভার সামলায়। ছুটি সে কখনও নেয় না, এমনটা নয়। তবে আজ এত ব্যস্ততা কীসের? সব কিছু যেন ঠিক জায়গায় বসছে না। মনে হল, আমাকে এড়াতে চাইছে। কিন্তু কেন, সেই প্রশ্ন আমার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল। চাপাচাপি করে লাভ হবে না, তাই চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

দুপুরের খাওয়া শেষে বিছানায় শুয়ে ছিলাম। রোজকার মতো দুটো পান নিয়ে একটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আর একটা নিজের মুখে পুরে শুয়ে পড়ে বললেন, 'আজ আর যখন জ্বর বাড়েনি, তার মানে দু-একদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু ভুলেও আজ আড্ডা দিতে বেরোবে না।'

আমি বললাম, 'ফিট সার্টিফিকেট পেলেই না হয় যাব। কিন্তু কাল থেকে তুমি চুপ করে আছ কেন? বিয়েবাড়ি সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্যই করছ না।'

স্ত্রী বললেন, 'সেকথা না বলাই ভালো। কাল সব গোলমাল হয়ে গেছে।'

আমার মনে একটা কু-ডাক দিল। আমি বললাম, 'অতীনবাবু কিছু ভুল করেছেন নাকি?'

আমার কথা শোনা মাত্র আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ শুরু হয়ে গেল।

'উনিই তো একদম ডুবিয়ে দিলেন। সব ঠিকঠাক চলছিল। শিবেনবাবু একে একে সবাইকে নবদম্পতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। সবাই নবদম্পতির সুখী দাম্পত্য জীবনের কামনা করে চলে যাচ্ছিলেন। শেষে ছিলাম আমরা দুই পরিবার। ওঁর মাথায় কী ভূত চাপল কে জানে! এমন কথা বললেন যে শুনে উপস্থিত সকলে হতবাক। আর তার রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হল হাসাহাসি, ঠাট্টা আর টিটকিরি। অনুপমের এক বন্ধুকে বলতে শুনলাম, 'আর যেখানেই যাও ভাই অনুপম, স্ত্রীকে নিয়ে মন্দিরে কখনও যেও না।'

সুজাতা সঙ্গে সঙ্গে অতীনবাবুর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এল, আর ওঁদের সঙ্গে আমিও পালিয়ে এসে বাঁচলাম। খাওয়াদাওয়া মাথায়! শিবেনবাবু অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। তোমার অন্য বন্ধুরাও একে একে ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় আসতে আসতে সুজাতাকে অতীনবাবুর উদ্দেশে বলতে শুনলাম, 'আর কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যেও না। তোমার কয়েকজন বন্ধুর মধ্যেই মেলামেশা সীমাবদ্ধ রেখো। এর পরে রাস্তায় বেরোনো মুশকিল হবে।' কিন্তু অতীনবাবুর মুখে তখনও সেই এক কথা, 'আমি ভুলটা কী বললাম, সেটা বলবে তো?'

আমি বললাম, 'কিন্তু উনি কী বলেছেন, সেটাই তো বলছ না।'

'শুনবে, উনি কী বলেছিলেন? নবদম্পতিকে বলেন, 'আশীর্বাদ করি, সারা জীবন তোমরা দুজনে পায়ের জুতোর মতো থেকো।'

এবার আর হাসি চাপতে পারলাম না। জোরে হেসে ওঠায় আমার স্ত্রী অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি হাসছ?'

আমি বললাম, 'অনুষ্ঠানে এভাবে বলাটা ওঁর উচিত হয়নি, এ নিয়ে আমারও দ্বিমত নেই। যা সত্য বলে মানি, সেটাও সব সময় বলা যায় না। পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিচার করে কথা বলতে হয়। কিন্তু ভেবে দেখো, এক জোড়া জুতোর চেয়ে ভালো জুড়ির উদাহরণ কোথাও খুঁজে পাবে? সারা জীবন সেভাবে কাটানো কি কম কথা?'

উত্তরের সাহিত্যিক

পার্থসারথি ঝা

মালদা জেলার ভূমিপুত্র পার্থসারথি ঝা'র জন্ম ১৯৫২ সালে শোভনগর গ্রামে। গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা এবং মিল্কি উচ্চবিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পড়াশোনা। মালদা কলেজ থেকে স্নাতক এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ দপ্তরে কাজ। পরে ১৯৮২ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে যোগ দেন। ক্রমে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে উন্নীত হন। ২০১২ সালে অবসর নেওয়ার পর থেকে মালদা শহরেই স্থায়ীভাবে বসবাস।

সংসার জীবনের মাঝেই তাঁর লেখালেখির শুরু। সাহিত্যচর্চার দীর্ঘ পরিক্রমায় এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে ১৫টি কাব্যগ্রন্থ, দুটি উপন্যাস, তিনটি শিশুতোষ কাব্য, পাঁচটি ভ্রমণকাহিনী, দুটি গল্পগ্রন্থ ও দুটি জীবনীমূলক গ্রন্থ। অতি সম্প্রতি নিজের জন্মভূমিকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ত্রিশতম গ্রন্থ 'সার্ধশতবর্ষের আলোকে শোভনগর গ্রাম'। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কাব্যগ্রন্থ 'নিদ্রাহীন রাত্রির ডানা থেকে', উপন্যাস 'ঢাকি', ভ্রমণকাহিনী 'কালাপানির দেশে' এবং ছোটদের গল্পের বই 'পালানী ও চেনাগলপুটু'।

সাহিত্য সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সাহিত্যপত্রের সম্পাদনাও করেছেন। সাহিত্যের নানা ধারায় তাঁর সাবলীল বিচরণ। তাঁর লেখা রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শারদীয়া প্রতিদিন ও কথাসাহিত্য ছাড়াও বাংলাদেশ ও কানাডার বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় প্রতি বছর আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসবের আয়োজনও করেন। বাংলাদেশের কাজী নজরুল ইসলাম পদক, চট্টগ্রামের একুশে পদক, কালিনী আজীবন সাহিত্যকৃতি, দীপশিখার স্মৃতি পুরস্কার, লক্ষ্মী নন্দী স্মৃতি পুরস্কার এবং কবি নুরুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার সহ বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

প্রকৃতির প্রতি তাঁর অমোঘ টান। নিজেই হাসতে হাসতে বলেন, 'শ্রেণিকক্ষের ভাঙা জানলা গলে নিত্যদিন পাশে বয়ে চলা কালিন্দী নদীর কিনারায় বসে মনের সঙ্গে কথা বলতাম।' সেই টানেই দেশ-বিদেশের বহু জায়গা ভ্রমণ করেছেন। নানা সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। তিনি গীতিকারও বটে। তাঁর লেখা আধুনিক, বাংলা ব্যান্ড ও ভাওয়াইয়া গান বিভিন্ন সংগীতশিল্পীর কণ্ঠে শোনা গিয়েছে। পার্থসারথির বিশ্বাস, প্রকৃতিকে যাঁরা ভালোবেসেছেন, তাঁরা কখনই অসৎ হতে পারেন না।

কবিতা

আগমনী
পবিত্রভূষণ সরকার

শিশির ভেজা ঘাসে শরতের শুভ বন্দনা
আমরা এগিয়ে যাই নবদিগন্তের গানে

ওই ডিমার তির তির জলস্রোতে আমার স্মৃতিরা খেলা করে
কালজানির গলা জড়িয়ে আমরা দেবীবন্দনায় মেতে উঠি
দেবীর আশিস ঝরে পড়ে মাথার ওপর

সাদা মেঘের কোলে আর কাশবনের ঝোপে খেলা করি মনের আনন্দে

অন্তরীক্ষে শঙ্খধ্বনির মাঝে সুন্দরের জয়গান ধ্বনিত হয়,
দুঃখ বেদনার মাঝে হেসে উঠি খিলখিল করে...

শুধু ঝিম ধরা শিহরন
সঞ্জয় বিশ্বাস

অন্ধকার জানে কীভাবে হয় দিনের ক্ষয়
ক্ষয়ে যায় সূর্যকিরণের সব কানাকড়ি
শুধু থেকে যায় সমুদ্রতলে লবণের বিষ
গলায় ঢেলে নিলে জেগে থাকে নীল প্রলেপ
বেঁচে থাকা মানে শুধু ঝিম ধরা শিহরন
তবু রিক্ত হৃদয় চেয়ে থাকে প্রণয়জোয়ারে

পথবাতি তুলে ধরো যদি স্বপ্নে আসে আর্যরমণী
বিনিময় শুধু হবে দৃষ্টি রাতের আড়াল রেখে
আজ অবারিত জ্যোৎস্নায় ভেসে যাবে আবেগের তরী
ঠোঁটে ধ্বংসের শব্দ ফুটে ওঠে অপার ভালোবাসায়
খুঁটে খাও হে আকাশের উড়ালপাখি
কলঙ্ক মাখো নিভে গেলে রাতের জোনাকি

স্বপ্ন ভেঙে গেলে উড়ে যায় পরিযায়ী পাখি
পড়ে থাকে অশ্রুসিক্ত জীবন অন্ধ গৃহদ্বারে,
অপেক্ষার দিনগুলি জড়ো হয় বরফের ধর্মে
তখন বিদীর্ণ বুকে খেলা করে কুয়াশা
আর ধোঁয়া ওঠা শ্মশানের স্মৃতি

হিরণ্ময় মানুষের আশা
ফজলুল ইসলাম

অনন্ত অতীত থেকে মানুষ যা চেয়েছিল
অনাগত ভবিষ্যতেও মানুষ যা চাইবে,
হিরণ্ময় অতীত থেকে হীরকদ্যুতিতে উত্তরণ-
অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি কেউ চায় না
যেমন সংগ্রাম কোনো উৎসব নয়
বাজারের এক কোণে যে জবুথবু মেঘ
তারও ইচ্ছে করে বৃষ্টি হতে
লাস্ট বেঞ্চে বসে যে ছেলেটা
তারও ইচ্ছে করে রামধনু হতে
পুজোয় নিদেনপক্ষে একখানা রঙিন জামা হবে
ইদে সেমাই মিষ্টি হবে
বড়দিনে একটা ক্রিসমাস ট্রি হবে,
মানুষ একটা ছাতা
একজোড়া জুতো চায়
অনেক পরে দেশলাই

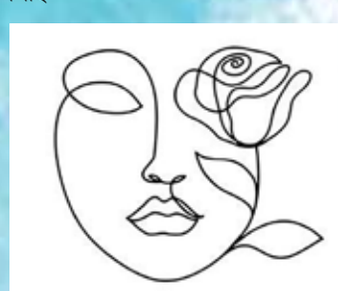

গতজন্মের সিসিফাস
বৈশাখী নার্গিস

শেষ পর্যন্ত কিশোরীবেলা ফুরিয়ে এলে
তিস্তার জলে দাগ কাটি,
মুখ দেখার আশায় তিরতির
কাঁপন জাগে মনে।

আমাদেরও ফেরার কথা ছিল কোথাও
কালচক্রের ফেরে বিপ্লব আর অন্ধকার,
গতজন্মের সিসিফাস
চোখ টিপে হাসে।

ওদিকে ছায়া জুড়ে থাকে দীঘল চাঁদ
বৈধ অবৈধের শেষ রাশি জুড়ে
বিলাসী জীবন
এক্কা দোক্কা খেলে।

এক একটা ফুলজন্মের পর ভাবি
এবার বুঝি নদী হব,
দু'পাড় ভেঙে শুধু বয়ে যাব।

বয়ে যাওয়ার নাম আনন্দ বোধহয়।

ঋণ
অনুভব সরকার

একটু স্নেহ দিয়ে বাতাস কে ডেকো
দেখবে, সে অপেক্ষা করছে
তোমার খোলা জানালায়

একটু ভালোবাসা পাঠিয়ে দিও
নদীটির কাছে
দেখবে, গর্ভবতী হয়ে উঠেছে
ধানের পৃথিবী

একটি আপাতনিষ্পাপ চিঠি
উড়িয়ে দিও চিরহরিতের দেশে
দেখবে, তোমার দু'চোখে সে
পরিয়ে দিচ্ছে মায়ার কাজল

অণুগল্প

জগা ঢাকি
শংকর সাহা

আজ বসন্তপল্লি যেন কারও কাছে অজানা নেই। এই পল্লি এখন ঢাকিপাড়া নামে পরিচিত। এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়ির পুরুষ ঢাকে বোল তুলতে জানেন। তবে পুজো ছাড়া বছরের বেশিরভাগ সময় তাঁদের ইটভাটায় কাজ করে সংসার চালাতে হয়। বসন্তপল্লির পূর্বপাড়ায় জগার বাড়ি। ঢাকি হিসেবে তার বেশ নামডাক। এবার দুর্গাপুজোয় শহরের মজুমদারবাড়িতে তাকে বায়না করেছেন কর্তামশাই। পঞ্চমী থেকে দেবীর বিদায় পর্যন্ত সেখানেই পুজো কেটে যায়। সঙ্গে পলতাকে নিয়ে যায় জগা। পলতা কাঁসর বাজায়।

সেদিন উঠোনে বসে জগা ঢাকটিকে একবার বাজিয়ে দেখছে, এমন সময়ে হারু বাবার দিকে চেয়ে বলে, 'বাবা, তুমি এবারও কি পুজোয় থাকবে না? সবাই বাবার সঙ্গে ঠাকুর দেখে। আমারও তো ইচ্ছে হয় বাবা।'

হারুর কথাগুলো যেন জগাকে তিরের মতো বিদ্ধ করে। জগা জানে পুজোর দিনগুলোর জন্য সারাবছর অপেক্ষা করে থাকে। হাতে একটু টাকা আসে। অভাবের সংসারে সেই টাকাটুকুর মূল্য অনেক।

-জানিস হারু, মজুমদারবাড়ির সবাই আমার ঢাক বাজানো পছন্দ করে। আমি না গেলে ওরা কষ্ট পাবে। তুই কি চাস ওরা কষ্ট পাক?

-না বাবা, তুমি যাবে। তবে আসার সময়ে আমার জন্যে শহর থেকে একটা খেলনা গাড়ি কিনে আনবে?

ছেলের মাথায় আদরের স্পর্শে জগা বলে, 'আনব বাবা!'

-বাবা, ওরা তোমায় অনেক কিছু খেতে দেয় তাই না? আমার কথা মনে পড়ে না তখন তোমার?

জগা বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। ছেলেকে কেবল বুকে টেনে নেয়। হারুর কথার উত্তর জগার কাছে ছিল না। পৃথিবীতে এমনই অনেক প্রশ্নের উত্তর এমন অসমাপ্তই থেকে যায়...

ভালোবাসার এক নাম
রমা ঘোষ

এবার পুজোটা একটু দেরিতে। টানা কিছুদিনের হাঁসফাঁস গরমের পর বৃষ্টি। গাছে গাছে শিউলির সুবাস আর সেইসঙ্গে বাড়ি থেকে দূরের প্রিয়জনেদের জন্যে মনকেমন করা। শরতের এমনই এক সকালে ঘুমভাঙার পর কাবেরী মনে মনে কল্পনা করে, তার অনেক দিনের সাধ পুজোয় তসরের মধ্যে আড়ির কাজ করা হলুদ শাড়ি কিনবে। দাম প্রায় দশ হাজার। তবে এ সাধ্য তার এখন আছে। কথাটা ভেবে কাবেরীর মনে বেশ আনন্দ হল। কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে মন খারাপও আছে। দিন দুয়েক আগে তার মামির ফোন এসেছিল। তিনি খুবই অসুস্থ। অপুষ্টিতে শরীর দুর্বল। তিনি ফোনে কাবেরীকে বলেছিলেন, যদি চিকিৎসা ও কিছুদিনের জন্যে ভালো খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। মামির ছেলেমেয়ে কেউ প্রতিষ্ঠিত নয়। সবার ঘরে অভাব।

কাবেরীর মনে পড়ে মামির অবস্থা কোনওদিনই খুব ভালো না থাকলেও মোটামুটি চলার মতো যখন ছিল, তখন শৈশবে তাদের বাড়ি ঘুরতে গেলে ওরা মেঝেতে বিছানা করে ঘুমাত, কাবেরীর জন্যে বাঁশের মাচায় রাখা ধানের গোলার পাশে সামান্য লেপকাঁথা দিয়ে সযত্নে বিছানা করে দিত। বাজারের শেষ লগ্নে গিয়ে একটু কম দামে মাছ কিনে এনে মামি রান্না করত। সবাই তখন বলত যে কাবেরীর ভাগ্যে তাদের মাছ খাওয়া হচ্ছে।

এখন অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গিয়ে বিবাহিত জীবনের নানা উত্থানপতন, টানাপোড়েনের পর কাবেরীর চুলেও পাক ধরেছে, মামির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় না বহুদিন। এত বছর পর মামির এই ফোনের আর্তনাদে কাবেরীর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, মনের মধ্যে শিহরন হয়। কাবেরী নিজের মনকে প্রশ্ন করে, এই অনুভূতির নাম কী। উত্তর পায় না। কাবেরী এবারের বহু কাঙ্ক্ষিত শাড়ি কেনাটা বাদ দেয়। মনকে অনেকটা ভালো করার চেয়ে মনের খারাপ লাগাগুলো দূর করা বেশি জরুরি বলে মনে হয় তার।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

রনজিতে রানের বন্যা, আন্তর্জাতিকে খরা

করুণ নায়ার

যশ রাঠোর

স্মরণ রবিচন্দ্রন

সপ্তক সান্যাল

ঘরোয়া ক্রিকেটে পাহাড়প্রমাণ রান, কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে সুযোগ পাননি বা ব্যর্থতার মুখ দেখেছেন- এমন সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। ভারত যেমন একজন অমল মুজুমদার বা জলজ সাক্সেনাকে দেখেছে, অস্ট্রেলিয়া দেখেছে জ্যামি কক্সকে। পাকিস্তানের সৈয়দ বিন নাসির, বাংলাদেশের ফারহাদ হোসেন বা ইংল্যান্ডের ডন শেফার্ডরা ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল হলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁদের শিকে ছেঁড়েনি।

ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের এই উত্তরণ সহজ নয়। বিষয়টিকে সহজ করতে সেজন্য বছরে এখন আরও বেশি করে আয়োজন করা হয় 'এ' দলের ম্যাচ বা দ্বিতীয় সারির দলের খেলা। ভারতের পাইপলাইন পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ। কর্ণাটকের রবিচন্দ্রন স্মরণই হোক বা দিল্লির আয়ুষ ডোসেজা, বা বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সুদীপ কুমার ঘরামি- প্রত্যেক বছর রনজি ট্রফির রানতালিকার শীর্ষে কেউ না কেউ থাকেন ৮০০ থেকে ১০০০ রান নিয়ে। তবে এই সফলতা যে আন্তর্জাতিক স্তরে একজন ব্যাটারের প্রস্তুত হওয়ার প্রমাণ নয়, সেটা দেখিয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতা। দেখিয়েছে আয়ুষ পান্ডের ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে অতি সাধারণ ফলাফল। এখন প্রশ্ন এটাই যে ঘরোয়া ক্রিকেটে এত সফল ব্যাটাররা কেন উচ্চতর পর্যায়ে আশানুরূপ সফলতা পাচ্ছেন না?

কারণ হিসেবে প্রথমেই আসে রনজি ট্রফির পিচ। সাধারণত লো বাউন্সি উইকেটে খেলা হওয়ায় খুব কম বল ব্যাটাররা কাঁধের উচ্চতায় খেলেন। বোলারদের গড় গতি ১২৫-১৩০ কিমি/ঘন্টা রেঞ্জে হওয়ায় তা সামলাতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে গতি বাড়ে, বাউন্স আরও স্টিপ হয় এবং সঠিক টেকনিক না থাকলে বা হার্ড হ্যান্ডে বল পুশ করলে তা বিপদ ডেকে আনতে পারে। অনেক তাবড় তাবড় ব্যাটারকেও অতিরিক্ত বাউন্স নিয়ে সমস্যায় পড়তে দেখা গিয়েছে এবং এটা নিশ্চিতভাবেই নতুন কোনও ব্যাটারের জন্য বড়ো চিন্তার বিষয়।

বাউন্সের পাশাপাশি আরও যে ফ্যাক্টর ব্যাটারের প্রতিকূলে যায়, সেটা হল সিম মুভমেন্ট। একজন ব্যাটারের সামনে থেকে বল যদি অনিশ্চিতভাবে কাট করে, তবে তা বোঝা দুরূহ। বোলারদের সিম প্রেজেন্টেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এটির ব্যবহারে আন্তর্জাতিক স্তরের বোলাররা রনজি ট্রফি খেলা বোলারদের তুলনায় অধিক দক্ষ হন এবং ব্যাটারের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। এখানে আবারও আসে আঁটোসাঁটো টেকনিকের প্রসঙ্গ। ঘরোয়া ক্রিকেটে বোলিংয়ের মান ও পেস- দুইই কিছুটা কম থাকায় টেকনিকের ভ্রান্তি নিয়েও খেলা যায়, রান করা যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে উপযুক্ত টেকনিক না থাকলে বিপদ আসন্ন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে করুণ নায়ারের কথা বলা যায়। রনজি ট্রফি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে একাধিপত্য দেখিয়ে তিনি যখন ইংল্যান্ডে টেস্ট কামব্যাক করলেন, তখন বারবার তাঁকে বিপদে ফেলল সিম করে ভেতরে আসা বল। ফলত, ইনিংসের ভালো শুরু করেও বড় রান না পেয়ে দলের বাইরে চলে গেলেন করুণ।

রনজি ট্রফির পিচ পাটা এবং মন্থর হওয়া তাঁদের এই ব্যর্থতার তৃতীয় কারণ। গত মরশুমে রনজির প্রথম দুই ইনিংসে বোলারদের স্ট্রাইকরেট ছিল প্রায় ৬৬, যা বিগত দশ বছরে সর্বোচ্চ। চারদিনের ম্যাচে সরাসরি রেজাল্টের হার কমেছে এবং ৫০০ বা তার বেশি রান উঠেছে বেশ কয়েকবার। এর জন্য ব্যাটাররা অফ স্ট্যাম্পের বাইরের মুভিং বলে বা শর্ট বলে নিজেদের দুর্বলতা ঢেকেও রান করে যেতে পারেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে বোলিংয়ের মানোন্নয়ন তাঁদের সেই বিলাসিতা দেখানোর সুযোগ দেয় না। সেইসঙ্গে বিভিন্ন দেশের উইকেটে বাউন্স বা ঘাসের বৈচিত্র্য থাকায় ব্যাটারদের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে পড়ে ।

এছাড়াও আসে মানসিকতার প্রসঙ্গ। রাজ্য দলে একজন ব্যাটার জানেন যে এক-দুটি ম্যাচে রান না পেলেও তাঁর স্থান নিরাপদ। কিন্তু ভারতের যে কোনও

অভিমন্যু ঈশ্বরণ

দলে এটা সম্ভব নয়। সেইখানে কেউ ব্যর্থ হলে তাঁর পরিবর্তে আসার জন্য প্রস্তুত থাকেন অন্তত চারজন। অন্যভাবে দেখলে ঘরোয়া স্তরে বেশ কিছু বছর খেলার পর পরিবেশ ও পরিস্থিতি নখদর্পণে চলে আসে ক্রিকেটারদের, কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই সময়টা খুবই সীমিত। সেক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়া, প্রথম সুযোগ থেকেই নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা ব্যাটারকে অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক করে তোলে, স্নায়ুর চাপ অনুভব করায়।

ভারতের ঘরোয়া স্তরের পাইপলাইন যে শক্তিশালী সেকথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সরফরাজ খান, অভিমন্যু ঈশ্বরণরা উচ্চস্তরে সুযোগ পেয়ে আজ প্রায় ব্রাত্য। করুণ নায়ার সুযোগ পেয়েও তা কাজে না লাগাতে পারা আমরা দেখেছি। রিঙ্কু সিংয়ের প্রথম শ্রেণির ব্যাটিং গড় ৫৮ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে উপেক্ষিত থাকতে হয়। তবে দিনের পর দিন ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করা বিদর্ভের যশ রাঠোর সদ্য সুযোগ পেয়েছেন ভারত 'এ' দলে। রবিচন্দ্রন স্মরণের সঙ্গে তিনিও খেলবেন লিংকন ও ক্রাইস্টচার্চে বেসরকারি টেস্ট। তাঁদের প্রয়াস অবশ্যই থাকবে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার, বিশেষত স্মরণ যখন দেশের জার্সি গায়ে চাপানোর সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছেন। দেশের মাটিতে রনজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি বা ইরানি ট্রফিতে রান করার পরীক্ষায় স্মরণ বা রাঠোর সসম্মানে উত্তীর্ণ, কিন্তু নিউজিল্যান্ডের হাওয়া এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম চ্যালেঞ্জ।

ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করা আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য আসার আভাস দেয় মাত্র, তা নিশ্চিত করে না। একটি ক্রিকেট ব্যবস্থার দায়িত্বই হল একজন প্রতিভাকে চিহ্নিত করে তাঁর কৌশলগত অভিযোজন এবং মানসিকভাবে তাঁকে প্রস্তুত করে তোলা। এখানেই ভারত 'এ' দলের সিরিজগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দুটো স্তরের মধ্যে ব্যবধান কমানোয় এই বেসরকারি টেস্টগুলি একটা ব্রিজের কাজ করে। রাজ্য স্তরের ক্রিকেট প্রতিভা অন্বেষণে সাহায্য করে, কিন্তু তাঁর ওপরের স্তরের খেলার জন্য প্রয়োজন হয় আরও খানিক ঘষামাজা।

১১৫ বাণে বিদ্ধ সিটি

সৌম্যদীপ রায়

গত পনেরো বছরে বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে ম্যানচেস্টার সিটির উত্থান ঘটেছে রূপকথার মতো। ২০০৮ সালে আবুধাবির ধনকুবেরদের বিনিয়োগ আসার পর মধ্যম সারির একটি দল রাতারাতি রূপ নেয় এক অপরাজেয় বৈশ্বিক ফুটবল সাম্রাজ্যে। চোখধাঁধানো ট্রেনিং গ্রাউন্ড, বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলারদের দলে নেওয়া এবং একের পর এক প্রিমিয়ার লিগ ট্রফি ঘরে তোলা-মাঠের খেলায় তারা এক অভাবনীয় আধিপত্য কায়েম করে। কিন্তু সবুজ গালিচার এই রোমাঞ্চকর সাফল্যের সমান্তরালে বন্ধ দরজার আড়ালে জমছিল এক বিশাল ঝড়ের পূর্বাভাস। সেই ঝড় আজ বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক কেলেঙ্কারিতে রূপ নিয়েছে।

এই কেলেঙ্কারির পেছনে মূল বিষয়টি বুঝতে হলে আধুনিক ফুটবলের আর্থিক শৃঙ্খলা বিষয়টি কী সেটা একটু সহজভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা উয়েফা এবং ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, যার নাম 'ফিন্যান্সিয়াল ফেয়ার প্লে'। এই নিয়মের মূল ভাবনাটি খুব সহজ- কোনও ক্লাবের ধনী মালিক চাইলেই নিজের পকেট থেকে টাকা ঢেলে যেন প্রতিযোগিতার ভারসাম্য নষ্ট না করেন। একটি ক্লাব টিকিট বিক্রি, জার্সি বিক্রি, সম্প্রচার স্বত্ব এবং স্পনসরশিপের মতো বৈধ বাণিজ্যিক খাত থেকে ঠিক যতটুকু আয় করবে, দল পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের খরচও সেই সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। এর উদ্দেশ্য ছিল ছোট-বড় সব দলের জন্য একটি সুস্থ ও সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা, যাতে স্রেফ অর্থের জোরে কেউ একক আধিপত্য কায়েম করতে না পারে।

কিন্তু এই নিয়মের ভিত নড়ে ওঠে ২০১৮ সালে, যখন 'ফুটবল লিকস' নামের এক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে ম্যানচেস্টার সিটির অন্দরমহলের হাজার হাজার গোপন ইমেল এবং অভ্যন্তরীণ আর্থিক নথি। বিষয়টি সামনে আসার পর প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষও বিষয়টিকে হালকাভাবে নেয়নি। তারা প্রায় পাঁচ বছর ধরে অত্যন্ত সংগোপনে তদন্ত চালায় এবং ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ট্রফি সহ শেখ মনসুর এবং পেপ গুয়ার্দিওলা (মাঝখানে)।

নজিরবিহীন চার্জশিট পেশ করে। মূলত ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত নয় বছরের সময়কালকে কেন্দ্র করে সিটির বিরুদ্ধে আনা হয় গুনে গুনে ১১৫টি গুরুতর আর্থিক বিধিলঙ্ঘনের অভিযোগ।

অভিযোগের তালিকায় ছিল একাধিক চাঞ্চল্যকর

সিটিকে কটাক্ষ করে লিভারপুল সমর্থকদের ফ্লেক্স

দাবি। প্রথমত, বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির নামে যে স্পনসরশিপের অর্থ ক্লাবের তহবিলে জমা দেখান হত, তার বড় অংশই আসলে ওই কোম্পানিগুলো দেয়নি; বরং মালিকপক্ষের নিজস্ব সংস্থা থেকে ঘুরিয়ে টাকা ঢুকিয়ে আয় কৃত্রিমভাবে কয়েক গুণ বেশি দেখানো হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, প্রিমিয়ার লিগ ও উয়েফাকে আড়ালে রেখে ক্লাবের ম্যানেজার ও শীর্ষ ফুটবলারদের সঙ্গে তৈরি করা হয়েছিল গোপন দ্বিতীয় চুক্তিপত্র, যার মাধ্যমে সরকারি হিসেবের বাইরে অফশোর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে তাদের কোটি কোটি টাকা অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হত। তৃতীয়ত, নয়টি মরসুম ধরে ক্লাবটি প্রিমিয়ার লিগকে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর ব্যালেন্স শিট জমা দিয়েছে। আর সবশেষে, ২০১৮ সালে লিগ কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করার পর থেকেই সিটি প্রয়োজনীয় ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও অডিট রিপোর্ট আটকে রেখে তদন্ত প্রক্রিয়ায় পদে পদে অসহযোগিতা করেছে।

এই বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই সিটি কর্তৃপক্ষ সব দাবি সরাসরি নাকচ করে দেয়। তারা শুরু থেকেই বুক চিতিয়ে বলে এসেছে যে তাদের বিরুদ্ধে আনা প্রতিটি কথা ভিত্তিহীন এবং তাদের কাছে নিজেদের সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। প্রিমিয়ার লিগের সঙ্গে

সিটিকে কটাক্ষ করে লিভারপুল সমর্থকদের ফ্লেক্স

২০০৯-২০১৮ সময়কালে জেতা এমন অনেক শিরোপা কেড়ে নেওয়া হতে পারে সিটির।

এই বিরোধের জেরে পুরো বিষয়টি নিষ্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয় তিন সদস্যের একটি স্বাধীন বিচারক কমিশনকে। লন্ডনের এক কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত গোপন এজলাসে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে চলে এই ঐতিহাসিক মামলার শুনানি। সেখানে একদিকে ছিলেন প্রিমিয়ার লিগের জাঁদরেল আইনজীবীরা, আর অন্যদিকে সিটি নিয়োগ করে ব্রিটেনের সবচেয়ে দামী ও ডাকসাইটে আইনি মহারথী লর্ড প্যানিককে। শত শত পৃষ্ঠার আর্থিক নথি, ব্যাংক রেকর্ড আর আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষকদের জেরা শেষে দীর্ঘ পর্যালোচনার পর স্বাধীন কমিশন সিটির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই ক্লাবটিকে সরাসরি আর্থিক নিয়ম ভাঙার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে। রায়ে স্পষ্ট বলা হয়, ক্লাবটি প্রায় এক দশক ধরে নিয়ামক সংস্থাকে ভুল তথ্য দিয়ে আর্থিক নিয়মের চরম অপব্যবহার করেছে।

এই রায় আসতেই তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে আর্সেনাল, লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো প্রতিপক্ষরা। তাদের একটাই দাবি-যেখানে অন্য দলগুলো কঠোরভাবে নিয়ম মেনে দল গড়েছে, সেখানে সিটি নিয়মের তোয়াক্কা না করে অন্যায় সুবিধা নিয়ে বছরের পর বছর ট্রফি জিতেছে। ফলে মাঠের বাইরের এই অসততার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ক্রমেই জোরালো হয়ে ওঠে।

তবে এই রায়ের পরও কিন্তু নাটকের পর্দা নামেনি, বরং খেলা এখন আরও জটিল এক মোড়ে পৌঁছে গিয়েছে। সিটি কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই তাদের সাম্রাজ্যের গায়ে এই দাগ লাগতে দিতে রাজি নয়; তারা সঙ্গে সঙ্গে এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করেছে। কিন্তু ক্লাবের মাথার ওপর এখন শাস্তির খড়্গ ঝুলছে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবার কেবল সামান্য আর্থিক জরিমানা দিয়ে পার পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। যদি আপিলেও তারা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারে, তবে তাদের বড় ধরনের পয়েন্ট কাটা যেতে পারে, যার ধাক্কায় দলটি সরাসরি অবনমিত হয়ে নীচের বিভাগেও চলে যেতে হতে পারে। এমনকি লিগ থেকে সরাসরি বহিষ্কার বা সেই বিতর্কিত সময়ে জেতা শিরোপাগুলো কেড়ে নেওয়ার মতো চরম পদক্ষেপও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ম্যানচেস্টার সিটির এই আইনি লড়াই এখন আর স্রেফ একটি ক্লাবের ট্রফি বাঁচানোর লড়াই নয়; এটি আসলে আধুনিক ফুটবলের সামগ্রিক ভবিষ্যৎ এবং নৈতিকতার এক চরম পরীক্ষা। একদিকে বিপুল বিনিয়োগ আর অপরিসীম অর্থশক্তির প্রভাব, আর অন্যদিকে শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ফুটবল নিয়মের মর্যাদা- দুইয়ের মুখোমুখি সংঘর্ষের চূড়ান্ত পরিণতি ঠিক কী হয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে গোটা ক্রীড়াবিশ্ব।

খেলবেন ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে রনজি

৫ নেট বোলার নিয়ে নিউজিল্যান্ডে গিল

চণ্ডীগড়, ১৭ অক্টোবর : ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ দিয়ে নিউজিল্যান্ড সফর শুরু করবে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু শুভমান গিলের চোখ কিউয়িদের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে। কারণ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে সিরিজ ড্র হওয়ায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে আসন্ন দুই টেস্ট ভারতের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম কিউয়ি সফরের প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছেন না ভারতের টেস্ট ও ওডিআই অধিনায়ক। যার জন্য অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুভমান।

ব্যক্তিগত খরচে পাঁচ নেট বোলার নিয়ে ২৩ অথবা ২৪ অক্টোবর শুভমান মিশন নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন। এই নেট বোলাররা শুধুমাত্র শুভমানকেই লাল বলে ব্যাটিং প্র্যাকটিস দেবেন। এই ধরনের ভারতীয় ক্রিকেটে আগে ঘটেছে বলে বিশেষজ্ঞরাও মনে করতে পারছেন না। ২২ অক্টোবর সফরের প্রথম টি২০। ৪ নভেম্বর পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শুরু হবে। টেস্ট সিরিজকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কিউয়িদের বিরুদ্ধে শেষ দুটি ওডিআই শুভমান খেলবে না। টি২০ সিরিজ শুরু হওয়ার পরপরই শুভমানের নিউজিল্যান্ড রওনা হওয়ার মূলে রয়েছে, ওখানকার চ্যালেঞ্জিং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় বার করা। এমনকি ওডিআই সিরিজের ফাঁকেও টেস্টের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকবেন ভারত অধিনায়ক। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, 'শুভমানের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ইতিবাচক। শুভমান নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'এ' দলের টেস্ট খেলবে না। ওডিআই সিরিজেও প্রথম তিন ম্যাচে স্কোয়াডে রয়েছে। তারপরও শুধুমাত্র টেস্ট সিরিজের জন্য অনেক আগে ২৩ অথবা ২৪ অক্টোবর নিউজিল্যান্ড রওনা হবে শুভমান। চার-পাঁচজন নেট বোলার নিয়ে যাচ্ছে ও। নেট বোলারদের সমস্ত খরচ শুভমানই বহন করবে। এই ধরনের ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালে হয়নি।'

গত বছর নেতৃত্বের অভিষেকে ইংল্যান্ড সফরে ৫ টেস্টে ৭৫৪ রান করেছিলেন শুভমান। যার প্রস্তুতি আইপিএলের মাঝেই লাল বলে সেরেছিলেন তিনি।

এবারও টি২০ ও ওডিআই সিরিজের ফাঁকে শুভমান টেস্ট মোডে ঢুকে পড়তে চাইছেন। ফলে কিউয়িদের বিরুদ্ধে লাল বলের ক্রিকেটে শুভমানের ব্যাট জ্বলে উঠলে গৌতম গম্ভীরদের হাসি চওড়া হবে। নিউজিল্যান্ড রওনা হওয়ার আগে চলতি রনজি ট্রফিতেও গা ঘামাবেন শুভমান। প্রথম ম্যাচে ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁড়ালেও রবিবার থেকে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা ম্যাচে মাঠে নামবেন শুভমান।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজকে গুরুত্ব দিচ্ছেন শুভমান গিল।

চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের অন্যতম ভরসা হতে চলেছেন মহম্মদ বসিম রশিদ।

মাণ্ডবীর তীরে চার্চিল চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গলের

গোয়া গেলেন না ইকোনোমিডিস

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : খাতায়-কলমে আইএসএলে নবাগত চার্চিল ব্রাদার্স। তবে ভারতীয় ফুটবলে নিঃসন্দেহে বড় নাম গোয়ার ক্লাবটি। বাংলার দুই প্রধানের সঙ্গেও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ পুরোনো। একটা সময় জাতীয় লিগ বা আই লিগে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের কাছে শক্ত গাঁট ছিল তারা। সেই চার্চিল ম্যাচ দিয়েই রবিবার বিকালে গোয়ার ফাতোরদায় আইএসএল অভিযান শুরু করছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইস্টবেঙ্গল।

প্রায় সাত বছর পর দেশের প্রথম সারির ফুটবলে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল-চার্চিল ব্রাদার্স। ম্যাচ খেলতে শনিবার বেলার দিকেই গোয়া উড়ে গিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। অজি স্ট্রাইকার ক্রিস ইকোনোমিডিসকে দলের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়নি। যদিও কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। চার্চিল ম্যাচে চার ডিফেন্ডারে দল সাজাতে পারেন হাবাস। সেক্ষেত্রে আনোয়ার আলির সঙ্গে জুটি বাঁধবেন দিয়েগো জিভুলিচ। দুই সাইডব্যাক হতে পারেন লালচুংনুঙ্গা ও হার্দিক ভাট। মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদের সঙ্গে জিকসন সিংকে জুড়ে দিতে পারেন হাবাস। একটু সামনে থেকে খেলবেন ড্যানি র‍্যামিরেজ। দুই প্রান্তে এডমুন্ড লালরিনডিকা ও আসিফ খানকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আসিফের বিকল্প হিসেবে ভাসছে জয় গুপ্তার নামও। তাঁকে এর আগেও উইংয়ে ব্যবহার করেছেন হাবাস। আকে আনডিদ লোবা বা লুকাস জোলিনস্কি-দুইজনের কেউই এখনও একশো শতাংশ ম্যাচ ফিট নন। তাই এই ম্যাচেও সিঙ্গল স্ট্রাইকার হিসেবে হয়তো ডেভিড লালহালানসাঙ্গার ওপরই আস্থা রাখবেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ।

আইএসএলে আজ

চার্চিল ব্রাদার্স বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : বিকেল ৫টা
স্থান : ফতোরদা
সম্প্রচার : সোনি লিভ অ্যাপ ও ইউটিউব

অন্যদিকে আইএসএল অভিষেকেই মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়ে চমক দিয়েছে আলেমাও চার্চিলের দল। ওই জয় যে বিক্ষিপ্ত ঘটনা বা অঘটন ছিল না, হাবাসের ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তা প্রমাণ করার বাড়তি তাগিদ নিয়ে মাঠে নামবে দিমিত্রিস দিমিত্রিউয়ের চার্চিল। কাজেই মাণ্ডবী নদীর তীরে লাল-হলুদের জন্যও যে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে, অভিজ্ঞ হাবাস তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন। স্প্যানিশ কোচের মন্তব্য, 'প্রতিপক্ষ যথেষ্ট কঠিন। প্রতি ইঞ্চির জন্য লড়তে হবে আমাদের।' তাঁর সংযোজন, 'আল শোর্তা এফসি-র বিরুদ্ধে আমরা খারাপ খেলিনি। বিক্ষিপ্ত কিছু ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে। ওই অভিজ্ঞতা থেকে আরও সতর্ক হতে হবে।' এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচে লাল-হলুদ রক্ষণের দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে ইরাকের ক্লাবটি। চাপের মুখে রীতিমতো ভেঙে পড়েছিল রক্ষণের প্রাচীর। এই প্রসঙ্গে আনোয়ারের মন্তব্য, 'কম্বিনেশন তৈরি হতে একটু সময় লাগছে। রক্ষণে কিছু সমস্যা যে রয়েছে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। তবে দ্রুত ভুল শুধরে নিতে হবে।' চার্চিল দলে একাধিক পরিচিত মুখ রয়েছে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছেড়ে গোয়ার ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছেন শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাং। রয়েছেন প্রভাত লাকড়া, গৌরব বোরা, মেলরয় আসিসির মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার।

সুযোগ নষ্টের সঙ্গে ডিফেন্সও অস্বস্তি বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : আইএসএলের দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ে ফিরে স্বস্তি। এদিন কলকাতায় ফিরে এসে ফুটবলারদের তিন-চারদিন ছুটি দিয়ে দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ প্যানজিওটিস ডিলপেরিস। পুজোর পর ফের প্রস্তুতি শুরু করবেন চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের। নিজেও ঠাকুর দেখার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন ম্যানেজমেন্টের কাছে।

ম্যাচ জিতলেও অবশ্য গোল নষ্ট চিন্তায় রাখছেন প্যানোসকে।

স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ম্যাচে একাধিক সেভের জন্য বিশাল কেইথকে বাহবা কোচ ডিলপেরিসের।

শুক্রবার তো প্রথমার্ধে সেভাবে সুযোগও তৈরি করতে পারেনি মোহনবাগান। এই প্রসঙ্গে তিনি আগের নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচের কথা নিজেই তোলেন, 'নর্থইস্টের বিপক্ষে আমরা প্রচুর সুযোগ নষ্ট করেছি। তার আগেও অন্যান্য ম্যাচে করেছি। ওই গোলগুলি করে অনেক আগেই এইসব ম্যাচ আমরা শেষ করতে পারতাম। যাতে ম্যাচের শেষদিকে নিজেদের বক্সে অযথা চাপ তৈরি না হয়। মোহনবাগানের প্রতি ম্যাচেই পরিষ্কার ব্যবধানে জেতা উচিত।' শুধু আক্রমণভাগ নয়, রক্ষণ নিয়েও এখন ভাবতে হচ্ছে তাঁকে। স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিপক্ষে প্রথম আধ ঘণ্টায় যে তাঁর রক্ষণের খেলা নিজেরই পছন্দ হয়নি সেই কথা বলতে দ্বিধা করেননি প্যানোস। তাঁর মন্তব্য, 'প্রথম ৩০ মিনিট আমারই পছন্দ হয়নি রক্ষণের খেলা। দিল্লি যেভাবে আক্রমণ শানায়, তা নিয়ে বেশি কাজ করার মতো হাতে সময় ছিল না। গুয়াহাটি থেকে দিল্লি পৌঁছে খেলার মাঝে মাত্র তিনদিন সময় পাই। তবে শেষপর্যন্ত নিজেদের ফর্মেশন বদলে আমরা সাফল্যের রাস্তা খুঁজে পাই।'

> নর্থইস্টের বিপক্ষে আমরা প্রচুর সুযোগ নষ্ট করেছি। তার আগেও অন্যান্য ম্যাচে করেছি। ওই গোলগুলি করে অনেক আগেই এইসব ম্যাচ আমরা শেষ করতে পারতাম।
>
> **-প্যানজিওটিস ডিলপেরিস**

পাঞ্জাব এফসি-র কোচ হিসাবে দিল্লিই ছিল তাঁর দলের ঘরের মাঠ। বহুদিন বাদে সেখানে ফিরে খুশি প্যানোস। পুরোনো বন্ধুবান্ধবরা এসেছিলেন খেলা দেখতে। তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেও অবশ্য নিজের লক্ষ্য থেকে সরছেন না। নিজেই বলছেন, 'আপনি যখন মোহনবাগানের মতো দলকে কোচিং করাচ্ছেন তখন আপনার হাতে ব্যক্তিগত সময় বেশি থাকে না। তাই আবেগকেও প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।' লি এরউইন আইএসএলে নিজের প্রথম গোল পেয়ে খুব খুশি। তিনি বলেছেন, 'আসল হল তিন পয়েন্ট। মরশুমের প্রথম গোল পেয়ে আমি খুশি, কিন্তু আমাদের কাছে তিন পয়েন্ট বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, আমরা এখানে একটি পরাজয়ের পর আসি। বিশেষ করে, আমরা যখন হাফটাইমে এক গোলে পিছিয়ে ছিলাম, তখন আজকের ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।' মিগুয়েল ফিগুয়েরা এই ম্যাচের মাঝে চোট পান। তাঁকে স্ট্রেচারে করে বাইরে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্যানোস জানান, মিগুয়েলের চোট গুরুতর নয়। দলের সঙ্গে দিল্লিতে যোগ দিলেও এই ম্যাচেও মাঠে নামেননি জেমি ম্যাকলারেন। তবে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচে হয়তো দেখা যাবে অজি বিশ্বকাপারকে।

ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে

দ্বিতীয় টি২০ আজ

সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : নিউ রায়পুর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

দ্রুত ফেরার বার্তা দিলেন নীরজ

মুম্বই, ১৭ অক্টোবর : চোট সারিয়ে ট্র্যাকে ফেরার লড়াই শুরু করে দিয়েছেন নীরজ চোপড়া।

চলতি বছরের অগাস্ট মাসে গোড়ালিতে চোট পান নীরজ। যার ফলে ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল ও এশিয়ান গেমসে নামা হয়নি দেশের তারকা অ্যাথলিটের। এবার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছর ট্র্যাকে ফিরতে পারেন নীরজ।

পরবর্তী অলিম্পিক হবে ২০২৮ সালে। সেই বিষয়কে মাথা রেখে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠাই লক্ষ্য নীরজের। সম্প্রতি মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'অলিম্পিকের আসর বসবে ২০২৮ সালে। হাতে এখনও কিছুটা সময় রয়েছে। এখন আমি চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। গোড়ালির অবস্থা এখন বেশ ভালো। আগামী বছর ট্র্যাকে ফিরে আসাই আমার প্রধান লক্ষ্য।'

পোষ্যের সঙ্গে খোশমেজাজে তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া।

এশিয়ান গেমসে নীরজ ছিলেন না। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে ভারত সাফল্য পেয়েছে। রুপো জিতেছিলেন যশবীর সিং। ব্রোঞ্জ পান রোহিত যাদব। দুই তরুণ অ্যাথলিটের প্রশংসা শোনা গিয়েছে নীরজের মুখে। দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলিটের কথায়, 'গত এশিয়ান গেমসে আমরা একটা সোনা ও একটা রুপো পেয়েছিলাম। এবার আমি কিংবা কিশোর জেনা কেউ ছিলাম না। তারপরেও দুইটি পদক জিতেছে ভারত।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'শুধু যশবীর নয়, রোহিতও ভালো পারফরমেন্স করেছে। ওদেরকে শুভেচ্ছা জানাই।' রোহিত আবার নীরজের জ্যাভলিন ব্যবহার করেই এশিয়ান গেমসে পদক জিতেছিলেন।

আপাতত নীরজের লক্ষ্য, চোট সারিয়ে আগামী বছর ট্র্যাকে ফেরার পাশাপাশি অলিম্পিকের আগে পুরাতন ছন্দ ফিরে পাওয়া।

প্রধান নির্বাচকের দৌড়ে জাফর

মুম্বই, ১৭ অক্টোবর : ভারতীয় সিনিয়ার ক্রিকেট দলের নির্বাচক পদের জন্য আবেদন করেছেন প্রাক্তন ওপেনার ওয়াসিম জাফর।

কিছুদিন আগেই প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকারের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আর চুক্তির নবীকরণ করেনি বিসিসিআই। সেই পদটি আপাতত ফাঁকা রয়েছে। বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন প্রাক্তন স্পিনার প্রজ্ঞান ওঝা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ওয়াসিম জাফর বলেছেন, 'আমি নির্বাচক পদের জন্য আবেদন করেছি।' দেশের হয়ে ৩১টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। রনজি ট্রফির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রান ও সেঞ্চুরির নজিরও রয়েছে তাঁর। জাফরকে যদি ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি নির্বাচক হিসেবে বেছে নেয়, তাহলে তিনি প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পেতে পারেন। কারণ বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, নির্বাচক কমিটিতে থাকা নির্বাচকদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলেছেন তাঁকেই প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাচক প্রজ্ঞানের থেকে বেশি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে জাফরের।

যশস্বীর হয়ে নির্বাচকদের তোপ অশ্বীনের

চেন্নাই, ১৭ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডগামী জোড়া ওডিআই দল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম তিন ম্যাচে একটা দল। শেষ দুইয়ে আরেকটা। যদিও দুই দলেই যশস্বী জয়সওয়ালের জায়গা না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অথচ, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিজের শেষ ওডিআই ম্যাচে ৮৬ বলে ১১০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। তারপরও বাদ!

> শেষ দুই ম্যাচে শুভমান গিলকে রাখা হয়নি। ওর জায়গায় যশস্বীর অবশ্যই থাকা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত। এই রকম সিদ্ধান্ত ওর আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে।
>
> **-রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

যশস্বীর স্বপক্ষে এদিন জোরালো সওয়াল করে নির্বাচকদের বিরুদ্ধে কার্যত তোপ দাগলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তনের যুক্তি, যশস্বী প্রতিভাবান ক্রিকেটার। নিয়মিত সুযোগ না পেলে আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরবে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেছেন, 'শেষ দুই ম্যাচে শুভমান গিলকে রাখা হয়নি। ওর জায়গায় যশস্বীর অবশ্যই থাকা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত। এই রকম সিদ্ধান্ত ওর আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে। বিশেষত, যখন সাম্প্রতিককালে ও রান করছে, রানের মধ্যে রয়েছে!'

অশ্বীন এখানেই থেমে থাকেননি। পালটা যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, 'শুভমান টানা ক্রিকেটের মধ্যে থাকবে। সেই কথা মাথায় রেখে ওকে শেষ দুই ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া সঠিক পদক্ষেপ। লোকেশ রাহুলের ক্ষেত্রেও মোটামুটি পরিস্থিতি এক। কিন্তু যশস্বী তো খেলার সুযোগ সেভাবে পায় না। আর যেখানে ওর পারফরমেন্স ভালো, তারপরও কেন বাদ, নির্বাচকদের যে সিদ্ধান্তের কোনও যুক্তি আমি অন্তত খুঁজে পাচ্ছি না। ওর প্রতিভা এবং সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের কথা মাথায় রাখা উচিত ছিল।'

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ শতরান করেছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল।

ওডিআই দলে সুযোগ না পেলে টেস্ট ব্রিগেডে রয়েছেন যশস্বী।

'ওকে ওডিআই দলে না রাখা অন্যায়'

তবে একইসঙ্গে নির্বাচকদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, যশস্বী হল 'অল ফরম্যাট' প্লেয়ার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার পর থেকে বড় রান করেছে। এমন একজনের পাশে দাঁড়ানো উচিত নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টের। যদিও ঠিক উলটোটাই ঘটছে।

অশ্বীন আরও বলেছেন, 'টেস্টের জন্য বাড়তি প্রস্তুতি প্রয়োজন, এই নিয়ে আমার কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, ওকে নিয়মিত ক্রিকেট খেলানো হচ্ছে কোথায়? কবে শেষ ওডিআই খেলেছে? কবে শেষ টি২০? কিংবা শেষ টেস্ট? শ্রীলঙ্কা সফরেই শেষ টেস্ট খেলেছে। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। এভাবে বসিয়ে রাখলে মানসিকভাবে চাপ তৈরি হবে। যা হচ্ছে ওর সঙ্গে তা অন্যায়, অযৌক্তিক।'

অশ্বীনের যুক্তি, হয়তো লাল বলে প্রস্তুতির কথা গুরুত্ব দিতে ওডিআইয়ে রাখেনি বর্তমান নির্বাচক কমিটি।

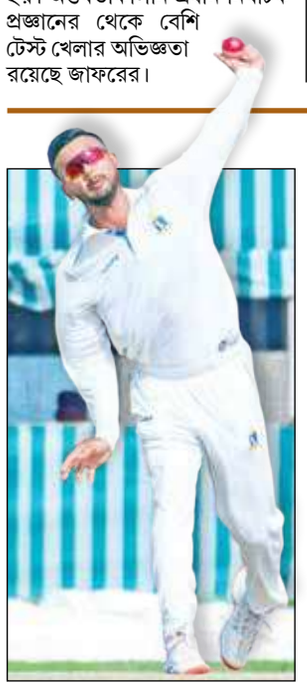

সার্ভিসেসের বিরুদ্ধেও সুমন্ত গুপ্তর গোল্ডেন আর্মের দিকে তাকিয়ে বাংলা।

তিন স্পিনারে আজ সার্ভিসেস অভিযানে অভিমন্যুরা

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : দিল্লিকে উড়িয়ে দিয়ে অভিযান শুরু।

কল্যাণীতে হওয়া হোম ম্যাচে বোলিং এবং ব্যাটিং, দুই বিভাগেই আধিপত্য দেখিয়েছে লক্ষ্মীরতন শুক্লার প্রশিক্ষণাধীন বাংলা দল। এবার লড়াই বাইরে, দেশের রাজধানী শহর দিল্লিতে, এয়ারফোর্স কমপ্লেক্স গ্রাউন্ড পালামে। দিল্লির বদলে প্রতিপক্ষ সার্ভিসেস। প্রতিপক্ষ এবং মঞ্চ বদলালেও আগামীকাল শুরু এলিট গ্রুপ 'সি'-তে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে লক্ষ্য অবশ্য এক-জিতে ফেরা।

বাংলার জন্য স্বস্তির খবর, হাঁটুর চোট সারিয়ে ফিরছেন স্পিন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। দলের ভারসাম্য বাড়বে নিঃসন্দেহে। বোলিংয়ের পাশাপাশি মিডল অর্ডারে শাহবাজের ব্যাটিং দক্ষতা গত কয়েক বছরে বাংলার বড় সম্পদ। তবে শাহবাজের প্রত্যাবর্তনের স্বস্তির মধ্যে অস্বস্তির কাঁটা আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমারকে না পাওয়া। ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে দুইজনেই পাড়ি দিচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। আকাশের জন্য আবার বাড়তি খুশির খবর, ডাক টেস্ট দলেও।

লক্ষ্মীরতনের চোখ দ্বিতীয় জয়ে

দুই পেস তারকার শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ থাকছে বাংলার জন্য। বহু যুদ্ধের নায়ক মহম্মদ সামির কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব থাকবে। সঙ্গী সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। হেডকোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা অবশ্য 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে জানিয়েছেন, কে আছে কে নেই, তা নিয়ে ভাবতে রাজি নন। যাঁরা আছে, প্রত্যেকেই সেরা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। এই মানসিকতাই দলের সম্পদ। আর আকাশ-মুকেশের কাঁধে এখন বড় দায়িত্ব। ওদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা।

বৃষ্টির ভ্রূকুটিও রয়েছে। দিল্লিতে পা রাখা থেকে বৃষ্টি পিছু ছাড়েনি। শুক্রবার বৃষ্টির কারণে প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটেছে। শনিবারও নেট সেশনের পথে হাঁটতে পারেনি দল। হালকা জগিং, নকিংয়ের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। তবে কোনও প্রতিবন্ধকতাকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ বাংলার দলের হেডস্যর। দিল্লিকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ৬ পয়েন্ট তুলে নেওয়ার পর আর পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ। 'দলের প্রত্যেকেই আত্মবিশ্বাসী। জেতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না। দিল্লির পর সার্ভিসেস, জিতেই ফিরব', রাখঢাক না করেই ফোনের ওপার থেকে বলে দিলেন লক্ষ্মী।

সার্ভিসেস অপরদিকে রনজি ট্রফি অভিযানের শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছে। প্রথম ম্যাচে মহারাষ্ট্রের কাছে ১২৭ রানে হেরেছে তারা। তবে নিজেদের ঘরে মাঠে (পালাম) খেলার সুবিধা তুলতে বদ্ধপরিকর সার্ভিসেস। মরিয়া বাংলাকে কড়া চ্যালেঞ্জে ফেলে দিতে। যে চ্যালেঞ্জ সামলাতে সার্ভিসেসের ব্যাটিং ও স্পিন ব্রিগেডকে নিয়ে বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে সুদীপ ঘরামি, অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। বিশেষত, তারকা অফস্পিনার পুলকিত নারাং ব্যবধান গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। পেসার বরুণ চৌধুরীকে হালকাভাবে নিলে বুমেরাং হতে পারে।

> দলের প্রত্যেকেই আত্মবিশ্বাসী। জেতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না। দিল্লির পর সার্ভিসেস, জিতেই ফিরব
>
> **-লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বাংলা অবশ্য আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ। লক্ষ্য পরিষ্কার, দিল্লি-বধে পাওয়া ছন্দ ধরে রাখা। পালাম পিচের কথা মাথায় রেখে বাড়তি স্পিন ব্রিগেডকে শক্তিশালী করছে। কোচ লক্ষ্মীরতন জানালেন, তিন স্পিনারে দল সাজাচ্ছেন। আমির গনি, প্রদীপ্ত প্রামাণিকের সঙ্গে গত ম্যাচে সফল সুমন্ত গুপ্ত। পেস-অলরাউন্ডার শাহবাজও আছেন স্পিন ফাঁদে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের পরীক্ষা নিতে।

ব্যাটিংয়ে প্রত্যাবর্তন ম্যাচে শতরান করেছেন অভিষেক পোড়েল। দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলার সুবাদে রাজধানী শহর অভিষেকের দ্বিতীয় হোম। মাঠ, স্টেডিয়াম আলাদা হলেও দিল্লির চেনা আবহাওয়ায় গত কয়েক মাসে তাঁকে ঘিরে বিতর্ক ফের ঝেড়ে ফেলতে চাইবেন। বাংলার থিংকট্যাংক ঠিক সেটাই চাইছে। রবিবার থেকে সেই চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলানোর পালা।

ঈশান-নমনের দাপটেও সিরিজ ভাগাভাগি

১৪২৫ দিন পর ভারতের জার্সিতে ভুবনেশ্বর

বেঙ্গালুরু, ১৭ অক্টোবর : আশঙ্কা ছিল। পূর্বাভাস মেনেই বৃষ্টির আগমন।

শুধু আসা নয়, নির্ণায়ক দ্বৈরথে একেবারে দাপুটে ব্যাটিং বরুণদেবের। সুর কাটছিল গার্ডেন সিটি বেঙ্গালুরুর ক্রিকেট উৎসবে। কাকভেজা হাল এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের। কখনও ঝিরঝিরে তো কখনও ঝেঁপে। জলের তলায় মাঠের বেশ কিছু অংশ। রাত সোয়া ৯টা নাগাদ খেলা শুরু করা গেলেও ফের বৃষ্টির আগমনে সিরিজ ভাগাভাগি করেই ফিরতে হয় ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

স্কোরবোর্ড

ভারত

সঞ্জু বো স্প্রিংগার	১৬
অভিষেক ক শামার বো কেমো	৬
ঈশান ক রোভমান বো শামার	৩০
শ্রেয়স ক শামার বো কেমো	২২
তিলক বো স্প্রিংগার	৭
নমন অপরাজিত	২৪
অতিরিক্ত	**১৩**
মোট (৫ উইকেট, ৭.৪ ওভার)	**১১৮**

উইকেট পতন : ১৩/১, ৪৫/২, ৬৬/৩, ৮৮/৪, ১১৮/৫।

বোলিং : কেমো ২-০-৩৪-২, শেফার্ড ১-০-২৪-০, শামার ১-০-১৮-১, মোতি ২-০-২৫-০, স্প্রিংগার ১.৪-০-১৭-২।

ম্যাচ : পরিত্যক্ত।

সিরিজের ফল : ২-২।

সাজঘরে আটকে থাকা ঈশান কিষান, অভিষেক শর্মাদের শরীরী ভাষাতে ম্যাচ শুরুর জন্য ছটফটানি চোখে পড়ছিল। আগ্রহের কেন্দ্রে অবশ্য ভুবনেশ্বর কুমার। নিউজিল্যান্ডগামী দলে ডাক পেয়েছেন। রাতারাতি নির্ণায়ক যুদ্ধেও ঢুকে পড়া। অর্শদীপ সিং, প্রিন্স যাদবের সঙ্গে পেস ব্রিগেডের দায়িত্ব।

আইপিএলের সুবাদে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী দ্বিতীয় ঘর। ভুবনেশ্বরকে হতাশ করল বেঙ্গালুরুর আকাশ। ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা শেষে বৃষ্টিতে ব্রেক। ২০-র বদলে ৯-৯ ওভারের দ্বৈরথ। পাওয়ার প্লে ২.৪ ওভারের! ১০৮ বলের যে নির্ণায়ক টক্করে ১,৪২৫ দিন পর টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে মাঠে সাঁইত্রিশ ছুঁইছুঁই 'সুইং কিং' ভুবনেশ্বর।

ঘুরেফিরে সিরিজ দখলের টক্কর। টস গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষিপ্ত ম্যাচে রান তাড়া করার সুযোগ মানে বিশাল সুবিধা। টসে হেরে সেই সুবিধা হাতছাড়া। শ্রেয়স আইয়ার তা স্বীকারও করে নিলেন। কারণ, ৯ ওভারের ইনিংসে কোন স্কোর নিরাপদ হিসেব কষা মুশকিল। সেই কঠিন দায়িত্বে দল যাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল সেই অভিষেক শর্মা (৬) এদিন হতাশ করলেন।

চতুর্থ বলে ছক্কা মারেন কেমো পলকে। পরের বল মিড উইকেটের ওপর দিয়ে চালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। ক্যাচ সোজা শামার জোসেফের হাতে। অভিষেককে হারালেও প্রথম ওভারে ১৪ রান- শুরুটা খারাপ নয়। দ্বিতীয় ওভারে যে পারদকে চড়িয়ে দিয়ে ঈশান কিষানের বিস্ফোরণ। জোড়া চার ও জোড়া ছক্কায় রোমারিও শেফার্ডের ওভারেই নিলেন ২৪।

২ ওভারে ৩৮/১। ২.৪ ওভারের পাওয়ার প্লে-তে ভারত ৪৬/২। ঈশান ১০ বলে ৩০ রানের ক্যামিও ইনিংসে প্রত্যাশা মিটিয়ে ফেরেন। ঈশানের পর সঞ্জু স্যামসন। ১০২ মিটার ছক্কায় বল সোজা অনিল কুম্বলে স্ট্যান্ডে ফেললেন। কিন্তু সঞ্জু (১৬) ফিরতেই ইনিংসের গতিতে ব্রেক। ৫ ওভারে ৭৩/৩।

৫৪ বলের ইনিংস। প্রতিটি বলেই বিগহিটের চ্যালেঞ্জ। এক-আধটা ডট বল মানে ব্যাটারদের ওপর চাপ তৈরি হওয়া। চাপটা ভালোমতো টের পাচ্ছিলেন শ্রেয়স। স্পিনার গুডাকেশ মোতির ওভারে একবার জীবন পেলেও অবশ্য চেষ্টার কসুর ছাড়েননি। শেষপর্যন্ত ফেরেন ১৪ বলে ২২ রানে।

ক্রিজে নমন ধীর (৬ বলে অপরাজিত ২৪)। কিন্তু 'ধীরে চলো' রাস্তায় একেবারেই হাঁটার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে পরিষ্কার করে দেন। পরের দুই বলে ৪ ও ৬। ১৯ রানের ওভারে চুপ হয়ে যাওয়া চিন্নাস্বামীতে নতুন পারদ সংযোজন। নিট ফল, ৬.৪ ওভারে একশোয় পা ভারতের। শেষপর্যন্ত নমনের যে দাপটে ব্রেক লাগিয়ে ফের বৃষ্টির আগমন। ভারত তখন ৭.৪ ওভারে ১১৮/৫। এখানেই ভারতের ইনিংস থামিয়ে দেওয়া হয়। পরে ম্যাচও।

ম্যাচ শুরুর লম্বা প্রতীক্ষার মাঝেই ঈশান শোনালেন ব্যক্তিগত ফর্ম, দল, সিরিজ নিয়ে ভাবনার কথা। জানিয়ে দিলেন ১ নম্বর টি২০ ব্যাটারের তকমা চাপ নয়। মাঠে নেমে একটাই লক্ষ্য থাকে নিজের সেরাটা দেওয়া। বলেছেন, 'কখনও ব্যক্তিগত পরিসংখ্যান, র‍্যাংকিং নিয়ে ভাবিনি। আমি এক নম্বর নাকি একশো নম্বর ব্যাটার, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। প্রতি ম্যাচে একটাই লক্ষ্য, সেরাটা দেওয়া। বেশি ভাবনাচিন্তায় মাথা খারাপে রাজি নই। মূল কথা মাঠে নেমে ক্রিকেট উপভোগ করা।'

ব্যক্তিগত চাওয়াপাওয়া ভুলে টিমগেমের জয়গান ঈশানের গলায়। আর উইকেট হোক বা অন্য কোনও চ্যালেঞ্জ, দলগতভাবেই মোকাবিলা করতে চান। আরও বলেছেন, 'শুধু উইকেট বা পরিস্থিতির ওপর দায় চাপিয়ে দিলে হবে না। দল হিসেবে আমাদের কাজ করতে হবে। কারও ব্যর্থতা নিয়ে দোষারোপ নয়, আমাদের লক্ষ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করা।'

সেই লক্ষ্য নিয়ে এবার নিউজিল্যান্ড পাড়ি দেবে শ্রেয়সের টিম ইন্ডিয়া।

বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে চেষ্টা চালিয়েছিলেন ঈশান কিষান ও নমন ধীর।

আয়ের বৈষম্য নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট বোর্ড

'ভারতের পকেট ভরছে, আমাদের ভাঁড়ে মা ভবানী!'

বেঙ্গালুরু, ১৭ অক্টোবর : টি২০ ক্রিকেটে চার-ছক্কার বন্যা বইছে, গ্যালারি উপচে পড়ছে, স্পনসররা কোটি কোটি টাকা ঢালছে। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের এই ঝকঝকে ছবিটার আড়ালেই লুকিয়ে আছে এক চরম আর্থিক বৈষম্যের গল্প। আর সেই বৈষম্য নিয়েই এবার আইসিসি-র বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দাগলেন খোদ ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিইও ক্রিস ডেরিং। তাঁর সাফ কথা, ভারতের মাটিতে চলতি এই সিরিজ থেকে অন্তত ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন ডলার আয় হলেও, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের পকেটে তার এক কানাকড়িও ঢুকবে না!

উইজডেন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডেরিং অভিযোগ করেছেন, দ্বিপাক্ষিক সিরিজের আয়ের এই অদ্ভুত মডেলটাই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের ধ্বংস ডেকে এনেছে। তাঁর কথায়, 'এই সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিছুই পাবে না, কারণ খেলাগুলো ভারতে হচ্ছে। একটা সিরিজ থেকে ভারতে ২০-৩০ মিলিয়ন ডলার আয় হতে পারে, কিন্তু সেই সিরিজ খেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পকেটে শূন্য ছাড়া কিছুই জুটবে না।'

কিন্তু এমনটা কেন? ডেরিংয়ের দাবি, এর মূলে রয়েছে ১৯৯৭ সালের এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। সেবার আইসিসি-র সদস্য দেশগুলো বিশ্ব ক্রিকেটের আর্থিক মডেলে বদল আনতে ভোটাভুটি করে, যেখানে ৯-১ ভোটে হেরে যায় ক্যারিবিয়ান বোর্ড। নিয়ম হয়, যে দেশে সিরিজ হবে, সম্প্রচার ও অন্যান্য যাবতীয় আয় সেই দেশের বোর্ডই পকেটে পুরবে। ডেরিংয়ের মতে, 'সেই সিদ্ধান্তটা ছিল চরম অন্যায়। তখনই আমি বলেছিলাম যে, এই সিদ্ধান্ত ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দিল। কারণ আমাদের আয়ের মূল রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেল।'

একসময় গোটা দুনিয়ায় দাপিয়ে বেড়াতেন ক্লাইভ লয়েড স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস-ব্রায়ান লারাদের মতো মহাতারকারা। ডেরিং আক্ষেপ করে বলেছেন, '১৯৯৭ সালের আগে আমরা খুব আকর্ষণীয় দল ছিলাম। সবাই চাইত আমরা তাদের দেশে গিয়ে খেলি। তখন আমরা একটা বিশাল 'ট্যুরিং ফি' পেতাম। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে সিরিজ আয়োজন করে আমরা যা আয় করতাম, তার চেয়ে অন্য দেশে গিয়ে খেললে আমাদের আয় অনেক বেশি হতো।'

নতুন নিয়মের ফলে ভারতের মতো ১৫০ কোটির বাজার যেখানে ফুলেফেঁপে উঠছে, সেখানে মাত্র ৩০ হাজার বা ১ লক্ষ মানুষের দেশ সেন্ট কিটস বা অ্যান্টিগা থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কত টাকাই বা আয় করতে পারবে? বর্তমানে আইসিসি-র মোট আয়ের ৩৮ শতাংশেরও বেশি যেখানে ভারতের পকেটে ঢোকে, সেখানে ক্যারিবিয়ানদের ভাগ মাত্র ৫ শতাংশ। আর্থিক অনটন আর ক্রিকেটারদের বেতন কাটার জেরে জর্জরিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কি তবে আইসিসি-র এই বৈষম্যেরই শিকার? ডেরিংয়ের এই বিস্ফোরক অভিযোগ কিন্তু সেই প্রশ্নটাই নতুন করে উসকে দিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকে ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে বিসিসিআই।

৫ নেট বোলার নিয়ে নিউজিল্যান্ডে গিল
-খবর উনিশের পাতায়

কর্মখালি

ধূপগুড়িতে Fast Food ও রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ কুক ও ক্যাশ কাউন্টারের জন্য স্মার্ট মেয়ে প্রয়োজন। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ।
M- 8944010794. W/A

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

স্বর্গীয় শ্রীমতি সুভদ্রা দাস
জন্ম-১৯-০২-১৯৩০, মৃত্যু- ১০-১০-২০২৬
তুমি আছো, তুমি ছিলে, তুমি থাকবে আমাদের সবার মাঝে।
গত ১০ই অক্টোবর ২০২৬ শনিবার অমর্ত্য লোকে পাড়ি দিয়েছেন আমাদের মা। মায়ের পরলোক গমনে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় আগামী ২২/১০/২০২৬ (বৃহস্পতিবার) আদ্য শ্রাদ্ধ ও আগামী ২৩/১০/২০২৬ (শুক্রবার) নিয়ম ভঙ্গ অনুষ্ঠানে মদীয় নিজ বাসভবন, বিরতি, কলেজপাড়া, শিলিগুড়িতে সকল বন্ধু আত্মীয় স্বজন ও শুভানুধ্যায়িদের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।
শোকাহতঃ সৌমেস কুমার দাস (পুত্র), সুমিত্রা দাস (কন্যা) ও সমগ্র দাস পরিবার।

মুম্বই কোচের পদ ছাড়লেন মাহেলা

মুম্বই, ১৭ অক্টোবর : প্রথম দফায় কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে তিনবার আইপিএল খেতাব এনে দিয়েছিলেন মাহেলা জয়বর্ধনে। তবে দ্বিতীয় দফায় তাঁর প্রশিক্ষণে চূড়ান্ত ব্যর্থ মুম্বই। এবার আইপিএলের অন্যতম সফল দলটির কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন সেই জয়বর্ধনে।

সমাজমাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে জয়বর্ধনে লিখেছেন, 'গত এক দশক মুম্বই ইন্ডিয়ান্স আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছিল। খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে এই দলের সঙ্গে অনেক সুন্দর স্মৃতি রয়েছে। এই অভিজ্ঞতা আজীবন আমার মনে গেঁথে থাকবে।' মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফেও আনুষ্ঠানিকভাবে জয়বর্ধনেকে বিদায় জানানো হয়েছে। দলের কর্ণধার নীতা আম্বানি লিখেছেন, 'মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে মাহেলার অবদান অনস্বীকার্য। ওঁর নেতৃত্ব, দলের প্রতি দায়বদ্ধতা, ভালোবাসা আমরা দেখেছি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের পক্ষ থেকে মাহেলার ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা রইল।'

২০১৭ থেকে ২০২২ এবং ২০২৫ ও ২০২৬ এই দুই দফায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচ হিসেবে কাজ করেছেন জয়বর্ধনে। মাঠে ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজির 'গ্লোবাল হেড অফ পারফরমেন্স' হিসেবেও কাজ করেছেন। এবার অবশ্য তাঁকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে অন্য কোনও ভূমিকায় দেখার সম্ভাবনা কম।

হাসপাতালে নিতে হল ডিবুকে

লন্ডন, ১৭ অক্টোবর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এভার্টনকে তাদের ঘরের মাঠেই ২-০ গোলে হারিয়েছে চেলসি। ৪৬ ও ৯০ মিনিটে গোল দুটি পেদ্রো নেটোর। তবে ব্লুজ শিবিরে অস্বস্তি বাড়িয়েছেন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (ডিবু)। এভার্টনের ফ্রি কিক ঠেকাতে ডিবু গোলপোস্ট ছেড়ে এগিয়ে যান। বল পাঞ্চ করে বিপন্মুক্ত করার চেষ্টা করতে গিয়ে এভার্টন ডিফেন্ডার জ্যারড ব্র্যান্থওয়েটের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। চিকিৎসায় ব্র্যান্থওয়েট দ্রুত সেরে উঠলেও ডিবুকে অক্সিজেন দেওয়া অবস্থায় স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নেওয়া হয়। আরও পরীক্ষার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। ম্যাচ শেষে চেলসির কোচ জাভি অলনসো জানিয়েছেন, মাঠ ছাড়ার সময় জ্ঞান ছিল এমিলিয়ানোর।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হারের ধাক্কা সামলে জয়ে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে তারা ৩-২ গোলে হারিয়েছে ইপসউইচ টাউনকে। ১৯ মিনিটে ফিল ফোডেনের গোলে সিটি এগিয়ে যায়। কিন্তু ২ মিনিট পরই খেলায় সমতা ফিরিয়ে এনেছিলেন দাইজেন মায়েদা। এরপর ৩৪ ও ৬৯ মিনিটে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের জোড়া গোলে ম্যান সিটি ব্যবধান ৩-১ করে নেয়। শেষ লগ্নে জিয়ান ফ্লেমিং একটি গোল ফেরালেও ম্যাচের ভাগ্য বদলাতে পারেননি। প্রিমিয়ার লিগে প্রথম ৭টি ম্যাচেই জিতে ম্যান সিটি ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে।

পিছিয়ে পড়েও ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতেছে লিভারপুল। ভিক্টর মুনোজ ও আলেকজান্ডার ইসাক লিভারপুলের গোল দুটি করেন।

জিতল ম্যান সিটি, লিভারপুল

কিক বক্সিং বিশ্বকাপে ৪ পদক আরাধ্যার

উজবেকিস্তানে জেতা পদক গলায় দুর্গাপুরের আরাধ্যা ধীবর।

দুর্গাপুর, ১৭ অক্টোবর : উজবেকিস্তানে কিক বক্সিং বিশ্বকাপে ৬টি ইভেন্টে চারটি পদক জিতল দুর্গাপুরের আরাধ্যা ধীবর। প্রতিযোগিতায় ১০ বছরের আরাধ্যা একটি সোনা, একটি রুপো ও দুইটি ব্রোঞ্জ জিতেছে। বাংলা থেকে দুইজন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আরাধ্যার বাধা হয়ে ছিল অর্থাভাব। বিমান ভাড়া, রেজিস্ট্রেশন সহ মোট বাজেট লক্ষাধিক টাকার মতো ছিল। তবে স্কুল, কিছু সংস্থা ও সমাজসেবীরা পাশে দাঁড়ানোয় তার আর্থিক সমস্যা কেটে যায়। ছাত্রীর সাফল্যে খুশি আরাধ্যার কোচ ঈশ্বর মাঝি ও তার বাবা চিরঞ্জিত ধীবর ও মা কাকলি ধীবর।

কোচবিহারে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থীরা নিজেদের উদ্যোগে স্থানীয় দুস্থ মানুষদের হাতে পুজোর উপহার তুলে দিলেন।

বিয়ে করছেন কাব্যা

চেন্নাই, ১৭ অক্টোবর : বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অন্যতম মালিক কাব্যা মারান। পাত্র জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক অনিরুদ্ধ রবিচন্দ্রর। নভেম্বরেই এই বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। আমন্ত্রিতদের তালিকায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের মতো ব্যক্তিরা রয়েছেন।

গলফকে জনপ্রিয় করতে মাঠে কপিল

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : সেন্ট্রাল দিল্লির এক অভিজাত আবাসনে তাঁর বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের দরজা খুললেই আপনার চোখে পড়বে না কোনও ক্রিকেট ট্রফি, ব্যাট বা বলের স্মৃতি। অথচ এই মানুষটার হাত ধরেই ১৯৮৩ সালে ভারত প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল। তিনি বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার- কপিল দেব।

৬৭ বছর বয়সেও কপিল কিন্তু বসে নেই। তিনি একাধারে প্রাক্তন ক্রিকেটার, ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী এবং বর্তমানে প্রফেশনাল গলফ ট্যুর অফ ইন্ডিয়ার (পিজিটিআই) প্রেসিডেন্ট। ক্রিকেট থেকে অবসরের পর তাঁর জীবনের নতুন ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে গলফ। যে খেলাটা ক্রিকেট কেরিয়ারের সময় তিনি খেলেনইনি, বন্ধুদের জোরাজুরিতে সেই খেলাই এখন তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। তাঁর কথায়, 'গলফ আর ক্রিকেটের মধ্যে একটাই মিল- দুইটিতেই হাত আর চোখের নিখুঁত কোঅর্ডিনেশন লাগে। গলফ খুব সুন্দর একটা খেলা, যেখানে বয়সের কোনও বাধা নেই।'

ক্রিকেট থেকে অবসরের পর গলফে মজেছেন কপিল দেব।

গলফ যে মূলত ধনীদের খেলা, এই ধারণা ভাঙতে চান কপিল। তিনি বলেছেন, 'আমরা যখন ক্রিকেট শুরু করেছিলাম, তখন সেটাও শুধু বড় শহরগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজপরিবারগুলো ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা করত। ক্রিকেট যদি আজ আমজনতার খেলা হতে পারে, তাহলে গলফ কেন পারবে না?' পিজিটিআই প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর লক্ষ্য, দেশজুড়ে আরও বেশি গলফ কোর্স তৈরি করা এবং তরুণ প্রতিভা খুঁজে বের করা।

তাঁর আক্ষেপ, 'শুধু ক্রিকেটাররাই কেন নাম, টাকা আর খ্যাতি পাবে? গলফের সরঞ্জাম মহার্ঘ হতে পারে, কিন্তু বিরাট কোহলির এক একটা ব্যাটের দামও লাখ টাকার ওপর, আর সেটা কখন ভাঙবে কেউ জানে না। কিন্তু একটা গলফ সেট কিনলে সেটা অন্তত ২০ বছর চলে।'

খেলাধুলোর পাশাপাশি তিনি গ্রেটার নয়ডা ওয়েস্টে একটি ৩০০ শয্যার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালও তৈরি করেছেন। বয়সের ভার বা ২০২০ সালের হৃদরোগ- কিছুই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সদাহাস্যময় কপিল আজও বলে চলেছেন, 'কাজ করতে পারলে আমি কখনওই অবসর নেব না। যতদিন পারব, এভাবেই কাজ চালিয়ে যাব।'